রাজগাথা

রাজগাথা

শ্রীঅসিতকুমার হালদার
রচিত ও চিত্রিত

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড,
এলাহাবাদ

মূল্য ১২ আনা

স্বর্গগতা

পূজনীয়া মাতার

স্মৃতিতর্পণে

নিবেদন

বলাবাহুল্য 'টডের রাজস্থান' থেকেই প্রধানতঃ 'রাজগাথা'র গল্পগুলির উপকরণ নেওয়া হলেও পূজনীয় শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচিত 'রাজকাহিনীর' মধুর কাব্য-চিত্রবৎ গল্পগুলি এবং স্বর্গীয়া শ্রীমতী আনিবেসেন্টের 'The Sweet Singer of Rajputana' নামক মীরাবাইয়ের গল্পটি বিশেষ প্রেরণা দিয়েচে। এ-বিষয় ইং ১৯১১ সালে কলিকাতা 'আর্ট-প্রেস্' থেকে প্রকাশিত Mr. S. O. Heene-mann কর্ত্তৃক রচিত 'Poems of Mewar' গন্থেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। মোট নয়টি গল্পের মধ্যে মৎ-প্রণীত 'রাজগাথা' গ্রন্থে 'শিলাদিত্য' 'গোহ', বাপ্পাদিত্য', ও 'পদ্মিনী' এই চারিটি গল্পের স্থানে স্থানে পূজনীয় শিল্পগুরুর লেখা 'রাজকাহিনীর' অন্তর্গত উপমা-তুলনার এবং পরিকল্পনার অনুসরণ করা হয়েচে মনোজ্ঞ বোধে।

পূজনীয় শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ উজ্জ্বল বাণী-বিন্যাস শুষ্ক ঐতিহাসিক কাহিনীকে যে কিরূপ গদ্যকাব্যে রূপায়িত করেছে তা বাঙালী পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। আমার এই কাব্য-গ্রন্থে তারই রসপরিবেষণের পরীক্ষা করা হয়েছে মাত্র,—এতে নতুনত্বের দাবী রাখিনা। তাঁর 'রাজকাহিনী' অমর গ্রন্থ এবং বাঙালীর ঘরে ঘরে চিরদিন আদর পাবে। শিল্প-গুরু এ-যুগের 'কথা-কবি' এবং এক্ষেত্রে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, তিনি একা তাঁর জীবনের প্রথম অঙ্কে নিজের ঘরে বসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভারতশিল্পের অনুশীলন দ্বারা নবজাগরণের আয়োজন যদি না করতেন তবে আজও ভারত-শিল্প জগৎ-শিল্পের আসরে মর্য্যাদা পেতো না, প্রত্নতত্ত্বের বস্তু হয়ে গুদামে বা

অন্তরালে নিহিত থাকতো দেশের জনসাধারণের অগোচরে চিরকালের জন্য। মহাকবি কালিদাসের পক্ষে যেমন মল্লিনাথ তেমনি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের এই যুগ-প্রবর্তক রীতি প্রচার করতে এবং বোঝাতে হ্যাভেল এবং কুমারস্বামীর প্রয়োজন ছিল। এবং আমরা (শিল্পীরা) যারা তাঁকে অনুসরণ করে চলেছি—তাঁদের প্রত্যেকের কাজ কালের নিকষে ধরা পড়বে। কালিঘাটের পট-চিত্রের অনুকরণ বা বিলাতি অতিআধুনিক Surrealist আর্টের নকল আমাদের দেশে এখন যে কয়েকজন করছেন তা' সাময়িক মোহ বা উত্তেজনা মাত্র, ফ্যাসানের মত অচিরেই লোপ পাবে।

নীরস ঐতিহাসিক ঘটনা-বৈচিত্র্যের বর্ণনার মধ্যে গদ্য-সাহিত্যে যেমন পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজকাহিনী' গ্রন্থে রস-পরিবেশণ করেছেন, তেমনি কাব্য-কলায় উজ্জ্বলভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাকে ফোটানোর আদর্শ প্রথমে দেখিয়েছেন কবিগুরু পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কথা ও কাহিনী'তে। তাঁর পূর্ববর্ত্তী বহু বাঙ্গালী-কবিরা বহু কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু ইংরাজী কাব্য যেমন ইংলণ্ডের বহু কবির নিবিড় সাধকের সাধনায় তার একটি বিশেষ আদর্শ-রূপকে পেয়েছে, তেমনি বাঙ্গলা কাব্য-কলা এক রবিতেই রূপ-বর্ণ-কিরণ-সমূহে শতধারায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বহু বিচিত্র প্রবাহের কথা স্মরণ ক'রে এবং তাঁর আদর্শকে বরণ করে প্রাচীন রাজপুতদের রাজগাথাকে কাব্যে রূপদিতে চেষ্টা করেছি মাত্র। বলাবাহুল্য এই গ্রন্থের নয়টি রঙিন এবং অন্যান্য রেখাচিত্রাবলী স্বরচিত ;—এখন জনসমাজ সাদরে গ্রহণ করলে ধন্য জ্ঞান করব।

১লা আষাঢ়, ১৩৫২
বাদশাবাগ, লক্ষ্ণৌ।

অসিতকুমার হালদার

সূচী

চিত্রসূচী

রঙিন চিত্র

রেখা চিত্র

পুরোহিত
পৃঃ ১

রাজগাথা

শিলাদিত্য

প্রথিত কনক-রাজার রাজ্যে
বল্লভীপুরে করেন বাস
পুরোহিত তিনি, সূর্য্যকুণ্ডে
—ধরণীর সুখ মিটেছে আশ!

সাজায়ে পুষ্প তাম্রপাত্রে
মন প্রাণ-তাঁর সকলি ঢালি
রাক্ষস-রাজ—মুকুটের মত
বিশ সের এক প্রদীপ জ্বালি,

পূজেন সদাই আদিত্য জেনে
একাকী সেথায় সঙ্গ-হীন;
পুত্র কন্যা বান্ধব নাই—
প্রবীণ-বয়স অনাথ দীন!

একদা পূজারি পূজা-পাঠ সারি
ভাবেন মনেতে মরণ কালে
পূজা-ভার তাঁর লবে কেবা আর
কি জানি কখন কী আছে ভালে !

পৌষের ঘন কুয়াশায় ঘেরা
রবি গেছে যবে অস্তাচলে
আঁধার হেরিয়া, পূজা অবসানে
মন্দির হ'তে যাবার ছলে—

ভীম-বুক-পাট বিরাট কপাট
বন্ধ সহসা করিতে গিয়া
দেখিলেন, এক দ্বিজের দুলালি
মলিন কমল বদন নিয়া

করযোড়ে আছে দাঁড়ায়ে সেথায়,
অভয় মাগিছে নীরব ভাবে,
বিমলিন ক্ষীণ তনু-লতা তার
চক্ষে আলোক উজলি ভাসে !

কহিল সে বালা "সুভাগা" নামেতে
অভাগা আমি যে গুর্জরবাসী
বিবাহ রাত্রে বিধবা হয়েছি
দৈব-বিপাকে,—তোমারি দাসী!

বিতাড়িত হ'য়ে দেশে দেশে ফিরি
এসেছি গো, পিতা তোমার কাছে;
কুলে কেহ নাই,—গৃহহারা নারী
আশ্রয়টুকু কেবলি যাচে!"

ব্রাহ্মণ কহে—"অনাথিনী, মাগো!
কি সুখের আশে এসেছ দেবি?
দরিদ্র আমি, অশন বসন
নাহি কিছু হেথা,—দেবতা সেবি।

বন্ধু তো নাই, পূজারি বামুন
দিন আনি খাই কাটাই বালা,
দুঃখ ঘোচাতে পারিব না কিছু
বাড়িবে কেবল দুখের জ্বালা!

মনে মনে জপে—"হে দেবতা তব
কৃপায় লভিয়া পালিতে এরে
পারিব কি আমি ?—জান তুমি স্বামী !—
ডুবিব কি শেষে মায়ার ফেরে ?

তোমারে পূজেছি অশীতি বরষ
চাহি নাই কোনো সহায় বলে
কাড়ি নিতে চাও পূজা কি আমার
এমনি মোহের বিষ্ম ছলে ?"

সন্ধ্যা ঘনাল সংশয় ঘোর
মনে তার কিছু লাগে না ভালো
দিগন্ত হ'তে অস্তরবির
বালিকার ভালে পড়িল আলো।

দিবাকর কর-কিরণে দেখাল
যেন পুরোহিতে পূজার তরে
ইঙ্গিত দিয়া দাসীরে তাঁহার
সাদরে ডাকিয়া লইতে ঘরে।

করযোড়ে তবে সূর্য্যে নমিয়া
বৃদ্ধ ধরিয়া কন্যা করে
বসালেন কাছে, সন্তান হীন
　　　লভি যেন রবি বরের তরে।

*　　　*　　　*

দিন কেটে যায় দেবসেবা শিখি
"সুভাগা" দ্বিজের নয়ন-মণি,
আরতি করিতে নবনীত হাতে
　　　পারে না সে তাঁ'র বিপদ গণি!

তিন-সের দীপ দেখিছে সুভাগা
ব্রাহ্মণ পিতা তুলিতে নারে;—
শীর্ণ শরীর অবশ অঙ্গ
　　　টলিয়া পড়িছে তাহার ভারে!

চুপি চুপি তাই বসন্তীপুর
বাজার হইতে আনিল শেষে
প্রদীপ সুঠাম—এক সের ভার,
　　　মন্দিরে লয়ে রাখিল এসে।

করযোড়ে কহে,—"পিতা মোর তুমি
সন্ধ্যা-আরতি করিবে বলি
আনিয়াছি দীপ দ্বিগুণ তেজেতে
তোমার হস্তে উঠিবে জ্বলি !

লাঘব হইবে গুরুভার তব
শুন গো ঠাকুর, মেয়ের কথা
শরীর পীড়ন কোরোনাক' আর
দিও না আমার হৃদয়ে ব্যথা !"

পুরোহিত কয়,—"সেতো কথা নয় !—
সকালে যে দীপে আরতি করি
রাখিয়াছি আমি, পূজিব আবার
সন্ধ্যার শেষে তাহারে ধরি।

নূতন দিবসে নূতন এ-দীপে
নবীনা করিও আরতি তবে ;—
রাখি দাও এরে, এবে দ্বিপহরে
মন্ত্রটি কাণে দিবসো যবে—

করিও পূজন, ধ্যান আরাধন
কোমল হস্তে—দীক্ষা লয়ে।
মন্ত্র যা' দিব এ-জীবনে মোর
মরণ আনিবে ত্বরার করে।

প্রথম শিখেছি গুরুর নিকটে
দিতেছি আবার তোমার কাণে।"
মন্ত্র বলিয়া মূর্চ্ছিয়া পড়ে
ব্যাধ যেন তারে বিঁধিল বাণে!

নিমিষের মাঝে স্তব্ধ সকলি
দ্বিজ প্রাণ-দীপ নিভায়ে যায়!—
ধরণী আঁধারে উঠিল ভরিয়া
সুভাগা অভাগা হইল হায়!

* * *

কাঁদি কাটে কাল সকাল বিকাল
তারি সাথে সাথে দেবতা সেবি
মন্দির, দ্বার, পূজা উপচার
সযতনে রাখে সদাই দেবী।

লতা, পাতা, ফুল, পুরাণের কথা—
পটেতে লিখিয়া কাটায় কাল ;
তরু আলবালে কভু জল ঢালে
কভু সে পূজার সাজিছে থাল।

ক্রমে দেখা দেয় পাকা ফল খেতে
পশু, পাখি আসে তাহার বাগে ;
প্রজাপতি ওড়ে,—জল নিতে যায়—
ময়ূর, হরিণ চলে আগে আগে।

দূর গ্রাম হ'তে বালকের দল
আসে যত, হাসে তাহারে ঘেরি
ভাঙে ডালপালা, দেয় কত জ্বালা
খুশি হয় তবু তাদেরে হেরি !

নানা রঙে ভরা বসনে সাজিয়া
তরুণ শিশুরা জুড়ায় আঁখি !
চোখে জল তার ভ'রে বার বার—
কোমল হৃদয়ে দেখিতে থাকি !

প্রাবৃটের কাল আসিল ঘনায়ে
বিজলি চমকে, মেঘের ঘটা,
পূরব বাতাসে ভেঙে পড়ে সবি
ভরিল তাহাতে করকা ছটা !

পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি চলি যায়
মালঞ্চ সেথা উদাস করি ;
বায়ু-বেগ-ভরে অশনি-আঘাতে
ফুল ফল সব পড়িল ঝরি !

বিষাদের ঘন ছায়া বুনে গেল
শ্রাবণের ধারে ; অশ্রু চোখে
জল জলি উঠি, ভাসে কত কথা
গত জীবনের, গভীর শোকে !

পড়িল মনের গঞ্জনাগুলি
মাতা পিতাদের করুণ গাথা,—
হতভাগার মনে ভাসে একে একে
—বসিয়া গালেতে হাতটি পাতা !

পূরবে আঁধার—পশ্চিমে আঁধার—
দশদিশি ছেয়ে আঁধারে ভরা ;
পাষাণের মত স্তব্ধ দেউল
হাওয়ায় কাঁপিছে দুঃখে ধরা !

কোথা পুরোহিত বৃদ্ধ বামুন
অসময়ে ঠাঁই দিয়েছে তারে !
কালো আঁধারের কোল হ'তে ঝরা
বারির বিন্দু শোকের ভারে—

পড়িল ঝরিয়া তরিণী-নেত্রে ;
মন্দির মাঝে বদ্ধ থাকি
পূজিতে বসিল প্রাণের ঠাকুরে
চিত্তে রোদন রুদ্ধ রাখি !

হতভাগার আঁখি স্থির হ'য়ে এল ;
ঝড়ের ঝঞ্ঝা বাত্যা দূরে
স'রে গেল, সবি স্বপনের মত
দুর্যোগ জেগে হৃদয় পুরে—

আঁধার কাটিয়া উজলি উঠিল
শোক ভয় নাশি ফুটিল হাসি ;
বন লভি ক্ষণে বিস্মিত মনে
দেখে সহস্র বিভব রাশি !

সহসা আবার স্মরিল সে তার
মরণের সুর—মন্ত্রটিরে—
শিখালেন যাহা ব্রাহ্মণ পিতা
—কণ্ঠে আসিয়া উদিল ধীরে !

জগৎ অমনি জাগিল আলোকে
পাখি গান গাহে বাঁশরী তানে,
ফুলে ফলে রাঙা ফাল্গুন হাওয়া
মন্দির মাঝে সহসা হানে।

সপ্তবর্ণ-অশ্ব বিমানে
বিচ্ছুরি জ্যোতি জ্যোতির্ময়
আসিলেন সেথা রক্তিম রাগে
গাহিল কিরণে রবির জয় !

সুভাগা দুহাতে ঢাকিল চক্ষু
আলোকে ঝলসি নয়ন-তারা
কহে,—"ক্ষম ! ক্ষম !—হে দেবতা মম
দগ্ধ করোনা ধরণী সারা !"

আদিত্য কন,—"নাহি কোনো ভয় !
বৎস ! কি বর মাগিবে তুমি ?"
দেখিতে দেখিতে সধবার মত
আলো টীকা এক রাঙায় ভূমি ;

রেশটুকু তার সুভাগা ললাটে
সীমন্ত মাঝে সিঁদুর হেন
লাগি উজলি অপূর্ব্বরূপে
বিবাহ-বাসর জাগাল যেন !

কহিল সুভাগা,—"অভাগিনী আমি
বাসনা আমার কিছুই নাহি
মরণ কামনা করি এবে শুধু
এর বেশি বর কিছু না চাহি।

তোমার চরণে মরণ লভিয়া
জীবন জুড়ালে লভিব যারে
সেই মোর শেষ সুখের নিদান
অভাগী কি আর পাইতে পারে ?"

সূর্য্য কহেন,—"দেবতার বর,
মরণ কামনা তাহাতে নাহি ;—
মাগ যাহা চাও—হইবে সফল
সমুখে আমার দেখ গো চাহি !"

অঞ্চল গলে প্রণমি সুভাগা
যাচিল—"হে প্রভু তোমার বরে
তেজ উজ্জল ছেলে আর মেয়ে
দাও দয়াময় আমার তরে।"

"তথাস্তু"—কহি, রবি যান চলি
সুভাগা ধরণী পরেতে রহি
সুখেতে ঘুমায় আঁচল বিছায়ে,
—শীতল বরষা নামিল বহি !

আঁখি মেলি দেখে রজনী বিদায়
ভোরের আলোতে পাখির গানে
ভরি গেছে দিশি কুঞ্জের কূলে,
সোনার কিরণ জাগাল প্রাণে।

আঁচল টানিতে গিয়া দেখে তার
কোলেতে ঘুমায়ে রয়েছে দুটি
অগ্নি কণিকা ছেলে আর মেয়ে
কোমল-কোরক উজলি ফুটি!

দেব-অনুপম নির্ম্মল শিশু
দুটি কোল জুড়ি, লইল তুলি,
দুঃখ বেদন পেয়েছিল যাহা
জনমের মত গেল সে ভুলি!

নিরজনে পেয়ে "গায়েব," "গায়েবী"
নাম দুটি রাখে করুণা ভ'রে
বার বার চুমা দেয় তাহাদের
বার বার চাপি বুকেতে ধরে!

সুভাগা দেউল বাহিরে আনিতে
গায়েবের মুখে রোদের আলো
ক্রমে ফুটে উঠি থেকে গেল যেন
মনে তার তাহা লাগিল ভালো।

গায়েবীর কেশে কিরণ প্রবেশি
জোনাকির মত নিভিয়া যায়;
সুভাগা বুঝিল ক্ষণিকের প্রাণ
ধরণীতে এরে বাঁচানো দায়!

* * *

তিল তিল বাড়ে—"গায়েব", "গায়েবী"
শশিকলা হেন সুভাগা কাছে;
পাঠশালা যায় বালক যখন
গুরুকাজ লয়ে গায়েবী আছে।

গায়েবীর রূপ ঝলসিয়া পড়ে
শিশু মেয়ে যত নিকটে আসি
খেলাসাথী হয়; কত খুশি রয়
তাহাদের লয়ে ভাল সে বাসি।

গায়েব সে বীর নাহি রহে স্থির
সাথীদের শত তাড়না করে
অধিকার তার উপরে সবার
মাতিয়া উঠিলে সবাই ডরে।

পাঠের অন্তে একদিন সবে
ভাবে প্রতিকার করিবে এরা ;
দেখে পড়া শুনা যত সব কাজে
গায়েব রয়েছে সবার সেরা।

ঠিক করে তারা গায়েবেরে রাজা
করিয়া বসাবে কাঁধেতে তুলি
রাগ দ্বেষ তার যাইবে চলিয়া
উৎসাহে ধ্বনি উঠিবে দুলি !

কেহ কহে—হবে রাজার পূজারি
মন্ত্র পড়িয়া দিবে সে টীকা ;
কেহ বলে—"হব মন্ত্রী-প্রধান
উড়াব রাজ্যে পতাকা-শিখা।"

গায়েবে রাখিব সবার উপরে
জয় ছাড়া অন্য না করি কভু
"মহারাজ জয় !"—গাহিব সবাই
—গায়েব হইবে মোদের প্রভু !

সেই মত তারা কাঁধেতে তুলিয়া
টানে রাজটিকা কপালে তার
পুরোহিত সাজি সুধাল তাহারে
"বল্ এবে, কেবা পিতা তোমার ?"

গায়েব জানেনা সূর্য্যের বরে
এসেছিল কোন গায়েবী সাথে
বলিল,—"সুভাগা" মায়ের সে নাম
পিতা নামে বাজ পড়িল মাথে !

লাজে হেঁট রহি গায়েব মরণ
যাচিছে আপন, বাণী না সরে
তুয়ো তালি দিয়া খ্যাপায় ছেলেরা
শুধু সোর গোল তাহারা করে।

মাটির উচ্চ সিংহাসনেরে
পদাঘাতে ভাঙি ফেলিয়া তবে
ধায় ছুটে তার মাতার নিকটে ;
হাসিল ছেলেরা বিকট রবে !

সুজাতা তখন গায়েবীর ধরি
সুকোমল হাতে প্রদীপ খানি
সন্ধ্যা-আরতি শিখাবারে রত,
ছিনায়ে গায়েব ফেলিল টানি,—

কহিল মাতারে,—"বল ত্বরা ক'রে
কে পিতা আমার ? দেরী না সয় !"
মাতা বাক্‌হীন, গায়েবী নীরব,
পরাণে জাগিল বিপুল ভয় !

প্রদীপ ধরিয়া মারিল ছুঁড়িয়া
সূর্য্য-প্রতিমা পড়িল খসি ;—
সুজাতা অধীর, বলে—"রহ স্থির !"
মাথা ঘুরি সেথা পড়িল বসি !

মালেকা ও মুক্তা

পৃঃ ২৮

"মন্ত্র কেনরে অমঙ্গল তরে
দেবতার অভিশাপের জোরে
টুটিবেক মান, অভিমান যত,
একথা কে বল শুধা'ল তোরে ?

ভাঙিল কপাল, ওরে হতভাগা !
—কি হবে জানিয়া পিতার নামে ?"
"রাখ পূজা-পাঠ—বুঝি না দেবতা !"—
গায়ের কড়িয়া—রাগেতে ঘামে !

কাঁদি শেষে বলে আছাড়িয়া পড়ি
লুটায়ে মায়ের চরণ তলে
"মোরা কি, মা নীচ ?—কুলের বাহির ?
পথের ধূলায় অথবা জলে

ভাসিয়া এসেছি ধরণীর মাঝে ?
বল, বল, মাতা !—কি কথা আছে ?
রেখোনা গোপন, স্থির নাহি মন
সন্তান আমি, আমার কাছে !"

তীর যেন বুকে বিঁধিল সে কথা
দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রাখি
সুভাগা রোদন করিয়া স্মরণ
করে মনে মনে দেবতা ডাকি !

স্মরি বার বার গুরুরে মন্ত্র
আহ্বানি শেষ মরণ যাচি
হইবে পূরণ বাসনা তখন ;
—ভাবে এর চেয়ে মরিয়া বাঁচি !

কহে—"বাছা, তোর পিতা যে সূর্য্য
জানি লও এবে ; চলিয়া যাই—
দেশ ছাড়ি মোরা কি হবে হেথায় !
—কথায় মোদের কাজ তো নাই !"

নাড়ি শির কয়—"নহে তাহা নয় ।"
মাতা বলে—"দ্বার রুধিয়া তবে
শুনাব যে কথা জানিবি সকলি
আমারে তখন হারাতে হ'বে ।"

গায়েব গায়েবী হাত ধরি ল'য়ে
বসাল' সুভাগা দেবতা কাছে ;
যে পাপীটি ল'য়ে পেয়েছে তাদের
সেই মন্ত্রে সে মরণ যাচে !

কাল-সাপ বিষ মন্ত্রেরে ভাবি
ভয় তার ছাড়ি যাইতে আজি
বাছাদের ফেলি অনাথ করিয়া
—শেল হেন বুকে উঠিল বাজি !

ঝলসিয়া চোখ অরুণ আলোক
পড়িল তখন ললাটে তার ;
রক্ত বর্ণে তাম্র ভাতি
প্রচণ্ড রূপ তাকানো ভার !

দর্শন দেন দিবাকর নাথ
কাঁদি কাঁপি কয় সুভাগা,—"প্রভু !
'গায়েব' 'গায়েবী' সন্তান কার ?"
—নির্ব্বাক দেব, না নড়ে ভ্রূ !

ছাই হয়ে গেল সোনার অঙ্গ
মুক্তাগো ধূলায় রহিল পড়ি,
গায়েবী কাঁদিয়া মূর্চ্ছি সেথায়
লুটায় মাটিতে—মাটিতে ধরি !

পাষাণের পরে মন্দির ভিতে
মায়ের অঙ্গ ছায়ের রাশি
গায়েব দেখিল, মাতারে হারায়ে
শূন্য জগত—চলিল ভাসি !

রাগ, দুঃখে তার আগুন ছুটিল
ভাঙিবারে যায় স্পর্ধা দেবে
যমের বাহন মহিষের মত—
কালো পাথরের মূর্ত্তি এবে।

পাথরের ঘায়ে মারিয়া ভাঙিল
দেবতা মুকুট উঠিল জ্বলি
সাথে সাথে তার গায়েব মূর্চ্ছি
মাটির উপরে পড়িল ঢ'লি !

জাগিল যখন মন্দির মাঝে
নাহিক রবির আলোক লেশ ;
গায়েত্রী শিয়রে বসিয়া রয়েছে—
দেখিল যা' আছে মায়ের শেষ !

"কোথায় সূর্য্য ?"—জিজ্ঞাসে তবে
গায়েত্রী দেখায় পাথর খানা
যা দিয়া মেরেছে—ভেঙেছে প্রতিমা ;
কহিল গায়েত্রী,—"হইবে রাণা—

'আদিত্য-শিলা' বাহু-বল তব
ইহাই দেবতা করেছে দান,
ফেলিয়া মারিলে হাজার শত্রু
অনায়াসে পায় বধিতে প্রাণ ।

বলেছেন, তুমি তাঁহারি পুত্র
সূর্য্যবংশে শাসিবে ধরা ;
রক্ষিবে সবাই তব পদানত
—তুমি রবে মান, যশেতে ভরা !

সূর্য্যকুণ্ডে আসিয়া জপিলে
সপ্ত অশ্ব দেবতা তিনি—
যুড়ি দিয়া রথে পাঠাবেন সদা
পরম শত্রু লইবে জিনি।

দিগ্‌বিজয়েতে যাও তুমি এবে
'আদিত্য শিলা' সঙ্গে রাখি
মন্দিরে মা'র ল'য়ে পূজা ভার
আমি তাই তবে হেথায় থাকি।

ফল-মূল খেয়ে কাটাইব কাল
কুণ্ডের জলে বাঁচিয়া রহি;
তুমি রাজা হ'লে নিয়ে যাবে এসে
রব সেই আশে জীবন বহি!

গায়েব চলিল গায়েবীরে ছাড়ি
মন্দির পানে বারেক চাহি
ক্ষণেক দাঁড়ায়, ক্ষণে আগে যায়,
পড়ে ঝরি চোখে অশ্রু বাহি!

"মাতা গো আমার—কোথায় গেলে গো!"
বলিয়া গায়েত্রী আছাড়ি পড়ে!
সূর্য্যকুণ্ডে স্নান সারি ল'য়ে
গেল মার সৎকারের তরে।

গভীর রজনী, গায়েত্রী শয়ান
মন্দির মাঝে আঁধার ভরা!
ঝন ঝন রবে উঠিল শব্দ
কাঁপিয়া উঠিল বসুন্ধরা!

আশিমণ ভার পাথরের সেই
সূর্য্য মূর্ত্তি সহিত ব'য়ে
গেল চলি আধা মন্দির ভাঙি
মাটির গর্ভে গায়েত্রী ল'য়ে।

"ভাইরে আমার!"—শেষ ধ্বনি তার
মিলালো আঁধারে তাহারি সাথে;—
বৃথা বাঁচিবার বেদনা প্রকাশি
পড়িল কঙ্কাল মৃত্যুঘাতে!

গায়েব হেথায় করি দেশ জয়
বল্লভীপুরে আসিল যবে
যুদ্ধে হারায়ে কনক রাজারে
পাঠশালা পোড়ো গাথিরে সবে

বাঁটি দিল কাজ,—মন্ত্রী, উজির
সেনাপতি আদি ; সকলে মিলে
রাজ অভিষেক করি গৌরবে
চন্দন টিকা পরায়ে দিলে।

নাম সে লইল শিলাদিত্যের
আদিত্য শীলা-বজ্র ধারী ;
রটিল সুযশ, প্রজা হ'ল বশ
চৌদিকে ভরে সুনাম তারি !

কিছু দিন পরে উৎসাহ ভরে
চন্দ্রাবতীতে 'চন্দ্রা' সনে
বিবাহ করিয়া আনিল রাজন
বিতরিল ধন সকল জনে।

* * *

গভীর রজনী শয়নের পরে
রাজার মাণিক চামর দোলা
পায় রাজা, রাণী শিয়রে সোনার
দীপ জ্বালা রহে,—জানালা খোলা।

স্বপনে দেখেন গায়েব, তাঁহার
গায়েবী বোনের করুণ মুখে
কি ব্যথা জাগিছে—সুদূরে তাকায়ে
ছল ছল আঁখি ভরিছে দুখে!

সহসা আসিল কাতর রোদন
—"ভাইরে আমার!" ধ্বনির সাড়া
সজোরে কাঁদিয়া স্বপন টুটিয়া
নিদ হ'তে জাগে পাগল পারা!

ভোরে উঠি তবে চলিল রাজন
সূর্য্যকুণ্ডে ভগিনী তরে,
দেখে সেথা নাই কেহ কোথা হায়
গাছ আগাছায় কেউল ভ'রে!

ভাঙা মন্দিরে লোহার শিকলি
লতাপাতাগুলি দেখায় তাতে,
প্রবেশিতে যায়, বাধা যেন পায়
ঠেলি চলে তবু আপন হাতে !

গভীর আঁধার গহ্বর মাঝে
ভাঙা মন্দির সেথায় ধরে ;
বাদুড় পেচক ডানা ঝাপটিয়া
পলায় উড়িয়া যাইলে পরে।

শূন্য প্রতিমা পাতালেতে গত
আঁধারের কোলে পর্দা টানি !
ভেসে আসে সুর- "গায়েত্রী" "গায়েত্রী" !
গুমরি উঠিছে বেদন বাণী !

মনে পড়ে তারা দুটি ভাই বোনে
মার কোলে শুয়ে ঘুমাতো যবে ;—
আর কেবা হেন গুর্জ্জর গাথা
কাহিনী তাদের শুনাতে হবে !

পাষাণি তক্ত যেন দীপাধার
যে-ঘরে খাকের থাকিত বাসা
নাহি তার লেশ, হয়ে গেছে শেষ
সেথায় তাহার বৃথাই থাকা !

শীতল নিশ্বাস ফেলি চলি যায়
রাজ মন্দিরে ফিরিয়া তবে ;—
অনুচর আর কর্মকারেরে
ডাকিয়া আদেশ করিল সবে—

সোনার ইটের মন্দির গড়ি
সূর্য্য-কুণ্ডে বসাতে আনি
গজনির যেরা দেবতা পাষাণ—
যেরূপেতে ছিল লইয়া মানি !

* * *

গায়েব এখন শিলাদিত্য সে
সূর্য্যবংশ তিলক মণি
করে দেশ জয়, যাহা মনে লয়
ভয় ভীতি মনে কভু না গণি।

জয় যত হয় সূর্য্যের বরে
সপ্ত অশ্ব রথের গুণে—
মন্ত্রী তাহার হিংসায় মরে
ধরার প্রতাপ তাহার শুনে।

একদা সহসা দেখিল গোপনে
যুদ্ধের আগে পূজিতে তাঁরে
সূর্য্য কুণ্ড মন্দির মাঝে;
—প্রথম সে সব জানিতে পারে।

বিশ্বাস-ঘাতি জানাল সকলি
সিন্ধু পারের পারদ রাজে
গোরুর রক্তে ধুইয়া দেউল
পাপ আনি দিল রাজার কাজে।

পারদ রাজার সহিত যুদ্ধে
হইবে নাবিতে প্রবল বেগে
মন্ত্রী কেথায় মনে মনে খুশি
হিংসা তাহার রয়েছে জেগে!

আদিত্য-শিলা শিরে পরে পূজে
গায়েব শত্রু জয়ের তরে ;
সপ্ত অশ্ব হ'ল না উদয়
নীরব আঁধারে দেউল ভ'রে।

হতাশ ব্যাকুল চলে বীর তবু
রহি আগুয়ান বজ্র হাতে,—
যুদ্ধে আহত গায়েব সে গেল
অস্ত মলিন সূর্য্য সাথে—

পাট সারি তার রাখি রাজভার
সূর্য্যবংশ তিলক ল'য়ে
আলো আঁধারের ধূপছায়া খানি
বহি দুখ তাপ সকলি সয়ে!

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

গোহ

বিরাট বিটপী ঘনপাতা ঢাকা
পখিদের ছোট নীড় ;—
তেমনি সেথায় ধরিয়াছে ছল
মর্ম্মর গড়া শ্বেত উজ্জ্বল
চন্দ্রাবতীর নগরী অটল
বিন্ধ্যের শিরে রয়েছে অচল
গগন্‌ লগন স্থির !

শৈলের শিরে পাথরের গড়া
দুর্গ-প্রাসাদ খানি ;
দেয়ালে রঙিন আঁকা ফুলকারি,
চিক দিয়া মোড়া ঝরোখার সারি,
দেউড়ি, তোরণ আছে ভারি ভারি ;
ঘননীল ছায়া বাপীতে কমল
গোলাপী ওড়না টানি।

ম্লেচ্ছের সাথে যুদ্ধের আগে
মহারাজ শিলাদিত্য
চন্দ্রাবতীতে লয়ে যান তাঁর
পুষ্পবতীরে, ঢাল তলবার
ধরি যত বীর যোদ্ধারা আর
বল্লভীপুর হ'তে বিশ্বাসী
যায় শত আরো ভৃত্য।

সোনার ডুলিতে বেহারা চলেছে
রাণীরে লইয়া বয়ে ;
ভাবেন রাজন "সেথা, থাকি যবে
পিতার আলয়ে সন্তান হ'বে
বল্লভীপুরে ফিরি গিয়া তবে
রাণীর সহিত সুখেতে যাপিব
শিশুটিরে বুকে লয়ে !"

চন্দ্রাবতীতে রহি ক্ষণকাল
পুষ্পবতীরে রাখি
অমানিশা যোগে দেখি দিনক্ষণ
সুখের স্বপনে ঢালি দিয়া মন
শাসিতে যবন চলেন রাজন
মনেতে কামনা ভোগ সুখ নানা
উন্মুখ হয়ে থাকি !

নিয়তির হাতে জীবনের পটে—
কালো সাদা দুই তারে
নক্সা কতই মলিন উজ্জ্বল
কুটিল, সরল, চল-চঞ্চল
ধূপ ছায়া রঙে ধাইছে উছল
সোনালি রূপালি ধারে।

বিধাতা সে সুখে বাধা দিবে তাঁর
শত্রুর তীর-বিষে
নিপতিত হবে ফিরিবে না তায়,
মহিষী পুষ্পবতী রবে তায়
একাকিনী পড়ি তখন সেথায়;
—নিয়তির লিপি ললাটে যা লেখে
জানিবে সে বল কিসে!

পুষ্পবতীর মহল যে আছে
পাহাড়ের উঁচু গায়ে।
শূন্যে লগন অলিন্দ খানি
সেথায় বসিয়া সারা দিন রাণী
দেখিছেন পথ, মনে মনে জানি
বল্লভী হ'তে আসিবেন পতি
উড়াইয়া ধ্বজ বায়ে!

শিলাদিত্যের রথ লয়ে বীর
জয়ী সদা হ'ন রণে।
সোনার সুতায় ইনায়ে-বিনায়ে
শুভ্র রজত চাদরের গায়ে,
সূর্য্যমূর্ত্তি আঁকি ধূপছায়ে,
আশা লয়ে রাণী আছেন সেথায়
প্রিয় সখীদের সনে।

বিরহের দিন অন্তে সুদিন
আসিবে জানেন বালা;
বল্লভীপুরে পতিরে পাবেন
শিশু লয়ে তাঁর সাথেতে যাবেন
বোনা শেষ হ'লে তখন ভাবেন
পরাবেন নিজ হাতেতে পতিরে
পাগড়ি, ফুলের মালা।

পাখির পালক হাল্কা কিরীট
রচি দিন তাঁর কাটে !
দেখেন কখন আঁকা বাঁকা পথে,
যায় কত লোক অশ্ব ও রথে,
পদাতিক আসে বসতী হ'তে
বল্লম হাতে, ধায় কভু প্রান্তে
দূর সুদূরের বাটে !

অলিন্দ পাশে কত লোক আসে
প্রণাম করিতে তাঁরে।
চন্দ্রাবতীর রাজপুরী পানে
ধায় নারী পথে মুখরিত গানে ;
সন্ধ্যা আঁধারে প্রভাতে পরাণে
পাখিরা জাগায় কূজন কাকলি
বেদন বারতা তারে !

রাণী জানে তবে করছে বটি
শিলাদিত্যের চিঠি ;
মনে মনে খুশি, চোখে জল ভরে,
সব কাজ ফেলি আপনার ঘরে
লিপি বার বার পড়ি রাখি ধরে,
বক্ষে নিবিড় আঁকড়িয়া ল'য়ে,
—শূন্যে লগন দিঠি !

জাঠ গান গায়, ধায় মাঠ পানে
রাণী ভেট দেন তারে
রাখাল বালক ধেনু লয়ে যায়
আসিলে নিকটে হায়, মালা পায় ;
ঝরোখা হইতে রাণী কভু চায়
ছড়াইয়া দিয়া পান্না হীরায়
আনন্দে বারে বারে !

গোহ

ভাবেন অশ্ব-ক্ষুরের ধ্বনিতে
পতি বুঝি ফিরে আসে !

রাখিয়া লিপিরে কবরীর পরে—
ভবানী মাতায় পূজিবার তরে—
যান ধীরে চলি অনুরাগ ভ'রে
কাতরে প্রভুর কুশল মাগিয়া
কহেন বিনয় ভাষে ;—

"হে দেবি ! ঘুচাও মন-অবসাদ
যুদ্ধ-বিজয়ী পতি
ফিরি আনি দাও আমার নিকটে
জয়গান তাঁর সদা যেন রটে,
পূজি তাই দেবী পুষ্প ও ঘটে
নারীর ধরম করম করিতে ;
—পতি বিনা নাহি গতি !"

"ছেলেটি আপন পিতার মতন
বীর তেজস্বী হবে ;—
মোর নাথ হেন প্রেম ল'য়ে বুকে
কুমার রাখিবে বধূটিরে সুখে ;
এক হাতে তার শত্রুরে রুখে
প্রাণ দিয়া প্রজা পালিবে যতনে
ধরণী শাসিবে যবে।"

মন্দিরে পূজা করি এইরূপে
দিন তাঁর কেটে যায় !
আশীষ বরষি রাজকুমারীকে
যায় কত লোক কাজে দশ দিকে ;
রাজ-ভক্তেরা গুণ গান লিখে
পুষ্পবতীরে দূর হ'তে হেরি
শুনায়ে শুনায়ে গায় !

রাণী সুন্দরী

শিলাদিত্যের বধিল পরাণ
  শত্রুরা যেই ক্ষণে,—
পুষ্পবতী সে জননীর কাছে
রুপালি চাদর লয়ে বসি আছে
সূর্য্য-মূর্ত্তি শেষ করি পাছে
পতি-নাম তাঁর রাখিবেন লিখে
  ভাবিয়েছিলেন মনে।

সোনালি সূক্ষ্ম তার দিয়া শেষে
  মণ্ডন-লতা তুলি
শিলাদিত্যের নামটি কলিয়া
সহসা যেমনি উঠিল জ্বলিয়া
ছুঁচ বিঁধে গেল হাতটি টলিয়া
অমনি বোলতা হুল ফোটা যেন
  উঠিল রক্ত ফুলি!

যাতনা দুঃখে জল-ভরা চোখে
দেখিলেন রাণী চেয়ে,
রজত চাদরে জ্বলে নির্মল
রক্ত মণির মত জ্বল জ্বল
ধুয়ে রাখিবারে যান দিয়া জল
জোছনা-চিকন বসনে জড়ায়ে
পড়িল রুধির বেয়ে !

রক্ত হেরিয়া কাঁপে দুরু দুরু
পুষ্পের মত রাণী !—
পুষ্পবতী সে অধীর আকুল,
খুলি ফেলি দেন খোঁপা বাঁধা চুল
রতন মাণিক বকুল পারুল
মালা হার যত মাটীতে লুটায়
নিজের মরণ মানি !

ক'ন—"মাতা মোরে বিদায় দেহ গো
বল্লভীপুরে যাই—
ভাগ্যে আমার না জানি কী আছে,
দক্ষিণ আঁখি—কেন আজি নাচে?
প্রভুর নিকটে যেতে মন যাচে ;
অমনি বক্ষে উঠিছে দুঃখ
ফিরিয়া যাইতে চাই।"

রাজ-মাতা ক'ন,—"চন্দ্রাবতীর
রাজ্যে থাক মা তুমি ;
শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লে ফিরি গিয়া
স্বামীরে রাখিবি আদরে ঘিরিয়া
কাজ কি অশুভ মনে ঠাঁই দিয়া।"
কাছে বসালেন শিরে হাত রাখি
আদরে তাঁহারে চুমি !

না মানেন মানা, "বল্লভীপুরে

যাইতেই হ'বে ফিরে।"

আছাড়িয়া ভূমে পড়ে অহরহ

থাকা সেথা তাঁর হ'ল দুঃসহ!

"লহ দেব, মোরে লহ তুলে লহ!"

জপেন দেবতা মলিন অধীর

দীঘল শ্বাসেতে ঘিরে!

সেই দিন সাঁঝে বল্লভীপুরে

আসিছেন রাজপুত,

আশা-সোঁটা হাতে যায় সাথে সাথে,

দাস দাসী বহে আসবাব মাথে,

রাঙা ঘেরাটোপে ডুলি ঢাকা তাতে

বিদায় লইয়া রাণীরে বসায়;—

চলে পথে রাজদূত।

বিধর্মী রাজ-শত্রু সে কোনো
　　বল্লভীপুরে আসি,
করিয়াছে নাশ যা-কিছু সকল,
প্রজা হয়ে গেছে অতি হীন-বল,
হার মানিয়াছে যোদ্ধার দল ;
বল্লভীপুর ভরেছে রক্তে—
　　কঙ্কাল রাশি রাশি !

লক্ষ লক্ষ অর্থ মূল্যে
　　হীরা মানিকের মালা
গহনা যা-কিছু গা হ'তে খুলিয়া
মায়া মমতারে সকলি ভুলিয়া
রঙিন বসন দিলেন ফেলিয়া
বিধবার রূপ ধারণ করিয়া
　　জুড়ান সকল জ্বালা !

অন্তর ভরি দুঃখ বেদনে
নীরবে কথা না সরে ;
উদাস পরাণে উদাসিনী বেশে
কাটিয়া ফেলিয়া কুন্তল কেশে
যোগিনীর মত রহিলেন শেষে
গহ্বর মাঝে রাজার ঘরণী —
'মালিয়া' গুহার ঘরে ।

মরুভূমে সেই গুহার মাঝে
ভাঙিল সকল মোহ !
পূর্ণ হইল আশা, দুখ নাশি
নব শিশু এক কোলে তাঁর আসি
আঁধারের মাঝে আলো ওঠে ভাসি
আঁকড়ি ধরিতে অন্ধের লাঠি
অন্ধ শুধায় "মোহ !"

গোহরে পাইয়া পুষ্পবতীর
মনে বল এল কত !
বীরনগরীর প্রিয় সহচরী—
ছিলেন তাঁহারে ডাকি, ধন জরি
শিশু কোলে তাঁর সঁপি যেন ধরি
প্রস্তুত হন যেতে পরপারে
করিয়া "জহর ব্রত" !

বামুনের মেয়ে কমলাবতীরে
রাজপুত বীর মাঝে
ডাকিয়া কহেন—"তোমার নিকটে
জীবনের ধন রাখিলাম বটে,
শিক্ষা এমন দিবে যেন রটে
দশ দিক ব্যাপী শুভ-কল্যাণ
যশ তার সব কাজে !"

"পার যদি তাই, সখি গো আমার
দেহখানি তাই হ'লে,
পূর্ণিমা রাতে কার্ত্তিক মাসে,
পুষ্প গন্ধে—ধূপের সুবাসে
অস্থির তাই গঙ্গার পাশে
সঁপি দিবে তুমি পরজনমেতে
পতি হারায় না ব'লে!"

কমলা শুনিয়া ধরে বুকে শিশু
ব্যাকুল আঁখির নীরে ;
আলিঙ্গন রাজচন্দ্র আসিল
চন্দনে চিতা সাজাইয়া দিল ;
সতী প্রণমিয়া পতিরে স্মরিল
হাসি মুখে গেল আগুনে সঁপিতে
আপন জীবনটিরে !

"জয় সতী জয় !—অভয় ! অভয় !
জয় ! জয় !—মহারাণী !"
বলিতে বলিতে অগ্নি গরাসে
গভীর শোকেতে সাথী সবে ভাসে !—
ঘুমন্ত শিশু ল'য়ে নিজ পাশে
রাখিল কমলা,—তারি সাথে রাখে
চিতা হ'তে ছাই আনি !

আলিঙ্গন বীর সঙ্গে তাহার
শিশুরে লইয়া বুকে
বীরনগরীতে গেল ফিরে শেষে।
চন্দ্রাবতীর প্রজা যত এসে
গোহরে পরায় যুবরাজ বেশে,
নিয়ে যেতে চায় তাহারা সেথায় ;
—কমলা উঠিল রুখে !

বল্লভীপুরবাসী তেজী বীর
 রাজপুত ছিল যারা,
কমলাবতীর তরফে দাঁড়ায়,
চন্দ্রাবতীর লোক আসে যায়
বার বার কত, দিতে নাহি চায়;
এই ভাবে সদা বাধা দেয় খালি
 গোহরে লইতে তারা।

কহে সবে—"রাণী সঁপেছে মোদের
 হাতে রাজপুত্তরাকে;
ছেলে তাঁর হবে ধরণীর পতি,
বলে গেছে মাতা জ্বালি চিতা সতী
তাঁর বাণী ছাড়া নাহি আর গতি;
বল্লভীপুর ফিরে গোহ পাবে
 সফল হইবে কাজে।"

বীরনগরীতে কমলাবতীর
　　কাছে তিল তিল বাড়ে
ব্রাহ্মণ গৃহে—গোহ শিশু বীর ;
শাস্ত্রের পাঠ ফেলি ধনু তীর
ধরিলেন রাজপুত্রস্তধীর ;
কেমনে স্বজাতি ধর্ম্ম তাঁহার
　　সহজে ছাড়িতে পারে !

পাহাড়-তলিতে মালিয়া পাহাড়ে
　　শান্ত নিরীহ দ্বিজ
বাস করে নীচে ; উপরে আঁধার
ছায়া ঘেরা বন গভীর আকার
হিংস্র জন্তু ভরা সেথা, আর
তারি মাঝে সুখে ভীলরাজ তার
　　আসন গড়েছে নিজ।

কটিতে খড়্গ হাতে বল্লম
লয়ে দেখে ভারি ভারি,
ভীল বালকেরা মহাউৎসবে
বরাহ শিকার করে কলরবে ;
পারে না মারিতে, তেড়ে আসে যবে
দন্ত বিদারী, ভয়ে যায় সরি ;
—গোহ হানে তরবারি।

মুগ্ধ সবাই হেরি বীরত্ব,
মন্ত্র কহিয়া বলে—
"ধন্য ! ধন্য ! গোহ যে মারিল !"
সবাই মিলিয়া তাহারে ধরিল,
বন্ধু বলিয়া বরণ করিল,
সম্মানে তুষি বন ফুল হার
পরাল' তাহার গলে।

গিরি গিরি ভ্রমি ভীল বালকের
গোষ্ঠ রাজ-হীন রাজা
হ'য়ে, রাজপুত টিকা লয়ে ভালে
সিংহ শিকার করে তরবালে
ভীলেদের সাথে কখন বা জালে
হরিণ ধরিয়া ফেরে বনে বনে
কভু কারে দেয় সাজা !

এক দিন ভীল বালকেরা তারে
অশ্বে চড়ায়ে সাঁঝে
রাজা 'মণ্ডক' ভীল সর্দ্দার
কাছে লয়ে গিয়া ছাড়ে হুংকার,
কহে—"আমাদের রাজ-সৎকার
করিবার তরে কর আয়োজন
বাদ্য, গীতি ও সাজে !"

কুমারে লইয়া গাঁয়ে গাঁয়ে ফেরে—
মাদল বাজায়ে তারা।
ভীলরাজ খুশি, হেসে হ'ল খুন
দেখে আসিয়াছে শিশু সে নতুন
শান্ত গভীর, আছে ভরা গুণ
সুকোমল মুখ, উন্নত শির,
চক্ষে করুণা ধারা!

নিয়ে আসে তারা গোহরে সেথায়
সাজায়ে অশ্ব পরে;
মণ্ডক রাজ আনন্দে তারে
দেয় গলে মালা যত যাহা পারে
কহিল—"পরাও অভিষেক হারে
ললাটে তিলক টানিয়া বসাও
রাজদরবার ঘরে।"

অঙ্গুলি কাটি রক্ত নিঙাড়ি
রক্ত-তিলক তারে
পরাইল সবে ; মণ্ডক ভাবে—
"রাজপুত ছেলে এবে কোথা যাবে !
ভীলেদের সব রাজত্ব পাবে
সন্তানহীন সন্তানে শক্তি—
বুকেতে রাখিতে পারে।"

ভীলরাজ গোহে ধরিয়া বসাল
কাঠের সিংহাসনে ;
যুবরাজ তরে ছিল বসিবার
ঠাঁই সেথা এক, এবে গুরুভার
শূন্য পড়িয়া, ভরিছে আঁধার !
জীর্ণ শরীর লয়ে কাঁপি ভীল
বসিল তাহার সনে।

ভীলের রক্তে অভিষেক লভি
মস্তক আঁখি-তারা
হইয়া রয়েছে গোহ রাজপুত।
ভীল-রাজ-ভাই ঘাড়ে ছিল ভূত
মস্তক সাথে লাগি অদ্ভুত
বচসা বিবাদে বহু দিন হ'তে
হয়ে আছে ঘর ছাড়া।

সহসা উদয় ভাই মহাশয়
মস্তক গৃহে এসে।
গোহরে সেথায় দেখিয়া অবাক !
ঘৃণা ভরে রাগে সিঁটকায় নাক ;
বলে—"ভাই তোর রাজত্ব থাক্
রাজপুত ছেলে নিলি কোলে তুই ?
—কাণ্ড সর্ব্বনেশে !"

রাগে মস্তক মারিবারে ধায়
"দূর হ ! শত্রু মোর !"—
বলিয়া তাড়ায়, তাই সে পালায় ;
গোহরে লইয়া নিকটে বসায় ।
ভীল সর্দ্দার সবারে ডাকায় ;
সন্তোষভাবে সাদরে সে কহে
লইয়া মনের জোর ।

গোহ শিরে হাত রাখি কহে ধীরে
কম্পিত স্বরে ভীল,—
"শপথ করেছে গোহ রাজা হয়ে
দুষ্ট দমন তার শিরে ব'য়ে
ভীলেদের সাথে দুখ-সুখ সয়ে
সমান বিচারে রাখিয়া সবারে
শাসিবে সে এ নিখিল ।"

গোহ গেল চলি রাজ সভা ভাঙি
বীরনগরীরে ফিরে।
গভীর নিশীথে মণ্ডক আসি
কহে—"আমি তোরে বড়ভালবাসি
তোরাখানি দিলে যত দেশবাসী
শত্রু নিপাত করিয়া আসিব
আছে যে-যেথায় ঘিরে।

তোরা হাতে লয়ে পাহাড়ের কোলে
আঁধার বনের পথে—
ঝিঁঝি ডাকে দূরে গরজায় বাঘ
পথে কত চলে ফণা তুলে নাগ ;
মনে মনে তার বেড়ে যায় রাগ
—বুক আঁটিল, লয়ে বুকে বল
চলিয়াছে কোনোমতে।

ত্রস্ত গতিতে মণ্ডুক রাজ
　　ভায়ের বাড়ীতে গিয়া
ডেকে ডেকে সারা,—শূন্য সে ঘর,
দেখিল সে যাহা, শুখালো অধর !
ভাই লুটে ভূমে মুখে করি ভর
নীরব অসাড় প্রাণহীন দেহ
　　দেখে গায়ে হাত দিয়া !

ভুলে গেল তার যত ছিল পণ
　　যা-কিছু স্বপন সুখে,—
পাগলের মত হৃদয় বিকল,
বুঝিল সে তার পাইয়াছে ফল
গোঁফের খাতিরে, গেছে তার বল !
আপনার জনে হারানোর দুখ
　　শেল হেন বাজে বুকে !

"ভাইরে!—ভাইরে! মারো বুকে ছুরি"

ছোরা দেয় গুঁজি হাতে;—

মুঠি পড়ে খুলি শিথিল মাটিতে,

মায়া তার যেন পারে না কাটিতে,

যেতে চায় ফিরে,—পারে না হাঁটিতে,

—দেখে পাখি নাই, শুধু পড়ে আছে—

শূন্য খাঁচাটি তাতে!

মণ্ডক ধায় ছোরা হাতে পুন

বাহির দুয়ার পানে;

ভাবে মনে—"মোহ, রাজ নিলি কাড়ি!

তোরি তরে মোর ভাই গেল ছাড়ি,

শত্রু যে হাঁসি ফলে দেখি তারি;—

হটাইতে চাই ভীল দেশ হ'তে

হরি লয়ে তোর প্রাণে!

সহসা পাহাড়তলী পথে যায়
ভীল মেয়ে গলা ধরি ;
সবাই মিলিয়া করে বলাবলি—
"নূতন রাজার স্বরূপ উজলি
পড়েছে চাঁদের মত উজ্জলি
যৌবনভারে, মানব রতন
শোভায় জগৎ ভরি !

মস্তক শ্যাম ঘন ফেলে তায়
যেন পুরাতন বাস—
প্রজারা তাহারে ফেলিয়াছে দূরে !
ধরণীতে সুখ পাবে কোথা ঘুরে
হৃদয় ভরেছে বেদনার সুরে—
মরমে বিঁধিয়া ব্যাধ-হত পাখি
ছাড়িল সকল আশ !

পূর্ণিমা চাঁদে গগন ভরেছে
তাকায়ে জোছনালোকে
রাজপুত যত ছায়া ছবি যেন
যেতে যেতে কয়,—"গোহ রাজ কেন
ভীল-গদী পরে না বসিয়া হেন
রাজ কাজ করে—বুঝি না তাহারে
বহিতেছে কার শোকে!"

আর জন কয়—"ভয় তার নয়
প্রতিজ্ঞা এক আছে।
মণ্ডক রাজ যত দিন রবে
গোহ সে কভুও রাজা নাহি হবে
এমনি সে হেথা রহিবে নীরবে
ভীলরাজ তরে ধীর সুধীজন
দীর্ঘ জীবন যাচে!"

পথিকের কথা শুনে খুশি হ'য়ে
মণ্ডক তারে স্মরে—
"গোহ, মোর তুমি প্রাণের আরাম
ধন্য তোমার রাজপুত নাম
ধন্য আমি যে ভালবাসিলাম
ভালবাসা তব ফিরি পাইলাম
গরবে হৃদয় ভরে!

কোথা হ'তে এক শিকারী কুকুর
আঁধারের যম দূত ;—
লক্ লক্ জিভ শ্বাস ফেলে যায়
ঘর ভরি হাওয়া ফেরে হায়-হায়!
গায়ে কাঁটা দেয়!—চারি ভিতে চায়
পড়ে মাথা ঘুরে মণ্ডক যেন
ঘাড় ধ'রে ফেলে ভূত!

আঁধারে তীক্ষ্ণ কুকুরের দাঁত
　　মরণের ছায়া হানে!
ছোরা ধরা হাত বুকেতে বিঁধিয়া,
নিজ করে নিজ প্রাণেরে সঁপিয়া
পরের ছেলেরে আপন করিয়া---
বুকে তুলে লয়ে হৃদয়ে ধরিয়া
　　সঁপি গেল মহাপ্রাণ!

পরদিন প্রাতে রাজপুত যারা
　　পাইল যখন সেথা—
রক্ত মাখানো গোহের ছুরিকা
ভাবিল, যে তারে দিল রাজটিকা
তারি প্রাণ নিল? কপালের লিখা!
ছোরা লয়ে চলে বধিতে গোহেরে
　　ছিল সে তখন যেথা।

"আশ্রয় দাতা, তারে মারিয়াছ"
বলে তারা,—"কোন্ দোষে?"
গোহ কহে—"আমি মারিনি প্রভুরে,
ঘর ছাড়ি কভু যাই নাই দূরে,
মিছা অপবাদ দিতে চাও ঘুরে?"
রক্ত মাখানো ছোরা লয়ে কাড়ি
মারিলেন তবে রোষে!

খাপে রাখি ছোরা কোমরে গুঁজিয়া
গম্ভীর গোহরাজ!
মৃত সৎকার- করি লয়ে পরে
মণ্ডকরাজ গুণ সব স্মরে;
দুঃখ বেদন সহি তবু করে
সূর্য্যবংশে প্রজাবৎসল
অকপটে রাজকাজ।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

বাপ্পাদিত্য

তুঁষের আগুন হেন
ভীলেদের রাগ ক্রমে জাগি ওঠে
ধিকি ধিকি জ্বলি ধূ ধূ করি ফোটে
রাজপুতদের পরে তাহাদের
বিশ্বাস নাহি যেন !

গোহরাজ পরে আরো রাজা হয়
রাজপুত বীর যত মহাশয়
অত্যাচারেতে তটস্থ রয়
ভীলেরা তাদের হাতে !

বল্লম খোঁচা খেয়ে যবে মরে
গোহরাজ গুণ কত মনে পড়ে
তিন্ গাঁয়ে কবে ভীলেরে বাঁচাল
বাঘের মুখেতে রাতে !

যখন রাজকুমার,
রাজপুত কোনো ভীল গাঁয়ে আসি
আগুন লাগায়ে যাইতেন হাসি
দুখ সন্তাপ রাখিয়া গোপন
ভীল ভাবে কথা তাঁর—

আকালের দিনে গোহ রাজ খুলি
দিয়াছিল রাজ-ভাণ্ডারগুলি,
ভীল প্রজাদের আশ্রয় দিল
রাজপুরী মাঝে সবে!

মনে হয় কত করুণা অপার
শুনেছিল বাপ দাদা কাছে যার
গাঁথা আছে মনে শত উপকার
গোহ যে করেছে কবে!

কাপুরুষ যুবরাজ

রাজবংশের, যুদ্ধে হারিয়া
যায় ভীলদের ধন লুটি নিয়া
হাতীর পায়ের তলায় ফেলিয়া
মারা হয় তাঁর কাজ

ভাবে ভীল পুন গোহরাজ কথা
ভায়ের মায়ের মত ছিল ব্যথা
তাঁদের বাঁচাতে নিয়া প্রাণ হাতে
লড়িত যুদ্ধে গিয়া।

হাজার হাজার ভীল মেয়ে ধরি
বিলাইয়া দেয় এবে বাঁদী করি
যত রাজপুত গরবেতে ভরি
অশেষ দুঃখ দিয়া।

মালিয়া পাহাড়' পরে
গোহরাজে স্মরি ভীল বিশ্বাসী
শিরে বহে যত দুঃখের রাশি
দুর্দ্দিনে কভু চঞ্চল নয়—
অটল ধৈর্য্যে ভ'রে।

ছিলেন রাজন যে নাগাদিত্য
ভরিয়া অত্যাচারেতে নিত্য
নব নব ভাবে পীড়ন না করি
মন তাঁর নাহি সরে।

বনে বনে পশু শিকারে আমোদ
পাইত ভীলেরা, নেন প্রতিশোধ
বন্ধ করেন শিকারেতে যাওয়া
নূতন কানুন ক'রে।

—সুখের স্বপনে কাটে
ফাল্গুন করিয়া, ভাবি রাজা মনে
মেখলার দিনে যেতে শুভখনে ;
শিকার-আমোদে অশ্বে আরোহি
মালিয়া পাহাড় বাটে।

খাঁচার বাঘের মত ফুলি ফুলি
ঘরে ঘরে রাগি ওঠে ভীলগুলি
পারে না যাইতে নাকাড়া বাজিলে
শিকারেতে সাথে তাঁর।

রুদ্র রবাব রবে পথে ছুটে
ভয়ে চমকিয়া পড়িত যে লুটে
ময়ুর হরিণ আসে না বাহিরে
সিংহ ডাকে না আর।

জুটিত তাঁদেরা সবে
কলরব করি বল্লম ধরি ;—
ঘুমন্ত শিশু জাগিত যে ডরি
খাঁড়া হাতে ছুটি যাইত সকলে
তুলি শত কলরবে।

নাগাদিত্য রাজ দেখে সেথা নাই
চরিত যে সব বুনো নীল গাই
পাখীদের গান ময়ূরের কেকা
কোথায় লুকালো আজি !

মূক সবি যেন—খুট্ খাট্ রব
হরিণের পায়ে ধ্বনিত যে সব,
শালুকের বনে মাদলের বোল
ওঠে না কিছুই বাজি।

"অশ্ব ফিরায়ে লহ"—
ক'ন মহারাজ,—"পশুদের লয়ে
ভীলেরা হটায়ে লুকায়েছে ব'য়ে
প্রতিশোধ তার নিতে চল সবে
বল্লম হাতে বহ।"

বনগাঁয়ে ভীল শূকরের মত
মারিবে খোঁচায় পারিবে যে যত
পশুর শিকার করিবার সখ
পূর্ণ করিতে হ'বে।"

হাওদা সোনার রাজহাতী তার
কিংখাপ মোড়া হীরা জড়োয়ার
উজ্জ্বলি জ্বলে ঢাল তলবার
চলে রাজপুত সবে।

"চালাও গাঁয়ের দিকে"—
মত্ত রাজন হাঁকে বার বার
নড়িছে না দেখে রাজহাতী তাঁর
বন কাঁপাইয়া শুঁড় দিয়া মারে
সামনের পদাতিকে।

গরজনে কাটি তুলি ভূমিতল
কালো বাঘ হেন ভীল ভীম-বল
পথ আগুলিয়া আছে এক সেথা
বিরাট ধনুক হাতে।

নাগাদিত্য সে হাসি তারে দেখে
বল্লম ডান হাতে ধ'রে রেখে
ঝুঁকে পড়িলেন হাতীর পিঠেতে
লয়ে চাল ভারি সাথে।

হাতের মুঠির মাঝে
হাতিয়ার খানি রয়ে গেল তাঁর,
বুকে বিঁধি তীর হ'ল যেই পার
কালো চামড়ার ঝালরেতে আঁটা
শন্ শন্ রবে বাজে।

নিকষ-কৃষ্ণ মহিষের মত
অসুর ভীলেরা এল শত শত,
ঝোপ ঝাড় আড় হইতে পড়িয়া
মারিল সৈন্যদলে।

রক্তগঙ্গা বহে চারিভিতে!
ছিল তারা যত প্রতিশোধ নিতে
রাজপুত আর রহিল না কেহ
পড়িল ধরণী তলে!

সোনার সাজোয়া পরা
অশ্ব রাজার কৃষ্ণ-আঁধার
ভীলদের ভিড় ছুটে হ'ল পার
ঈদরপুরের প্রাসাদের পানে
রক্ত দেহেতে ভরা !

রাণী করিছেন ছাদে পায়চারি
শিশু বাপ্পারে কোলে লয়ে তাঁরি ;
মালিয়া পাহাড় পানে চান খালি
যেদিকে গেছেন রাজা।

দূরে দেখিলেন সোর গোল ওঠে
দুর্গের পানে কালো ঘোড়া ছোটে
ঝড়ের বেগেতে,—আলোকেতে ফোটে
রক্তে রয়েছে সাজা !

ফেনা ভরা তার মুখে,
পান্নার মত রক্ত ছড়ায়ে
বহ্নি-তীক্ষ্ণ বাণ লাগি গায়ে—
অশ্ব পড়িল ঘাড়টি বাঁকায়ে
ঘুরে সেথা মাথা ঠুকে !

বল্লম এক শন্‌শনি পড়ে
ছাদে রাজ্ঞীর মাথার উপরে,
ওড়নায় ঢাকি বাপ্পারে লয়ে
যান অন্দরে রাণী ।

অস্ত সূর্য্য মালিয়া পাহাড়ে
মলিন মূর্ত্তি ছায় চারিধারে !
ভীলেরা করিছে যুদ্ধ ঘোষণা—
'মার'—'মার' ওঠে বাণী !

রজনী অন্ধকার।
অসংখ্য ভীল রাজপুতে মারি
অস্ত্র-শস্ত্র নিল সব কাড়ি।
বিধবা মহিষী গোপনেতে রহে
বাপ্পারে ল'য়ে তাঁর।

নাগাদিত্যেরে আনিবার তরে
রাণী-ডাকে সব দাসী যত ঘরে ;—
আসে যদি তারা—দেখে ফিরে যায়,
দয়া মায়া গেছে ভুলি !

কমল ছিল উটের লাইয়া
বাপ্পারে ঢাকি কোলে তুলি নিয়া
প্রাসাদ-কোণের গুপ্ত দুয়ার
দেখিলেন রাণী খুলি !

ঘন আঁধারের রাতি
ঝিকি ঝিকি তারা গগনে ভরিয়া
বিরাট তোরণ খিলানে ধরিয়া
খোলা দরজায় মেলি আছে দাঁত
নিশীথ পিশাচ মাতি।

জনমানবের সাড়া সেথা নাই
বাছারে নিজ বুকে ধরি তাই
ভাবেন—"কি হবে? কোথা চলে যাই?"
গুমরি পরাণ কাঁদে!

"কি এক শব্দ—বাজে কার পায়ে?
ঝুম্ ঝুম্ রব দাসীরা বাজায়ে
গেল বুঝি তারা?—বোঝা গেল না যে?"
—পড়িল ভীষণ ফাঁদে!—

রাজপুরোহিত নয় ?—
অথবা সে কোনো রাজপুত্‌বীর
নহে রাণী ভাবি করিলেন স্থির,
সাপের মতন খুস্ খুস্ রবে—
জাগে মনে বিস্ময় !

রাগি ক'ন তিনি—"কে হোথা তুই ?
ভীল কহে,—"আমি হয়েছি তুষ্ট
নাগাদিত্যেরে মারি নিজ হাতে
তোমারে বধিতে চাই।"

থন তরে রাণী থমকি দাঁড়ায়ে
ঠিক করি লয়ে ওড়নাটি গায়ে
শিশুরে সামালি কোলে ল'য়ে কন,—
"ভয় কি রে তোর নাই ?"—

"ভীল শয়তান ওরে!
শিলাদিত্যের বংশ-প্রদীপ
হবে কোনো দিন তোদেরি অধীপ
মা'র কাছ হ'তে তার প্রাণ হরি
লইবি কেমন করে?"

চাবি ভারি ভারি সোনা দিয়া মোড়া
আঁচলেতে বাঁধা ছিল তোড়া তোড়া
ছুঁড়িয়া আঘাত করিলেন রাণী
ভীল সর্দ্দার মুখে।

'মা—রে' বলি ভীল পড়ে ভূমি তলে
হাহাকারে তরি;—রাণী ছুটি চলে
পতির শোকেতে মগন অধীর
বাপ্পারে লয়ে বুকে।

রাজপুরী ছাড়ি রাণী
যেদিকে দু'চোখ যায়, বেগে ছুটি
পড়ি কর্দ্দমে, কভু কাঁটা ফুটি,
সারা দিনমান চলিলেন তবু
বিশ্রাম নাহি মানি।

পাহাড়ি শীতের শীতল হাওয়ায়
কাঁপিছে অঙ্গ, দূরে দেখা যায়
বীরনগরের পথের দুপাশে
ব্রাহ্মণ বাস-গুলি।

কমলাবতীর কাছে যেইখানে
খোহরে রাখিয়া বাঁচাইয়া প্রাণে
মরণ লভিল পুষ্পবতী সে
সকল দুঃখ ভুলি।

পণ্ডিত চূড়ামণি,
গিহ্লোটরাজবংশ কুমার
বাপ্পারে সেথা পালিবার ভার
লইলেন তিনি আপনার ঘরে
বিপদ প্রমাদ গণি !

নাগাদিত্যের ন্যায় গৌরবে
শিশুটি তাঁহার যবে বড় হবে
এই ভাবি দেহ জুড়ান আগুনে
মহিষী চিতায় উঠি !

সেই দিন আরো আসিল অতিথি
রাজপুতদের সাথে ছিল প্রীতি
ভীল-রমণী সে ভক্তের দলে
সন্তান ল'য়ে দুটি ।

বহুকাল আগে যারা
মালিয়া পাহাড়ে করিত বসতি
শান্ত শিষ্ট বীর ছিল অতি
শিলাদিত্যের সহায় হয়েছে
ভীলের মধ্যে তারা।

রক্ত হাতের কাটিয়া গোহরে
দিয়াছিল যারা টিকা নিজ করে
তাদের বংশ হ'তে বাছা বাছা
আসিল দুইটি ছেলে।

প্রণমি দাঁড়াল মায়ের সহিত।
পণ্ডিত সদা করে পরহিত
টীই দিল পুন তাদেরো ভক্ত
নিকটে যখন পেলে।

যদুবংশের রথী,
বীরনগরেরে ছাড়ি 'তাণ্ডর'
দুর্গের পরে রয়েছেন বীর ;
ব্রাহ্মণ যান তাঁর আশ্রয়ে
নাহি আর কোনো গতি !

ভীলেদের ভয়ে, পাছে খুন করে
রহেন লুকায়ে বাপ্পার তরে
তিনটি অনাথ শিশুদেরে লয়ে
অজ্ঞাত বাসে থাকি ।

প্রাণ ভয়ে সদা ফিরে যথা তথা
গোপনে রাখিয়া বাপ্পার কথা,
পরিচয় গাথা মাদুলিতে ভরি
গলায় ঝুলায়ে রাখি ।

ত্রিকূট গিরির মালা
নীল সাগরের ঢেউয়ের মতন
দূরে সুনিবিড় পলাশের বন
শোলাঙ্কিরাজ রয়েছে ভবন
নিকটে ধর্মশালা।

বাপ্পারে লয়ে কিছু দিন রহি
তিনটি শিশুর সব ভার বহি
কাটালেন সেথা ঘুরে এক বাঁধি
বরষ বহিয়া যায়।

ভীলের ছেলের সাথে মাঠে মাঠে
শিশু বাপ্পার দিনগুলি কাটে,
ধেনু দল ল'য়ে ফল মূল, খেয়ে
বনে বনে যাহা পায়।

বাপ্পা হয়েছে বড়
ভীলেদের সাথে খেলা-ধূলা করি
শৌর্য্যে বীর্য্যে দেহ ওঠে গড়ি ;
ক্ষিপ্ত মহিষ এক হাতে ধরি
ঠেকাইতে হ'ল দড়।

পণ্ডিত হেরে রাজার ছেলেরে
রাখাল বালক সদা রাখে ঘেরে
রাজারি মতন গৌরব দেয়
করে তারি নির্ভর।

বাপ্পা তাদের সাথে মিলেমিশে
সুখে ভাবে সদা রাখিবে সে কিসে ;
পণ্ডিত হাসে, দেখে সে যখন
ভাবে না আত্ম পর।

শরীরের সাথে মন
গড়িতে লাগিল ব্রাহ্মণ তার ;—
পুষ্পবতীর, গোহরাজ আর
ভীল-বিদ্রোহ, নাগাদিত্যের
মালিয়া পাহাড় বন,—

কথা সব তারে একে একে বলে ;
শুনিয়া বাপ্পা রেগে উঠি জ্বলে—
—কভু প্রসন্ন হয়, শুনে গাথা
করুণ মধুর যত।

স্বপনেতে দেখে সূর্যের রথে
মালিয়া পাহাড়ে চলে পথে পথে
যুদ্ধ করিয়া লভিয়া রাজ্য
প্রজাপালনেতে রত।

বাঘা
পৃঃ ৯০

ঝুলন পর্ব্ব দিনে
রাখালেরা সবে ভাই বোন কোলে
'নগেন্দ্র' রাজপুরী গেল চ'লে
মেলা দেখিবারে, যত দলে দলে
খেলনা আনিতে কিনে ।

প্রাণের বন্ধু ভীল ছেলে মেয়ে
আনন্দে তারা গেল নেচে গেয়ে
বাপ্পা যাইতে চাহিল না, তারা
ডাকিতে আসিল যবে ।

ভীলনী-দিদির সাথে গেল হেসে
ধরা চূড়া বাঁধি ফুল গুঁজি কেশে
ভীল ছেলে দুটি ভোরের বেলায়
সাথী লয়ে কলরবে ।

মেঘের আড়ালে ঢাকা
প্রভাতের রোদ; প্রিয় তার ধেনু
ধবলীরে লয়ে, হাতে লাঠি, বেণু
বাপ্পা চলিল শিমুলের বনে
ফুলে ফুলে ভরা শাখা।

ঝিঁঝি ঝিনি রিনি শুনিছে একেলা
দেখিতে দেখিতে বেড়ে যায় বেলা
বাঁশরীতে ভরি পাহাড়ি ভীলের
গান আনমনে গায়।

পশ্চিমে জমা কালো মেঘ'পরে
চমক লাগানো আলো আজি ধরে
চিকন কোমল কমলের মত
কাহার সে দেখা পায়?

স্বপন ত নয় ! সে যে
সোলাঙ্কি রাজকুমারীরা গিয়া
বনের নিভৃতে দোলনা বাঁধিয়া
দোল-পূর্ণিমা উৎসবে মাতি
আছে অপরূপ সেজে !

বাঁশরীর গান শুনিয়া সকলে
বাপ্পার কাছে ধেয়ে তারা চলে
বলে—"দাও বাঁশী, কত চাই দাম
রাখাল বালক তোর ?"

রাজকুমারীরা স্বর্ণ-বলয়
খুলি হাত হ'তে দেখাইয়া কয়
"দিবে যদি দাও বাঁশরী বাঁশের
নহিলে ধরিব চোর' ।"

সখি চায় আড়চোখে ;
রাজকুমারী সে খিল খিল হাসি
বন অরণ্য দিল যেন ভাসি।
বাপ্পা কহিল—"বিয়ে কর যদি
বাঁশি দিব আমি তোকে।"

দোলার উপরে কুমারীরে লয়ে
বসিল বাপ্পা কত খুশি হয়ে
বর কনে ঘিরি সখিরা রহিল
গলে দিল হার মালা।

ফুলে ফুলে ভরা চাঁপা, গাছ তলে
পাতায় কুঞ্জ গড়ি কত ছলে
সাজিয়া রঙ্গে গাহিয়া কাটাল'
প্রীতি-উৎসব পালা!

বিবাহ-বাসর খেলা
সাঙ্গ করিয়া যায় সন্ধ্যায়
শোলাঙ্কি রাজদুহিতা সেথায়
সখি ল'য়ে চলে রাজপুরী পানে
ভাঙিল পর্ব্ব-মেলা।

বিজলি চমকি পূরবের কোণে—
টানি কালো মেঘে যেন জাল বোনে
মেঘ গর্জ্জন শুনিয়া বাপ্পা
ভাবে মনে ধবলীরে।

রজনী আঁধার ঘনাইল আসি
বনফুল বাস উঠিল যে ভাসি
জোনাকি হাজার জ্বলিয়া আঁধার
সাজাইল নদী তীরে।

রাজকন্যার বিয়ে

ভুলে গেছে, তার ভাবনা ধরিছে
বনে বনে ফিরি ধবলী খুঁজিছে
ডাকে নাম ধ'রে,—'নন্দিনী আয়
সুধা ভরা দুধ নিয়ে !"

দেখে তেজোময় সাধু ধ্যানে রত
ধবলী দাঁড়ায়ে নন্দীর মত—
শ্বেতবর্ণের শিবের মাথায়
ঢালিতেছে ক্ষীর-ধারা।

দেখিয়া সেথায় নীরব সে ছবি
বাপ্পা অধীর দরশন লভি
প্রণমিল গিয়া ঋষির চরণে
হইয়া আত্মহারা।

তখন হারীত মুনি
ধ্যান হ'তে জাগি উঠিয়া সাদরে
বাপ্পারে হেরি অতি খুশি ভরে
ভবানীর খাঁড়া, দেন ধনু শর
ক'ন—'লও তুমি গুণি !—

ধরণী বিজয় এরি বলে হয়
যশের মুকুট শিরোপরি রয়
এক লিঙ্গের মূরতি শিবের
কাছে সদা লয়ে রাখি।"

উপনীত মৃগচর্ম্মের গড়া
বাপ্পারে দেন বাঁধি চূড়া ধরা
করিয়া বিদায়, রহিলেন মুনি
বসি ধ্যানস্থ থাকি।

বাপ্পা ধবলী লয়ে
বাঁধিয়া খড়্গ ধনুঃশর হাতে
চলে আনমনে তারি সাথে সাথে,
সন্ধ্যা আঁধারে গৃহপানে ফিরে
মহাদেবে শিরে ব'য়ে।

ঝুলনের মেলা শেষ করি রাতে
ফিরে এল সবে সওগাত হাতে
গাঁয়ের বৃদ্ধ শিশু ও বণিতা
পরব্ সাঙ্গ হ'লো।

শোলাঙ্কি রাজ ঘরে কুমারীর
হ'ল যবে পরে বিবাহের স্থির,
ঘটক বামুন এল কোষ্ঠির
বিচার করিবে ব'লে।

ঘটক জ্যোতিষী তাতে
দেখে লেখা আছে ঝুলন পরবে,
সেই বছরেই বিবাহ যে হবে ;
শুনিয়া রাজার নন্দিনী কাঁদে
—ধরা পড়ে হাতে হাতে !

বন-উৎসব খেলার সে ছলে
দিয়াছিল মালা যে রাখাল গলে
রাজা দেন শুনি আদেশ ধরিতে
তাহারে চরের দ্বারা।

শুনিয়া বাপ্পা ভয়ে জড়সড়
পড়িল সে তাতে ভাবনায় বড়
নিদ নাহি আসে জাগি সারা রাতি
হইল আত্মহারা !

মনেতে ভাবিল তায়,—
দেশ ছাড়ি যাবে অজ্ঞাতবাসে ;
দুটি চোখে তার জল ভরি-আসে
অশীতি বৃদ্ধ পিতার সকাশে
বিদায় লইতে যায়।

বিদায়ের কথা শুনি পিতা কন,—
"তুমি যাবে চলি ? করি প্রাণ পণ
পালন করেছি মাতাপিতাহারা
আপন ছেলের মত।"

পুরানো সকল কথা ছিল মনে
কহিলেন সব, বাপ্পা তা' শোনে,
—দুঃখ সুখের ঘটনা কত কি
সকরুণ বহু যত !

বাপ্পা পিতারে গিয়া
একে একে সব কহিল কাহিনী,
বনতলে লয়ে নারীর বাহিনী,
শোলাঙ্কি মেয়ে বনমালা দিয়া
কেমনে করিল বিয়া।

বাপ্পা তখন কহিয়া সকল
পিতার আশীষ পেয়ে গেল' বল ;
কহিল,—"মহেশ এক লিঙ্গ যে
সহায় আমার আছে !"

বৃদ্ধ কহেন,—"লও এ মাদুলি
পরিচয় তব যাবেনাক ভুলি
রাজবংশের আছে লেখা কথা
রাখিবে সদাই কাছে।"

বিদায় লইতে গিয়া
দেখে তার সাথে ভীল শিশু দুটি
সঙ্গী হইল আগে ভাগে জুটি ;
ভীলনী দিদির অশ্রু মুছায়ে
চলিল তাদের নিয়া।

বনপথভূমে ময়ুর ময়ুরী—
অজগর সাপ ছাগ পেটে পুরি
স্থির হ'য়ে আছে ;—বাঘের ডাকেতে
গায়ে কাঁটা দেয় ডরে !

পরাশর বন, রজনীতে থাকি
ভীল ভাই দুটি দুই পাশে রাখি
বাপ্পা কাটায় খড়্গ বহিয়া
ভবানী দেবীর বরে।

বহুদেশ পার হ'য়ে
গিয়া দেখে সেথা চিতোর নগরী ;—
মানসিং রাণা সৌর্য্যেতে ভরি
রয়েছেন রণ-আয়োজন করি
সেনা সামন্ত লয়ে।

মোগলে হটাতে হাতী ঘোড়া যত
লোক লস্কর, বীর শত শত,—
তাম্বু, কামান ওঠায় গাড়ীতে
অস্ত্র শস্ত্র নানা।

পরিদর্শন তরে সব কাজ
সামন্ত সাথে 'মান' মহারাজ
দেখিছেন সাজ যুদ্ধের সব—
হল যাহা সেথা আনা

শোর গোলে ভরা রয় ;—
রণ ভেরী নাদ বাগ্গা শুনিয়া
হৃদয় তাহার উঠিল নাচিয়া
দাঁড়াইল গিয়া মহারাণা যেথা
কহি—"মহারাণা জয় !"

দুটি ভীল সাথে বাপ্পারে দেখি
সামন্ত ভাবে,—স্পর্দ্ধা সে একি ?
এল কোথা হ'তে রাণার নিকটে ?
—ভুরু কুঁচকায় রাগে !

কহে—"দূরহরে ! হুকুমে কাহার
আসিলি হেথায় পাবি সাজা তার !"
—মহারাণা তারে দেখিয়া মুগ্ধ
ডাকিলেন হাসি ডাকে।

বাপ্পার বপুখানি
দেখেন পুরুষ-সিংহ সুধীর
রূপে গুণে ভরা হৃদয় গভীর
তখনি সাদরে সম্বোধি তারে
লইলেন রাণা মানি।

"কি চাই তোমার?—সুধান রাজন;
"আছে বল হেথা কিবা প্রয়োজন?"
বলে,—"আমি রাজপুত্র এসেছি
রাখ 'মান,' মান দিয়া।

মানসিং রাণা সম্মানি তারে
নিজ গলা হ'তে মুক্তার হারে
খুলিয়া পরায়ে পাগড়ী, শিরোপা,
বসালেন কাছে নিয়া।

"সেই কথা হ'ল বেশ!"—
ক'ন মহারাজ—"নাহি সংশয়
গত যুদ্ধের ছিল যত ভয়
কত বীর গত ধরাশায়ী হয়
নাহিক চিহ্ন রেশ!"

বাপ্পা কহিল,—"তবে তাই হবে,
প্রাচীন-জনার দুখ নাহি রবে
সম্মুখ-সমরে বধিয়া মোগলে
শিরে লব দুর্ভোগ।

শত্রুর হাতে আর বার বার
রাজপুত বীর সেনা হারিবার
পথ নাহি দিব, ঘুচাব সবার
মৃতজনাদের শোক।"

"সেই কথা ভাল তবে"—
বলি পুনরায় মহারাজ মনে
গুমরিয়া রাগে সর্দ্দারগণে
কহিলেন রণ সজ্জা করিতে
ডাকি তাহাদের সবে।

—

তরুণ বয়স, পনেরো কি ষোল
বাপ্পার হাতে হাটিতেই হ'ল
মোগলেরে শুনি, সর্দ্দার দল
হেঁট করি রয় মাথা!

হাসি মুখে শুরু নিয়েছিল তার
বালক বাপ্পা যুদ্ধে তাহার;
জয়ী বীরে দেন রাণা উপহার
রাজসেনাপতি ছাতা।

বাপ্পারে সেনাপতি
দেখিয়া ঈর্ষাপরায়ণ যত,
মন্ত্রীরা সবে হইলেন রত
রাজারে তাড়ানো অভিসন্ধিতে
তাহারা দুষ্টমতি !

বাপ্পারে দেখি অপরিপক্ক
বোঝাল' তাদের যা-ছিল লক্ষ্য ;
বশেতে আনিয়া মিলাল তাহারে
সাধিতে তাদের কাজ।

বাপ্পা ভুলিল রাণা দিল মান
তারি তরে সহি শত অপমান,
এখন সে যায় বধিতে তাঁহারে
ভ্রান্ত, পেলনা লাজ !

বৃদ্ধ বয়সে রাণা
অনুগত তার ভক্ত সিপাই
লয়ে যান সাথে করিতে লড়াই ;
—মান দিয়া 'মান' সম্মানি তারে
পাইলেন হেন সাজা !

বাপ্পার হাতে 'মান' প্রাণ দিল ;
"চাকুয়ার রাণা"—উপাধি লইল,
চিতোরের রাজ সিংহাসনেতে
বসিল কিরীট পরি।

ভীল দুটি তার কাছে ছিল যারা,
আঙুল কাটিয়া টিকা দিল তারা ;
ভীল রাজ্যেরে অধীনে তাহার
আনি দিল তারা ধরি।

দেখে যত সভাসদ
টিকা নেয় রাণা ভীলের হাতের
গিহ্লোট রাজ গোহ বংশের
বাপ্পা আপন মামা মানসিংহে
মারি পায় রাণা পদ।

কেহ ছাড়ি সভা চলি যায় রাগে
কেহ মনে মনে জ্বলি কাছে থাকে।
কেবলন্দর রাজার মেয়েরে
বিবাহ করেন রাণা।

বাণমাতা দেবী সেথা হ'তে আনি'
শ্বেত পাথরের মন্দির রাণী
গঠিয়া পূজেন সকাল সন্ধ্যা
সুগন্ধ ফুলে নানা।

*   *   *

ষোল বৎসর পরে
প্রণাম করিতে ভক্তিভরেতে
দেবীর নিকটে দেন মাথা পেতে,
ছিঁড়িয়া গলার কবচ পড়িল
সেথায় পূজার ঘরে।

পণ্ডিত পিতা কথা পড়ে মনে
কবচটি পান মন্দির কোণে ;
বাপ্পা গেলেন রাণী যেথা বোনে
ফুলকারী ছুঁচ দিয়া।

যুদ্ধে, অপাঠে জীবন কাটায়ে
বালককালেতে ঘুরি গাঁয়ে গাঁয়ে,
পাঠের তরেতে রাণীরে স্মরণ
করেন এখন গিয়া।

শোলাঙ্কি নন্দিনী—
ত্রিকূটের বনে ঝুলনের খেলা
আরো কত কথা লেখা ছিল যেলা
জন্মদাতা যে নাগাদিত্যের
মাতা চিতোরের তিনি।

মহারাণী পড়ি মহা বিস্ময়ে
কমল নয়ন বিস্ফারি লয়ে
বসিলেন গিয়া বাপ্পা চরণ
পরশন করি ধরি।

মহারাজ শিরে করাঘাত হানি
মনে তাঁর যত ভ'রে গেল গ্লানি
জানিয়া মাতুল-হন্তা নিজেরে
গেলেন লুটায়ে পড়ি।

শঠেদের কথা শুনি
করিলেন যাহা ভেবে সারা হন
নিজ হাতে মারি আপনার জন
—দিগ্বিজয়ের নেশায় কাটান
বারো বৎসর গুণি।

ভাদ্র মাসেতে ঝুলনে ভাবেন
নগেন্দ্রপুরে দেখিতে যাবেন
শোলাঙ্কি রাজ-নন্দিনী সেথা
গেছে কি তাঁহারে ভুলে?

গিয়া দেখিলেন রাজবাড়ী-ঘরে
বন-জঙ্গল, দিনে ঘুঘু চরে!
—ঝুলন-পূর্ণ-চাঁদের মেলায়
কেহ নাই চাঁপা ফুলে!

সেথা হ'তে যান ফিরে
গায়েব গায়েবী বল্লভীপুরে—
শুনেছেন কথা, যেথা ছিল দূরে
গায়েবী নগরী, সূর্য্যকুণ্ডে
রয়েছে আঁধার ঘিরে !

শ্বেত মর্ম্মর প্রাসাদের ছাতে—
শু'য়ে আছে মৃদু চন্দ্রপ্রভাতে
দূরে মসজিদ্ সিত-উজ্জ্বল
—গান এল এক ভাসি !

কতকাল আগে, এল তাঁর মনে
ঝুলনের রাতে তাঁরা বর ক'নে
গেয়েছেন "শ্যাম সুন্দর অতি"—
রাজকন্যার বাঁশী !

দেখিলেন ঝুঁকে রাণা
ভিখারিণী নারী দাঁড়াইয়া রহি
ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে তার বহি
গাহিতেছে গান আপনার মনে
ছিল যা' তাহার জানা।

বাপ্পা-রাণার আদেশেতে নারী
আসিল নিকটে ভয় পেল' ভারি ;
কহিলেন রাণা,—"তুমি শোলাঙ্কি
নন্দিনী—মোর রাণী—

যদি হও বল ?—নচেৎ কেমনে
আমারে দেখিয়া গান এল মনে
শুনেছি যা' আমি তাঁহার নিকটে
—নিতে চাই এবে জানি।"

ভিখারিণী শুনি কয়,—
"আমারে ভিখারী করেছিলে তুমি,
বাদ্‌শা বলিবে পদানত তুমি
করিয়া যে হায়!—সেই পিতা মোর,
—'আমি শোলাছি নয়।'

"এই প্রসাদেরি শির পরে তব
গর্ব্বিত রূপ যৌবন নব
দেখেছিনু কবে, জীর্ণ সকলি
এসেছি তোমার কাছে।"

"বাদ্‌শাজাদীরে কি দিব এখন
কহেন বাদ্‌শা—"আছে যা' এমন?"
ভিখারিণী কয়,—"বাদ্‌শার মেয়ে
বাঁদী হ'তে সাধ আছে।"

বাদশা কহেন তবে—
শাহীর বোঝা মম তুমি বঁধু
বেগম আপন- নিতে পারি তবু
যৌবন বেশে তবে যাব সাথে
আমার নিকটে রবে।"

গুলবাগ আর গোলাব-মহলে
সব্জি সবুজে ফুলে আর ফলে
ফোয়ারার ধারা, আরবী-গজলে
বুলনের গান লয়ে,

শান্তিতে কাল কাটান রাজন,
বেগমের সাথে শত আয়োজন
কত কাজ তাঁর, শত প্রয়োজন
শিরে রাজ-ভার ব'য়ে।

শত বৎসর আয়ু
ফুরাইল শেষে বাপ্পা রাণার
ইরাণী, হিন্দু শব লয়ে তাঁর
কবর বানায়, সাজায় চিতায়
গেল যবে প্রাণবায়ু !

জরী দিয়া ছুঁচে রেশমী চাদরে
চাঁদ-সূর্য্যের ছবি তাতে করে
ইরাণী, হিন্দু মহিষী দুজনা
"খোদা" আর "রাম" লেখে।

ঢেকে দেয় দেহ ফুলে রাশি রাশি
মুসলিম আর হিন্দুতে আসি,
জরির চাদরে দেহটি তাঁহার
সযতনে দিল ঢেকে।

চাদরের খুঁটখানি
একধারে তার ধরে মহারাণী
বেগম সে, নিল আর দিক টানি ;
উঠায়ে দেখিল,—সকলি শূন্য
শিরে করাঘাত হানি।

শব দেহ নাই, আছে রাশি রাশি
ফুল স্তূপাকার,—কেঁদে লোটে দাসি !
গোলাপ একটি তুলিয়া বেগম
কাঁদিয়া বেণীতে বাঁধে।

হিন্দুকুশের গিরির শিখরে
এদিকে ভিখারী নারী শোক ভ'রে
রাণার শরীর উঠায় চিতায়
—রাণী ফুল নিয়া কাঁদে !

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

পদ্মিনী

শনির কুটিল দৃষ্টি পড়িল
চিতোর রাজ্যাসনে !
একে একে কত যান চলে রাণা
যুদ্ধ বিবাদে, সুখে, দুখে নানা
তারি ইতিহাস স্মৃতি বুকে বহে
রাজপুত জনে জনে !

উপকথা গায় গাঁয়ে গাঁয়ে কবি
বাপ্পাদিত্য গৌরব রবি
সমরসিংহ, মানসিং-রাণা
গুণগাথা কত ভণে !

ঝুঁটি বাঁধা এক সন্ন্যাসী রাণা
হয়েছেন তিনি গত ;
পরিয়া পদ্ম-বীজ মালা গলে
ভবানীর খাঁড়া নিয়া বাহুবলে
যুদ্ধে শত্রু নাশি জয় করি
গেলেন মাত্র কত।

শাহাবুদ্দীন দিল ছারখারে
রাজপুত রাণা পদে পদে হারে
কাগানদী তীরে পৃথ্বীরাজের
গৌরব হ'ল হত !

চব্বিশ বার হটায়ে মোগলে
খেমান বাহুর বলে
বন্দী করেন খালিজের ছেলে
খোসরাদ হ'তে অতি অবহেলে
রাখেন ধরিয়া বহুদিন তাঁরে
শৌর্য্য বীর্য্য ছলে।

এক-লিজের দেওয়ানী করিয়া
বীররাণা বহু গেলেন মরিয়া
ভায়ে ভায়ে লড়ি, বিদ্রোহ করি,
কত যুদ্ধের ফলে।

পৃথ্বীরাজের হিন্দুরাজ্য
শতবৎসর পরে
পাঠান-বাদশা আলাউদ্দিন
মুসলিম ধ্বজা করি উড্ডীন,
দিল্লী-তক্তে গৌরবে রহি
সেথা রাজত্ব করে।

লক্ষ্মণসিং চিতোরগড়েতে
রাজ্য লইয়া রয়েছেন মেতে
কাকা ভীমসিং সিংহল দ্বীপে
গেলেন বিবাহ তরে।

সাগরের পার হ'তে ভীমসিং
আনিলেন পদ্মিনী ;—
সরোবর পরে শ্বেত মর্মরে
শীতল চিকন হর্ম্যটি গড়ে
রহে দুজনায় আনন্দ ভরে
সবার হৃদয় জিনি !

—কে বাদশা আলাউদ্দিন
খাসমহলের ছাদে প্রতিদিন
দিল্লী সহরে চাঁদের আলোতে
মসগুল রন তিনি।

শুনিছেন গান, বেগম 'পেয়ারী'
বসিয়া নিকটে তাঁরি ;—
ভারি ভারি সুর রাগ রাগিনীতে
আরবী-গজল, সারেঙ্গী গীতে
ভরি সুখে ল'য়ে সরাব পেয়ালা
সঙ্গে নাচিছে নারী।

ফুটে আছে ফুল গন্ধে আকুল
উদ্যানে, মাতি গাহে বুলবুল ;
পেয়ারীরে ক'ন,—"হিন্দু ভজন
শুনিতে কি আমি পারি ?"

পেয়ারী হাসিয়া কত ছল করি
ঈর্ষা ভ্রূকুটি ভরি
কহে,—“বিমলিন গোলাব বকুল
হিন্দুর কাছে আছে এক ফুল,
কমল,—পদ্ম,—‘পদ্মিনী’ নাম,
—অপরূপ রূপ ধরি!

নীল জল তার ঘেরা চারিধার,
শ্বেত ছায়া পড়ে ধরি মুখ তার,
মুকুতার মত শোভন অতুল
স্বরগ ধরায় গড়ি।”

“বল, ফুল সেটি কোথা রাখা আছে?”
—বাদশা তাহারে যাচে।
কহেন আবার,—“বল, বল, মোরে
পাইলে সে ফুল রাখিব যে তোরে
হীরা মোতি মালা পরাইয়া গলে
সর্ব্বদা কাছে কাছে।

করি নাক' ভয় আনিব সে ফুল
মনে জেনো ঠিক—নাহি তায় ভুল,
দুনিয়ার আমি বাদশা, মালিক
বাসনা যে উদিয়াছে!

"মিবারের বীর রাণা-ভীমসিং"—
বেগম 'পেয়ারী' কহে,—
"বাঁদী 'দুলারী' সে চিতোরে দেখেচে,
কাটাইত কাল সেথা নেচে নেচে;
—অপরূপ মণি পদ্মিনী নারী
কমল-লোচন বহে!"

"দেবতা সে ফুল দেখিবারে পায়
মাটির মানুষে ছুঁইবে কি হায়!
ধনের গর্ব্বে মানি-বাদশার
লভিবার তাহা নহে!"

বেগম পেয়ারী খিল্ খিল হাসি
　　কহে—"শাহান্‌শা ভবে—
আকাশের চাঁদ সোনার ডিবায়
আমারে এখনি ধরে দিলে তায়
ক্ষমতা তোমার পারিব জানিতে
　　প্রত্যয় মোর হবে।"

মসনদে বসি গম্ভীর শুনে
বাদশা রাগিয়া ক'ন—"দেখো শুনে
দশ দিনে হেথা আনিবই আমি
　　বাঁদী তার হয়ে রবে।"

লক্ষ লক্ষ সেপাই শান্ত্রী
　　ধনু বল্লম হাতে
আলাউদ্দিন সাথে চলে সবে
"পদ্মিনী-রাণী আনিতেই হবে!"—
লুট করে পথে বসতি সবার
　　আহ্লাদে তারা মাতে।

চিতোর জুড়িয়া হোলি-উৎসবে
রঙের খেলায় মাতিয়াছে সবে—
আবিরে আবিরে কুঙ্কুমে গানে
মধু-বসন্ত রাতে।

কালো পতাকায় শকুনির ডানা
সেথায় উড়ায়ে লয়ে
আবিরের রঙে লুকানো যা' ছিল
রক্তে মাখানো ছুরি তুলি নিল
যোদ্ধা পাঠান—সৈন্য সকল
আসিল মৃত্যু ব'য়ে।

উপায় না হেরি ভীমসিং রাণা
উৎসব-খেলা করি দেন মানা
সপ্ত তোরণ দুর্গের রুধি
রহেন দুঃখ স'য়ে!

পাঁজরার মত বাঁকা তলোয়ার
পদ্মিনী-প্রাণ ঘেরি
রহিল পাহারা, গম্ভীর তারা
তোরণ দুয়ারে সর্ব্বদা খাড়া
রাজপুত বীর লয়ে ধনু তীর
বাজায় দামামা ভেরী !

রাখিবেই তাবে স্বজাতির মান
যতকাল থাকে দেহেতে পরাণ
চিতোরের সাথে রাণী পদ্মিনী
বিপদে তাহারা হেরি।

মহারাজ রাতে পদ্মিনী ল'য়ে
উঠিয়া প্রাসাদ ছাতে
দুর্গের পানে চাহি তাঁরে ক'ন—
"সমুদ্র যদি দেখিবারে মন
হয়, এসেছিলে সিংহল হ'তে
পুনরায় এই রাতে—

দেখ, দেখ, দূরে আঁধারের কোলে
পাংশু-গম্ভীর ঢেউ এক তোলে
নিবিড় মুখর উঠিছে ফুটিয়া
সাগরের ছবি তাতে !

দেখেন মহিষী,—চতুরংসেনা
শিবিরের ঢেউ সাদা,
জল-কল্লোল হেন কোলাহল
শোনা যায় দূরে, সৈনিক দল
ভরিছে গগন ; মলিন চন্দ্র
লাগে যেন তায় বাঁধা !

সিংহল হ'তে আসিবার পথে
অর্ণবপোত, জল-যান রথে
মনে পড়ে তাঁর উত্তাল ভরা
তরঙ্গ-বাঁধ বাঁধা।

ভারতের দীপ মিটি মিটি জ্বলি
রেখেছে মিবার ব'য়ে !
একা চিতোরের পুরাতন মান
অখণ্ডরাজ হিন্দুস্থান
মোগল পাঠান বাকি সব কিছু
দখল করেছে লয়ে।

উপায় কি হবে ?—রুধিবে কেমনে
ভাবে অমাত্য, ভাবে রাণা মনে
বাদশা সে চায় চিতোরের রাণী
খবর পাঠা'ল ক'য়ে।

"সবার উপরে চিতোর যে বড়
রাখ এই বারে তারে !"
লক্ষ্মণসিং, ভীমসিং ভাবে
পদ্মিনী দিয়ে দেশ ফিরে পাবে ;
পণ্ডিত যারা অর্দ্ধেক ত্যজি
সুখটুকু পেতে পারে।

সভাসদ এক করযোড়ে কহে
“রাণী সম্রাজ্ঞী ছাড়া কভু নহে—
বিয়োগেতে তাঁর প্রজা, সর্দ্দার
সুখী হ'বে ল'য়ে কা'রে ?”

ভীমসিং ক'ন—“দেখিছ এখন
সময় ভাল ত নয় ?
সেনা, সেনাপতি তৈয়ার নাহি
শত্রুর সেনা আছে দেখ চাহি
বিরাট বাহিনী লইয়া দুয়ারে,
পারিবে না পেতে জয়।

সপ্ত-তোরণ দুর্গের রুধি
দেশেরতরেতে ঋণ যাবে শুধি,
মরণ বরণ হইবে করিতে,
জানিবে সুনিশ্চয়।”

এদিকে দীঘল নিশাস ফেলিয়া
সভাসদ হেঁট লাজে !
ঝারোখা হইতে পদ্মিনী-রাণী
পদ্ম ছুঁড়িয়া গৌরব মানি
সর্দ্দারটিরে লক্ষ্য করিয়া
ফেলিলেন সভা মাঝে।
"জয় মহারাণী"—"জয় মহারাণা !"
উঠিল উচ্চে কত বাণী নানা ;
পদ্ম লইয়া বক্ষে বাঁধি
গেল সর্দ্দার কাজে।

লক্ষ লক্ষ শত্রু সৈন্য
কেল্লায় ঘিরি বসি
রয়েছে, দেখিয়া সেনার বহর
বন্ধ রাখিয়া চিতোরের গড়
রাণা রহিলেন বিপদের মাঝে
খাসকামরায় পশি।

পাঠান বীরের ধৈর্য্য রহে না
শিবিরে বসিয়া আর ত সহেনা
দিল্লীর মত আরামেতে গান
গাহিতে পারে না কাঁপি !

রঙিন শিবিরে রহিয়া বাদশা
হৃত-উদ্যম অতি !
ভাবেন দখল চিতোর না হয়
সৈন্যের ব্যূহ বৃথা সেথা রয়
দৃষ্টি পড়িল হাতের উপরে
বাজ পাখিটির প্রতি।

দেখেন পাখিটি ডানা ঝাপটিয়া
ধরিতে সে চায় এক যোড়া টিয়া
বহু দূরে কোথা উড়ি চলি যায়
আকাশে বায়ুর গতি।

ছেড়ে দিতে বাজ সারি এল কাজ ;
আহত একটি পাখি
পড়িল আছাড়ি, গায়ে তার ক্ষত,
বেদনায় ত্রাসে চিৎকারে রত
দোসর তাহার উড়িয়া বসিল
নির্ভয়ে সেথা থাকি।

বাদশা তাহারি ইঙ্গিত লয়ে
ভাবেন, রাণারে ধরি হেথা বয়ে
রাখিলে নিকটে পদ্মিনী পেতে
থাকিবে না কিছু বাকি।

রাণারে বন্দী করিতে ফন্দি
বাদশা করেন নানা ;
জানান পত্রে দূত দিয়া লেখি
পদ্মিনী মুখ দর্পণে দেখি
ফিরিয়া যাবেন দিল্লীর পানে
যুদ্ধ করিয়া মানা।

ভাবেননি তাঁর কারসাজিখানি
রাজপুত-রাণা লইবেন মানি
সহজে এমনি মূর্খের মত
ছিলনা তাঁহার জানা।

শুনিয়া তখন দূতের নিকটে
শীকার পড়েছে ফাঁদে,
মণিমালা গলে কণ্ঠে ধরিয়া
শিরপ্যাঁচ লাল শিরেতে পরিয়া
শ্বেত অশ্বেতে গর্বে চড়িয়া
ধরিবারে যান চাঁদে!

পাঠান-সওয়ার কেল্লার গায়ে
ঘন সুগভীর আমবন ছায়ে
সন্ধ্যায় আসি রহিল লুকায়ে
ধ্বংসের উন্মাদে!

বিরাট মেঘের তলায় সূর্য্য
অস্তের ইসারায়
জানালেন যেন সূর্য্যবংশ
নিশ্চয় এ-যে পাইবে ধ্বংস
গৌরব-রবি বিগত মলিন
অস্তের পথে ধায় !

শ্বেত পাথরের বারোদুয়ারীর
দালানের' পরে দাঁড়াইয়া স্থির
রাণা ভীমসিং সাদর গমনে
নিতে যান বাদশায়।

হাজার প্রদীপ মাণিকের মত
জ্বলে খালি অবিরত ;
কুশল-বারতা বাদশারে ক'য়ে,
রাণা চলিলেন অন্দরে লয়ে ;
শূন্য সে-পুরী প্রহরী বিহীন
লোকজন ছিল যত—

রাণার আদেশে চলিয়া গিয়াছে
অন্দর ঘরে পদ্মিনী আছে ;
বাদশার সাথে রাণা যান সেথা
ভেট লয়ে শত শত ।

সরবৎ নানা, আসব-পাত্রে
ঢালি রাণা দেন ধরি,
পান করিবারে করি অনুরোধ,
বাদশার হয় সন্দেহ বোধ
মুখে তুলে দিয়া, কি হয় কি জানি
—উঠিল হৃদয় ভরি !

রাণা ক'ন—"ভয় কোরো না, অভয়
দিলে রাজপুতে, মিছা নাহি হয় ;
পদ্মিনী নিজে পাঠাইয়া দিল
বাদশা, তোমারে স্মরি ।"

পান করি সুরা দেখেন বাদশা
দুয়ারের পাশে রাখা
রজত-শুভ্র দর্পণ-খানি
বিজলির মত উজ্জলি রাণী
পদ্মাবতীর রূপ ঠিকারিয়া
পদ্ম গন্ধ মাখা—

পড়িল সেথায় ছায়া ছবি তার ;
শিঞ্জিনী বাজি কঙ্কন হার
উঠিল চিত্ত কাঁপি বাদশার
কঠিন হইল থাকা !—

চলিলেন ছুটি দুবাহু বাড়ায়ে
বাদশা অধীর অতি !
রাগে গরজিয়া ভীমসিং রাণা
পেয়ালা ছুঁড়িয়া দর্পণ খানা
সরবে গরবে চুরমার করি
ভাঙেন ক্ষিপ্রগতি !

দর্পণে পদ্মিনী

পৃঃ ১৩৮

বাদশা বুঝিয়া নিজ বেয়াদপি
নিজ 'পরে দোষ লইয়া আরোপি
ক্ষমা চাহি পুন ফিরেন শিবিরে
অতীব হৃষ্টমতি !

অনুগমনের তরে কিছু দূরে
রাণা যান তাঁর সাথে ;
চিতোরগড়ের পশ্চাতে মাঠ
পার হয়ে যত নদী, পথ, ঘাট
গোধূলি লগনে ধূসর সুনীল
আলো ছায়া খেলে তাতে।

আমবন হ'তে গুটি গুটি আসি
লুকানো পাঠান ছিল রাশি রাশি
তাদের নিকটে বন্দী সহসা
রাণা হ'ন হাতে হাতে !

ক্ষণিক মিতালি ক্ষণিকে টুটিল
ভাঙি আয়নার মত।

রাণা বুঝিলেন নাহি কোনো আশা
কুকুর সে যদি দেয় ভালবাসা
আদর করিলে আসিয়া নিকটে
ধূলা ঝাড়ে গায়ে যত।

ভোরের আরতি বাজিবার আগে
চিতোরবাসীর মনে খালি জাগে
বাদশা ঘোষণা করেছে যা' সেথা
বুকে বাজে শেল শত!

•

রাণা ভীমসিং রাজগদী তাঁর
পদ্মিনী দিলে পাবে।
—আর কোনো পথ দেখে তারা নাই;
পদ্মিনী, রাণা, রাজ্য ফিরে পাই
যবনের হাত হইতে সবাই—
উপায় কি আছে ভাবে!

পাঠান শিবিরে বন্দী রাণায়
বাদশা নিকটে ডাকি ক'ন তাঁয়
"চিতোর হইতে যোদ্ধারা আসি
কবে তোরে নিয়ে যাবে?"

"পাঠান! তোমার সন্দেহ কেন?
কাপুরুষ রাজা তরে"
ক'ন রাণা "বীর কাতর না হয়,
রাজপুত তারা পরাজিত নয়,
জয় হবে জানে নিশ্চয় করি
ভবানী দেবীর বরে।"

রাণারে হেথায় ধরিয়া রাখিলে
পদ্মিনী তাঁর নাহি যদি মিলে,
বাদশা তাহাই ভাবিয়া তখন
দুঃখে হৃদয় ভ'রে!

চিতোর গড়ের দুর্গের ছাদে
করতলে মাথা রাখি,
পাঠান শিবির দূরে দেখা যায়
বন্দী রাজন আছেন যেথায়,
অপলক আঁখি পদ্মিনী রাণী
দেখিছেন থাকি থাকি !

ধরণী তখনো আঁধারে মলিন
রবির কিরণে ফোটে নাই দিন,
সোনার রেখার আমেজ পূর্ব্ব-
গগনে দিয়াছে আঁকি !

হেনকালে আসে 'গোরা' ও 'বাদল'
রাজপুত সর্দ্দার ;
করযোড়ে তারা করিল প্রণাম,
দিল তাহাদের পরিচয় নাম।
রাণী ক'ন—"মোর বাণী লয়ে যাও
সাথে অজুরী হার।

রাণারে কহিবে গোপনেতে গিয়া,
ধরা দিব শঠে ইঙ্গিত দিয়া
যাইয়া নিকটে,—পরে যা' হইবে
ফল পাবে দেখিবার।''

"বাদশারে বোলো, যাবে পদ্মিনী।"
—বলিলেন পুন রাণী;
"মহল একটি নূতন করিয়া
রাখিতে হইবে হারেমে গড়িয়া,
যাব আমি মোর ডুলিতে চড়িয়া
কথা লয় যেন মানি।

সাথে সাত-শত যাবে বাঁদী দাসী
বান্ধবী যত শোকপরকাশি,
সিপাই সান্ত্রী রাখিলে নিকটে
ভয় পাবে তারা জানি।''

বাদল, গোরার কাছে সম্রাট
সন্দেশ পেয়ে খুশি!
"শিবির ছাড়িয়া দূরে যাবে অবে
সিপাইরা যত, সন্ধি যা হ'বে
চিরদিন তরে।" দূতেরে ফিরায়ে
পাঠালেন কহি তুষি।

সেই কথা মত হইয়া বিদায়
সৈন্যেরা সব দূরে চলি যায়
পাঠান শিবিরে যুদ্ধে যাহারা
উদ্‌গ্রীব ছিল রুষি।

সূর্য্য সে দিন পূর্ব্ব-গগনে
সোনার থালার মত,—
আলো করি উঠি উজলি দেখায়,
চিতোর গড়ের দূর কেল্লায়,
সানাই নাকাড়া পূজা ঘণ্টার
সাথে নামে সাথী যত,—
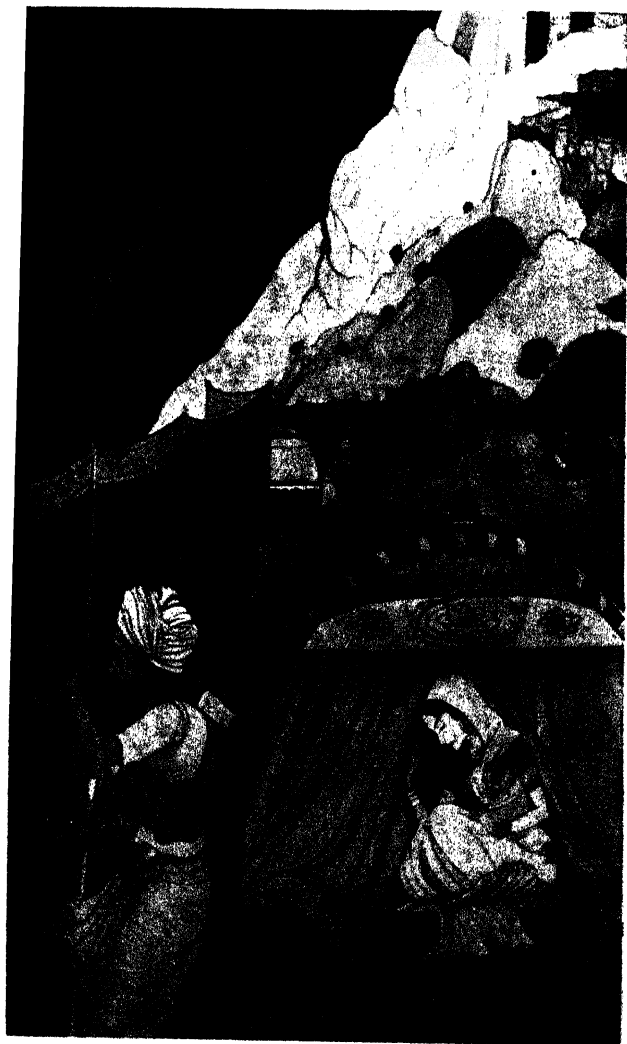
ডুলি পাল্কীতে সাতশত নারী,
সল্‌মা-চুম্‌কী রত্নেতে ঠিকারি
পদ্মিনী-রাণী চতুর্দোলায়
চড়ি যাত্রায় রত।

বাদল, গোরারে আগে ল'য়ে চলে
চিতোর গড়ের রাণী।

আনাচে কানাচে কানাতে ভরিয়া
আধ ক্রোশ ব্যাপী পথ ঘেরি নিয়া
সংশয়হীন বাদশার কাছে
শুভ-আগমন বাণী—

পাঠাইয়া ক'ন—"চাই দেখিবারে,
রাণা যেথা র'ন বন্দী, তাঁহারে;
শেষ পতি সেবা করি, বাদশার
আসিব ধরিতে পাণি।"

পদ্মিনী ধরা দিয়েছে বুঝিয়া
বাদশা দূতেরে কহে,—
"দিবনাক' বাধা মিলিতে রাণীরে
রাণারে দেখিয়া আসিবে সে ফিরে
বন্দীর সাথে দেখা করিবার
যদিও নিয়ম নহে।"

শঠেরা নিজেরা বেশী বোঝে ভাবে,
ফাঁদ পাতি, ফাঁদে পড়ি ফল পাবে
জেনেও জানেনা; নিজের কাজের
দুঃখ তাহারা বহে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছে
বাদশা দেখিতে পান,—
গেল পদ্মিনী পদ্ম-গন্ধা
ঘেরে এল এবে নিবিড় সন্ধ্যা
বন্ধ্যার মত কাটে না সময়
চারি দিকে ঘুরে চান!

ডুলি পাল্কীর আশা যাওয়া হেরে
ভাবে সখী সব রাণী রাখি ফেরে ;
দুর্গের সাত দুয়ার বন্ধ ;
—পদ্মিনী রাখে মান !

সহসা সাতশ' ডুলি হ'তে সেথা
রাজপুত বীর নামে ;—
"জয় চিতোরের ! মহারাণা জয় !"
বাদশারে ঘেরি তারা সবে কয়
দলে দলে ছুটি পাঠান সৈন্য
এল দক্ষিণে বামে।

কেল্লার দ্বারে তরুণ বাদল,
গোরা, রাজপুত লয়ে দলবল
বাহু বলে রুধি—রাখিল পাঠানে
লুকায়ে যা' ছিল গ্রামে।

বুঝেন বাদশা হার মেনে লেখা
থাকা হয় অকারণ।
ভীমসিংএ দেখে হাতীর উপরে
আসি যোগ দেয় সম্মুখ-সমরে
পদ্মিনী-ছল, বুঝেন সকল,
—বৃথা করা এসে রণ।

সন্ধ্যা আঁধারে উপজিল ভয়
ছাড়ি দিয়া প্রাণ লভি পরাজয়
ফিরালেন সেনা দিল্লীর পানে
—মনে রাখি শুধু পণ।

রাণা যান চলি চিতোর গড়েতে
যুদ্ধে জিতিয়া যবে;
শোনালেন এক হরিষে বিষাদ
রাণীরে 'বাদল' মরা সংবাদ।
রুধিতে চলিল তৈমুরলংএ
বাদশা দিল্লী তবে।

আশা রাখি বুকে বিষদিগ্ধ মুখে
ভাবে সম্রাট অভিমানে দুখে
"যে-ক'রেই হোক্ চিতোর-কুসুম
পদ্মিনী পেতে হ'বে।"

* * *

চিতোর রাণার দুর্দ্দিন অতি
মহামারী পড়িয়াছে!
হাহাকার ওঠে অনটন ত'রে,
শত শত লোক ঘরে ঘরে মরে
আনাজ শস্য নাহি এক রতি
উজাড় হইয়া আছে!

পড়িলেন রাণা মহাভাবনায়
রাজভাণ্ডার খুলি দিয়া তায়,
ভাবিছেন প্রাণ কেমনে কিরূপে
মিবার প্রজার বাঁচে!

সুযোগ বুঝিয়া আলাউদ্দিন
তের বৎসর পরে
পাঠান সৈন্য ল'য়ে ছলে, বলে
প্রতিশোধ নিতে পুনরায় চলে
পদ্মিনী হরি, নিতে সাধ ভরি
যা' আছে চিতোর গড়ে।

লোভে হিংসায় জ্বলে তাঁর মন
করিয়া বিপুল রণ-আয়োজন
চকিতে আসিয়া অসুরের মত
তীব্র বেগেতে পড়ে!

লক্ষ্মণসিং ভীমসিং রাণা
নূতন সৈন্য লয়ে
গ্রামে গ্রামে যান যেথা যত পান
হঠাতে পাঠান সৈন্যেরে চান
দৈন্যের বশে ফিরি হতাশায়
ব্যর্থ বীর্য্য ব'য়ে!

নিদারুণ কাল করাল মূরতি
ক্ষমা নাই তার দুর্ব্বল প্রতি !—
সেনাপতি যত যুদ্ধেতে হত
গেল সব শেষ হয়ে !

পরিখা স্থাপন করিয়া যাপন
করিছে যবন সেনা
চিতোর গড়ের ঘেরি চারি ধার ;
রাজপুত বীর নাহি পায় পার
যুদ্ধে অটল ধরি বাহুবল
তবু তারা হটিছে না !

ক্ষুধার জ্বালায় লোকেরা পালায়
দেশ ছাড়ি সবে, টেঁকা হ'ল দায় !
নাহি তারা ডরে ঝাঁপ দিয়া মরে
শেষ আশা ছাড়িবেনা ।

যুদ্ধ-আগুন জলিল দ্বিগুণ—
রাজপুত যায় হটি ;
গ্রাম হ'তে গ্রাম, দুর্গ সকল
একে একে করে শত্রু দখল ;
হার মানিয়াছে চিতোরের রাণা
গেল দেশে দেশে রটি !

চিতোর গড়ের দুয়ারে আসিয়া
আলাউদ্দিন পৌঁছেন গিয়া ;
ভীমসিং র'ন সভাসদ নিয়া
ভাবনা লক্ষ কোটি !

•

ভীমসিং ক'ন—"হায় লছ্‌মন !
উপায় কি কিছু নাই ?
সাত দিন দাও সময় আমায়
উবর-দেবীর ধরি গিয়া পায়,
পদ্মিনী রাণী সহিত সেথায়
এখনি চলিয়া যাই।

দেবীর আদেশ কি আছে কি জানি ?
মাথা পেতে তাহা নিতে হবে মানি
বুঝিবার তরে, প্রাণপণে শেষে
আশীষ তাঁহার চাই।"

চৈত্রের বায়ে খিন্ন আকাশ
মেঘের চিহ্ন নাহি !
পূজিবার তরে উবর-দেবীরে
পদ্মিনী লয়ে রাণা যান ধীরে
মন্দির 'পরে ডাকিনী গৃধিনী
রয়েছে বিকট চাহি !

উঠায়ে শব্দ কাতর রবেতে
অকারণ যেন আছে তারা মেতে
মন্দির পরে সর্ব্বনাশের
বাহিনীরে সেথা বাহি।

হায় অভাগিনী পদ্মিনী তুই!—
পদ্মের রূপ লয়ে
ধ্বংস-বহ্নি অঞ্চলে করি
সিংহল হ'তে আনিলি কি হরি,
চিতোর পতির তরে যত দুখ
দিতে, আর নিতে স'য়ে?

রাণা, পদ্মিনী মন্দিরে পূজে
ভকতির ভরে চোখ দুটি বুঁজে;—
আঁখি মেলি দেখে ভৈরবী এক
এনেছে রত্ন ব'য়ে!

কহে সে—"রাজন! এ সময় দেবী
কণ্ঠ হইতে তাঁর
দিলেন রাণীরে নীলমণিটিরে
উঠিবে জ্বলিয়া চৌদিকে ঘিরে
অগ্নির দাহ—আকালের বাণী
পাইবেনা কেহ পার?"

অট্টহাসিয়া গেল ভৈরবী
বিকট আঁধারে, জাগিল যে ছবি
পদ্মিনী, রাণা দেখিয়া দীঘল
শ্বাস ফেলে গুরু ভার !

রাত সুগভীর শুনিলেন রাণা
গুরুগম্ভীর স্বরে,
গর্জ্জিয়া ওঠে ; ডাকিনীর রূপ
পূতি-গন্ধেতে ছাপি পূজা ধূপ
মুখেতে হাঁকিছে—"ভুখা মুই হুঁ-উ !"
গগন ব্যাপিয়া ভরে !

প্রজাদের শোকে পদ্মিনী ক্ষীণ
মূর্চ্ছিয়া ঘন দেহ হল লীন
ললাটেতে হাত দিয়া মন্দিরে
ধুলায় লুটায়ে পড়ে !

উদয়-দেবীর অনন্ত ক্ষুধা
নরবলী পায় রণে !

পড়ে মহাশালী যত বীর ছিল
শ্মশানের রূপ ধরণী ধরিল ;—
যুদ্ধে মরণ বরণ করিল
রাজপুত জনে জনে !

ভীমসিং ধরি দেবীর চরণ
বরণ করিয়া নিলেন মরণ,
এগারোটি ছেলে মধ্যে একটি
বাঁচিলেন শুভক্ষণে !

সভাসদ কহে—"অজয়সিংহ
চিতোরের শেষ রাণা
জালিবে যে দীপ, যাও চলি দূরে
কলত্র লয়ে কৈলোরপুরে ;
থাক নির্ভয়ে শত্রু-পাঠান
পারিবে না দিতে হানা !"

অজয়সিংহ হেঁট করি মাথা
ক'ন—"প্রজাদের মনে রবে গাঁথা
নারীদের মত কাপুরুষ আমি
থাকিবে সবারি জানা।"

রাজপুত বীর-বংশের মত
অজয় করিতে কাজ—
চলিলেন শেষে, শেষ-রাজরাণা
যুদ্ধে, কাহারো না শুনিয়া মানা
মৃত্যু-বরণ করিয়া ঘোচাতে
রাজপুতদের লাজ।

কাঁদে যত নারী পতিহারা সবে
ভ'রে গেল দেশ হাহাকার রবে
চিতোর গড়ের নিভিল প্রদীপ,
যেন কিসবার সাজ!

অজয়সিংহ হলেন বন্দী
বাদশা দিলেন ছাড়ি—
সর্ত্ত সন্ধি করিয়া তাহারে;
কৈলোরগড় দুর্গের ধারে
প্রাসাদের মাঝে গেলেন সেথায়
মলিন মুখেতে হারি!

ঘুচিল সকল গৌরব গাথা
হেঁট হয়ে গেল রাজপুত মাথা;
বাদশা জিতিয়া মনে মনে তাঁর
আনন্দ হ'ল ভারি!

সম্রাট ভাবে পদ্মিনী ল'য়ে
যাব এবে ঘরে সুখে;
যুদ্ধে জিনিয়া শিবিরেতে ফিরি
সেনাপতি আর অমাত্য ঘিরি
রসুনচৌকী বাদ্যের মাঝে
রহে প্রসন্ন মুখে!

শুভক্ষণে তার ভাবে বার বার
পেয়ালায় ভরি আসব, আহার
নর্ত্তকী লয়ে কাটায় রজনী
ধৈর্য্য ধরিয়া বুকে !

চিতোরেশ্বরী মন্দির পরে
আঙিনায় চিতা জ্বালি
পদ্মিনী সাথে সখী দলে দলে
গীতা-গীতি গাহি পরিক্রমি চলে
উজ্জ্বল বাস, ঘাগ্‌রা, ওড়না
ল'য়ে ফুলে ভরা থালি !

গভীর রজনী আঁধারেতে ভরা
ধরণী ধরেছে অকালেতে জরা
নির্ভীক সবে চলে গৌরবে
ঘৃত আহুতিরে ঢালি !

অগ্নি উচ্চে জহরের শিখা
　　দ্বিগুণ জ্বলিয়া ওঠে !—
সহস্র মুখ সাপের ফণার
লেলিহান কত শত রসনার
রক্তিম রাগে, ধূসর, সুনীল
　　বর্ণে ব্যাপিয়া ফোটে—

পদ্মিনী সাথে সখীদের প্রাণে
গরজি বহ্নি জগতেরে গ্রাসে !
—পদ্মিনী নাই ! —বাদশার মনে
　　কাঁটা যেন শুধু ফোটে !

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

জনীরের শির হস্তে লইয়া ধরি
দেখাইয়া কয়—"মেরেছি বরাহ এতে।"
যুবরাজ তারে মুগ্ধ হইয়া দেখি
ফিরিলেন, বুকে স্মৃতি ল'য়ে যেতে যেতে।

চিতোর তখন পাঠান বাদশা হাতে
পড়ি পায় শত লাঞ্ছনা ভীতি ভয়।
লক্ষণসিং, রাজপুত বীর
ভীমসিং হত, যতেক সুধীর
সংশয় ভরে কাটাইছে দিন ;
মিবারপতির জীবন দুঃখময় !

•

•

সুশাসন গুণে প্রজাদের সুখে রাখি
গাহে সবে তবু রাণাদের সদা জয়।
বিসয় মুখে রাজপুত বীর থাকি
মনে আশা বহ্নি নির্জিক সদা রয়।

অরিসিং হল মুগ্ধ যুবতী দেখি !
বিবাহের তরে দূতেরে পাঠান রাণা ;
চৌহান পিতা বীর রাজপুত
দিবেনা বিবাহ ফিরাইল দূত।
"গিহেলোট রাণা নিচু বংশের,
না দিলেও বিয়া বিপদ রয়েছে জানা।"

বলিল সবাই, গৃহিণী বুঝায়ে বলে,
হেন শুভ যোগ মিলিবে না কভু জানে ;
রাজপুত তাতে শুনিয়া রাগিয়া জ্বলে
শত অনুরোধে সে কথা নিলনা কানে।

অরিসিং মাতা ভূর্জপাতায় লিখি
অনুরোধ পুন করিলেন যবে তাঁরে,
লক্ষ্মী মেয়ের সাথে বিয়ে হ'লে
অরিসিং-বধূ রাণী হবে ফলে
বিবাহ তাহার যাবেনা বিফলে
রাজমাতা কথা আর কি এড়াতে পারে !

যুবরাজ সাজি অশ্বে আসেন যবে
বিবাহ-বাসরে, স্বপনেতে গড়া দেহ !—
লক্ষ্মীর পাশে বসেন, কহিল সবে
জীবনে এমন মিলন দেখেনি কেহ !

নূতন বছরে পয়লা বোশেখ মাসে
পাঠানের সাথে যুদ্ধে আহত হ'য়ে
ফিরিতে কুমারে হয় নাই আর !
এক মাস শিশু ছাবির তাঁর
রাখিয়া গেলেন রাণীর নিকটে ;
লক্ষ্মী কাটান গভীর দুঃখ স'য়ে !

ভীমসিং রাণা, পদ্মিনী মহারাণী,
কিশোর কুমার, রাজমাতা তিনি যান
স্বর্গে চলিয়া, একে একে পরে পরে
লক্ষ্মী থাকেন কোনো মতে ধরি প্রাণ

উজলা গ্রামেতে হাম্বির যায় কাছে,
কৈলোরে র'ন অজয়সিংহ তিনি।
'শোরানল' গ্রামে তাঁদের বসতি,
রাণা রহিছেন কষ্টেতে অতি
পুরানো জীর্ণ দুর্গের মাঝে ;
পাঠান রেখেছে তখনো চিতোর জিনি।

সংশয় দুখ ঘোচেনা তাঁহার তরে
যবনের হাতে গৌরব যাহা কিছু
সূর্য্যের কর রাহুর গ্রাসেতে হরে
চিতোর পতির মাথা রহিয়াছে নিচু।

আজিম, সুজন দুইটি রাজকুমার
কৈলোর গড়ে রয়েছে নিকটে তাঁর।
মন শুধু যায় রাজ ফিরে পান
চিতোর হইতে পাঠানে হটান
সাধে তাঁর বাদ বিধাতা সাধেন
সকল আশারে করি দিয়া ছারখার। ”

একদা কুমার অজিম সুজন দুটি
বর্ষায় যবে কাজল দিয়েছে টানি ;—
বন্ধুর সাথে শিকারে গেলেন জুটি
দুর্যোগে, তাঁরা কাহারো কথা না মানি ।

অজয়সিংহ রাণী সাথে লয়ে বসি
কুমার দুটির খবর না পেয়ে কোনো
কলা অবশেষ চন্দ্র মলিন
হেন ভাবে বসি, কাটিছে না দিন
গ্রামবাসী এক অজিমের দেহ
বহি আনি কহে—"এবে রাণা তুমি শোনো

সুজন কুমার হরিণ শিকার কালে
শূকর ছেলে আসিয়া বিরোধ করে,
তারেরে বাঁচাতে অজিম ভীমের বলে
সহসা-আসিয়া তাহারে চাপিয়া ধরে ;"

—"এমন সময় দূত আসিয়া দেখা
আঘাত মাথায় অজিতের মারে জোরে!"
মৃত-দেহ হেরি—শুনিয়া রাজন্
দুখে বিস্ময়ে বিমর্ষ মন
কহিলেন তবে—"কোথায় সুজন ?—
গ্রামে গ্রামে দেখ, যেথায় সেথায় ঘোরে!"

পাঠালেন দূত ধরিয়া আনিতে তারে
সিপাই সান্ত্রী অনুচর তাঁর যত—
যায় তারা, তবু মানেনা সুজন কভু
আপনার মনে যা-খুশি করিতে রত।

এ-হেন অকালে কৈলোর গড়ে তবে
রাণী লছমীর সাথে শিশু হাম্বির
ল'য়ে আসিলেন দুঃখের ভারে
সুজন সেথায় দিনে দিনে বাড়ে
রাণা ভেবে সারা কার হাতে রাজ
দিবেন উঠায়ে না পারি করিতে স্থির। •

অজয়সিংহ দাদা অরিসিংহের
দলিল পত্র ছিল যা' তাঁহার কাছে
দেখিলেন তাতে যুদ্ধে যাবার আগে
রাণা কে হইবে স্পষ্ট ত লেখা আছে।

অমাত্য সবে বিচার করিয়া জবে
একটি কুমারে বাছাই করিয়া নিয়া
যোগ্য বুঝিয়া চিতোর আসনে
বসাইবে দেখি শুভ লগনে
রাণারে বাছাই করার নিয়ম
দেখিলেন আছে দলিল পড়িতে গিয়া।

•

•

•

সহজ উপায় আছে হেন দেখি শেষে
সভাসদ জনে ডাকিয়া তখন তিনি
ক'ন—"বাছিয়া, সুজন দুজনা মাঝে
বাছি লও সবে রাণা হইবেন যিনি।

নানা মত আর হ'ল নানা বলাবলি
সঠিক-বিচার করিয়া কহে না কেহ।
অজয়সিংহ ভাবি অবশেষে
দুটি কুমারের প্রতি দেখি হেসে
কহেন,—"কে বীর আছে দেখি তবে
মুঞ্জের মাথা আনিবে কাটিয়া দেহ

সেই হবে রাণা রাজ্য লইবে জিনি।"
কেহ কহে—"জয় সুজন যোদ্ধা দড়"
হাম্বিরে কহে—"পাবে নিশ্চয় জয়!"
বিবাদ লাগিল, কে ছোট কে তার বড়।

সুজন সূর্য্য উদয়ের আগে উঠি
গেলেন চলিয়া পারিষদজন সাথে,
মুঞ্জ ভীলেরে মারিবেন বলি;
হাম্বিরে রাখি আগে ভাগে চলি
যান উদ্ধার করিতে কার্য্য।
এক রাশ তাঁর, ভাবনার ভারসাথে!

হাম্বির তবে নীরবে বসিয়া থাকি
পুরাতন এক তরবারি দেন শান
লক্ষ্মী দেখিয়া বলেন—"বালক মোর
পুরাতন এ-যে—পারিবে রাখিতে মান ?

হাম্বির ক'ন—"জনারের শিষ দিয়া
মেরেছ বরাহ ; পিতার অস্ত্রাঘাতে
পারিব না কেন বধিতে ভীলেরে ?
খুঁজিয়া আনিব যেথায় সে ফেরে
তোমার আশীষ দাও মাতা শুধু
চিতোর রাজ্য জিনি লব এই হাতে।"

পুরাতন ঢাল, তলোয়ার আর যত
জীর্ণ পোষাক, খঞ্জ ঘোড়ায় চড়ি,
হাম্বির যান মুঞ্জের সন্ধানে ;
জন পথ রাখি বনপথগুলি ধরি।

নিবিড় গোধূলি ধূসর তন্দ্রা ভ'রে
আরাবল্লীর জনহীন বন মাঝে,
শীতেতে জড়ায়ে কম্বলটিরে—
ঘোড়া হ'তে নাবি, চলি ধীরে ধীরে
বাঘের মতন হাম্বির যান
শ্রান্ত ক্লান্ত বিষম বিপথে সাঁঝে!

কভু নদী-জল পান করি ঘোচে তৃষা
ফল খেয়ে কাল কাটান ক্ষুধায় ঘুরে,
গুহা গহ্বরে খোঁজেন মুক্ত-জীলে
ঝরণা-নদীর তট ধরি চলি দূরে।

হাম্বির দেখি আকাশের কোণে আলো
ভোর হয় বুঝি, যান সেই দিক পানে
শাল গাছে চড়ি সুদূরেতে চাহি
দেখেন সে-পথ কোথা গেছে বাহি
জনহীন পথে সাথী কেহ নাহি
কথা কোথা কার ভেসে এল যেন কানে।

দেখেন তাঁহারি গাছের তলায় আসি
দুটি লোক সেথা,—বুঝিলেন ভীল তারা ;
কহিছে "মুঞ্জ-সর্দার কোথা যেতে
আছে, আনন্দে মত্ত নেশায় হারা !"

হাম্বির তবে গাছ হ'তে নাবি যান
মুঞ্জ যেথায়, ভীলেদের সাথে লয়ে।
মুঞ্জন খুঁজিয়া আসেন ফিরিয়া,
সভাসদ তাঁরে রহিল ঘেরিয়া ;
হাম্বির র'ন অজ্ঞাত বাসে
জানে সবে তাঁর মরণ-ঘটনা ব'য়ে।

হেনকালে সেথা হাম্বির হাতে লেখা
রাণা পাইলেন লিপিতে প্রকাশ তার
উজলা গ্রামের এলাকার যত দেশ
মুঞ্জেরে রাজা করিয়া দিলেন তার।

বৃদ্ধ অজয় সুজনেরে ডাকি' ক'ন,—
"ভীলেদের ভয় করিবার নয় কিছু,—
যাও তুমি গিয়া ধরি আন বাঁধি
হাম্বির সাথে সর্দ্দারে কাঁদি
নহিলে যে মান রাখা হয় ভার
বাপদাদাদের মাথা হয়ে যায় নিচু!"

সুজন হ'লেন মূক কথা তাঁর শুনে
লড়িতে সাহস হয়নাক' সেথা হ'তে!
হাম্বির চা'ন, মুঞ্জেরে বশে রাখি
সাধিতে আপন কার্য্যেরে কোনোমতে।

মুঞ্জ-ডাকাত চিতোর পাইতে পারে
মনে তার শত আকাঙ্খা ছিল ভরি,
হাম্বির তাই লিখিয়া গোপনে
জানালেন যাহা কল্পিত মনে
করিলেন স্থির, মাতার নিকটে
সফলতা পেতে রহিয়া ধৈর্য্য ধরি।

মুঞ্জের তরে দলিল বানায়ে দিয়া
রাণার নিকটে পাঠান দিবার তরে ;
পাঞ্জা মোহরে, চিতোরের রাণা হবে
ভাবিয়া তখন মুঞ্জ গর্ব্বে ভ'রে !

মুঞ্জ যাবেন চিতোরের গদি পেতে
মাদল বাজায় মত্ত নেশায় ভরি !
ভীল ছেলে মেয়ে গায় গান কত
সবাই তাহারা উৎসবে রত ;—
হাম্বির রহি সঙ্গে সদাই
সহসা সুযোগ পাইয়া চাপিয়া ধরি

মুঞ্জের মাথা কাটিয়া রাখেন তবে !
উজলা গ্রামের সকলে দেখিল চাহি
মুঞ্জের প্রাণ হাম্বির শেষে নিল
ধন্য ধন্য প্রজারা উঠিল গাহি।

হাম্বির রাণা কৈলোর কেল্লায়
পাইলেন রাজ, চিতোর পাঠান হাতে।
মহম্মদ শা' দিল্লীতে থাকি
মালদেবে সেথা চিতোরেতে রাখি
রাজ্য চালান মিবার দেশের
অর্দ্ধ ভারত লুটিয়া তাহারি সাথে।

বিশ ক্রোশ পথ দূরে চিতোরের গড়
কৈলোর হ'তে দেখায় জাহাজ খানি;
হাম্বির মনে ভাবেন সুযোগ পেলে
লবেন লুটিয়া আপন করিয়া মানি।

চিতোর বিহীন মহারাজ হাম্বির
দেখেন দেয়ালী জ্বলিছে চিতোর গড়ে;
সারি সারি দীপ উজলি গগনে
মনে তাঁর আশা কত জাল বোনে,
নহবৎ দূরে শুনিয়া সেথায়
দুখ অবসাদে শান্তি তাঁহার হরে।

মাতা লক্ষ্মীর সহিত থাকিয়া সদা
নিরুপায় রহি উপায় ভাবিয়া খালি
কৈলোর সাথে শতগ্রাম প্রজা ল'য়ে
রাজকাজে তাঁর হৃদয় দিলেন ঢালি।

* * * *

একদা প্রভাতে উজলি চিতোর গড়
সোনার সূর্য্য উদিল পুণ্য খণে
মালদেব-দূত ব্রাহ্মণ আসে
দৌতোর তরে লক্ষ্মী সকাশে,
ভূরি ভূরি বহি সাথে সওগাত
সোনার থালায় দাসীরা তাহার সনে।

রূপার পাতায় মোড়া নারিকেল আনি
দেয় সন্দেশ,—"কমল রাজকুমারী
মালদেব চান, হাম্বির রাণা হাতে
অর্পিতে দিতে, আদেশ চাহেন তারি।"

লক্ষ্মী রাণীর অনুমতি লয়ে যায়
মালদেব খুশি ; চিতোরগড়ের প'রে
বিবাহ বাসর, আয়োজন নানা
কৈলোরপতি হাম্বির রাণা
অশ্বারোহণে যান সেথা তিনি
সাথে অনুচর শিরে তাঁর ছাতা ধরে।

পিতা, পিতামহ রাজত্ব করে যেথা
ভাবিয়া সকল পুরাতন গৌরবে
বিবাহ বাসরে ফেলেন দীঘল শ্বাস
হেরেন প্রাচীন সিংহাসনেরে সবে !

হাম্বির তাঁর দেখেন মানস-চোখে
বসি আছে আজো জড়োয়া পোষাক পরা
ছিল সেকালের যত দরবারী
ল'য়ে আশা-সোঁটা ঢাল তরবারী
দিবস-স্বপন দেখেন যে তারি
তাঁরি আগমন আশা ল'য়ে যেন ভরা।

কমল-কুমারী গলায় পরায় মালা ;
চিতোরের নব পাইলেন পরিচয় !
শঙ্খ বাজে বিবাহ-বাসর পরে
মনে তাঁর হয় চিতোর করিতে জয়।

বুকে কাঁটা এক বিদ্ধ হইল দেখি
'রাজাসন' পরে পাঠানের তরবারি,
তারি নীচে বসি চিতোর রাজন
ছোট একখানি স্বর্ণ আসন
দিল্লী বাদশা করিছে শাসন
পতাকা প্রতীক রাখা আছে রকমারি।

চিতোর অধীন যবনের করতলে
দেখি হাম্বির ঘৃণা তাঁর হয় বোধ,
সুযোগ বুঝিয়া, উপায় করিয়া স্থির
ভাবিলেন মনে নিতে হ'বে প্রতিশোধ।

মালদেব মেয়ে জানিয়া মনের ভাব
বাসরেই তাঁরে চুপি চুপি ক'ন আসি
"মেতা সর্দ্দার আছে এক জানা
'জাল'—নাম তার জানে জাল টানা
ধূর্ত্ত মূষিক ধরি দিবে নানা
ফন্দী আঁটিয়া ঘুচাবে শত্রু নাশি।

নবীনা বনিতা সহিত যুক্তি করি
আসিলেন ঘরে প্রতিগমনেতে তাঁর
যৌতুক রূপে জালেরে লইয়া ফিরি
চিতোরের তরে মনে বড় শুরু ভার।

প্রদীপের আলো নীচে তার ছায়া যথা
দুঃখ সুখের নীতি তারি মত চলে।
কমল-কুমারী নব শিশু কোলে
পাইয়া সকল বেদনায় ভোলে
হাম্বির রাণা চিতোর বিহীন
বালকেরে পেয়ে খুশি দুঃখের ছলে।

এদিকে সহায় ছিল যে সেথায় তাঁর
জাল মে'তা, জাল বোনে মনে অবিরত
গোপনে সবারে হাম্বির পানে টানে
চিতোরের বীর যোদ্ধা ছিলেন যত।

বছর খানেক পরে একদিন শোনে
চিতোর-অধীপ মালদেব মহারাজ
মাদেরিয়া হ'তে মীরে তাড়াইতে
সৈন্য লইয়া সেবছর শীতে
গেছেন সদলে, বহু দিন ধরি
শিবিরে আছেন,—না ছাড়ি যুদ্ধ সাজ।

জাল মে'তা সব সন্ধান নিল খুঁজি
সুযোগ তাহার চিতোরে জানাল গিয়া;
কৈলোরে আসি হাম্বিরে ডাকি বলে
সংবাদ সব সেখান হইতে নিয়া।

কল্পি সকল মনে মনে ঠিক করি
কাঙ্খিবে যত উপায় জানায় তার।
কুমার 'ক্ষেত্র' হইয়াছে বড়
দিনখন দেখি করিল সে জড়
গণক-ঠাকুর চিতোরে যাদের
ক্ষেত্রপালের ভার পূজা করিবার।

বুঝিলেন রাণা, জানিলেন রাণী সব
চাকুরী করিয়া জাল দে'ত্তা তারে আনে
ক্ষেত্রপালের অভিশাপ আছে বলি
ছেলের উপরে, তাঁরা বুঝিলেন মানে।

জানালেন জাল গালদেব মহিষীরে
চিতোর দেবতা ক্ষেত্রপালের রোষ
ক্ষেত্রের পরে—শান্তি কোথায়?
চিতোরে কমল রাণী ফিরে যায়
অনশন ব্রত করে যদি গিয়া
কেটে যাবে যত পুত্রের গ্রহ দোষ।

চিতোর হইতে মালদেব রাণী দূত
মালেরিয়া যায় ; শুনি চিতোরের পতি
সৈন্য পাঠায়ে কন্যা নাশিয়ে আনে ;
শিবিরে যুদ্ধে রহি শঙ্কিত অতি।

কমল-কুমারী ক্ষেত্রসিংহে লয়ে
হাতীর পিঠেতে সোনার হাওদা আঁটা
লাল শালু ঢাকা জরি দিয়ে আঁকা
পর্ব্বত ভূমি পথ আঁকা বাঁকা
সমান্তরত—সৈন্য লইয়া
পার হন শাল, বেতস-বিতান কাঁটা।

আগে আগে দূরে ঘুরে ঘুরে চায় খালি
অশ্বারোহণে জাল মে'তা চলে সাথে,
চিতোর গড়ের দুর্গদ্বারের কাছে
পোঁছিল তার মিছিল গভীর রাতে।

জালমে'ভা চাল ফেলিয়া বাবার
মাৎ ক'রি রাখে; বীর ছিল সেথা যত
হাম্বির রাণা পিছু পিছু আসি
সৈন্য লইয়া শত্রুরে নাশি
উদ্ধার করি চিতোরে পশেন;
মালদেব প্রিয় সর্দার পদানত

হইল সবাই; মালদেব শুনি নিজে
মালোরিয়া হ'তে সৈন্য লইয়া আসি
পৌঁছিল সেথা, চিতোর গড়েরে তবু
করিতে দখল পারিল না তারে নাশি।

হাম্বির রাণা এমনি করিয়া শেষে
সভাই জয় করেন চিতোর রাজ।
মালদেব ছেলে 'বনবীর' যায়
দিল্লীতে সেথা, কহে বাদশায়
চিতোর দখল হাম্বির করে;
—আসিল খিলিজি করিয়া যুদ্ধ সাজ।*

মালদেব ভাবে মৃত্যু তাঁহার হ'লে
বনবীর ছেলে বসিবে সিংহাসনে,
পাঠানের সাথে মিলিত হইয়া গিয়া
আসিল করিতে যুদ্ধ রাণার সনে।

ভাগ্য প্রবল জিতিলেন হাম্বির
চিতোর দুর্গে বন্দী বাদশা করি ;
বনবীরও সেই দশায় রহিল
নত লজ্জায় শিরেতে বহিল
প্রজা খুশি সবে মাতি উৎসবে
বিপুল পুলকে উঠিল চিতোর ভরি !

লছমী-মাতার চরণে আসিয়া রাণা
নিবেদিয়া ক'ন কুশল, যুদ্ধ সারি ;
মাতা কহিলেন বাপ্পার পাওয়া তোরে
দেখিবারে সাধ ভবানীর খাঁড়াধারী।"

চিতোর রাণার ভাবনায় ভরে মন
উদ্ধার করি চান আনিবারে খাঁড়া।
কেহ বলে—"আছে পাঠানের হাতে,
বলে কেহ—"তাহা পদ্মিনী সাথে
চিতায় পুড়িয়া গিয়াছে চলিয়া।"
রাজদূত ছোটে,—খুঁজিতে পড়িল সাড়া!

একদিন রাতে ক্লান্ত গভীর ঘুমে
সেজ বিছাইয়া, পাশেতে কমল রাণী
মুক্তা ঝালর চামর দোলায় দাসী—
স্বপনেতে পান খড়্গ, দেবীর বাণী।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

চণ্ড

... ... লক্কা-পায়রা লখারাণা বুড়া
শ্বেত পোষাকেতে সাদা পাগড়ীটি বাঁধি
সিত-চাঁদোয়ার নীচে শ্বেত মর্ম্মর—
দালানে বসিয়া সাথে যত দাসী বাঁদী ;
কৌতুক আর যৌতুক দান করি
শেষ জীবনেরে রাখেন এমনি ভরি
খুশি আমোদেতে ; যুদ্ধে হয়না যেতে—
সুজন রহেন পরিজন লয়ে মেতে।

•

... ... রাণার 'চণ্ড' বড়ছেলে গুণি
দেখে রাজকাজ সকলের ছিল জানা
সুধীর সে অতি, উৎসাহে রয় মেতে
নিকটে যাইতে কাহারো ছিলনা মানা।
লখারাণা তাই খোস মেজাজটি নিয়া
ভাবনা বিহীন ছাদের উপরে গিয়া
তাশপাশা খেলা ল'য়ে থাকি অবিরত
কহেন কাহিনী, গত-গৌরব যত।

... ... সে দিন ছিল যে 'জলসার' দিন
বাদলায় ঢাকা চাঁদনী-রাতের আলো
আবছা আঁধারে, সভাসদ-সনে যত
বসি লখারাণা জমে নাই তত ভালো !
রূপসী নারীর নূপুর বাজার সাথে
রঙিন ওড়না কত দিয়াছিল তাতে।
সেখানে সহসা মাড়োয়াড় দূত আসে
ফোকলা দাঁতেরে মেলি দিয়া রাণা হাসে।

... ... দূত রাখি সেথা নারিকেল যোড়া
রূপার পদকে সাথে তার ল'য়ে ডালি
তাঁহারে জানায় রাজকুমারের তরে
বিবাহের কথা বলিয়া এনেছে খালি।
"মাড়োয়ার মেয়ে ?"—লখারাণা হেসে খুন—
ক'ন—"জানি, জানি, কত তার আছে গুণ ;
বল তবে মোর গেছে কি বয়স এবে
নবীনা প্রবীণে বরণ করি কি নেবে ?"

... ... জিভ কাটি কয়—"সে কথা কি হয়?
মহারাণা যদি এমনি সদয় হ'ন
চণ্ডের তরে এনেছি বিবাহ কথা
খুশি হব, যদি আপনি করিয়া ল'ন।"
চণ্ডেরে ডাকি লখারাণা ক'ন তবে—
"ব্যঙ্গ করিতে গিয়াছি, ধরেছে সবে
বিবাহ করিতে মাড়োয়াড় কুমারীরে
তুমি কর বিয়ে,—কথা মোর লব ফিরে।"

... ... পরিহাস ছ'রে পিতা যবে তারে—
বরণ করেছে—জানিল রাজকুমার,
আপন বণিতা করিতে নারিল আর;
পুত্রের কাছে মানিলেন পিতা হার।
কহিলেন—"যদি বিবাহের ফলে পাই
পুত্র একটি তাহারে বসাতে চাই
মিবারের রাজগদীর উপরে জেনো
রাণা বলি তুমি তাহারে তখন মেনো!"

*　*　*　*

... ... মাড়োয়ার রাজকন্যার সাথে
লক্ষরাণা বুড়া বিবাহ করিয়া পায়
পুত্র মুকুলে ; রাণা তাবে মনে মনে
সুখ ভোগ শেষ, জীবন কাটিয়া যায়।
একলিঙ্গের সামনে শপথ করি
চণ্ডের কাছে মুকুলে দিলেনে ধরি ;
কহিলেন, যেন ভাইটির মত রাখে,
তীর্থে গেলেন উপদেশ দিয়া তাঁকে।

... ... পাঁচবছরের মুকুল শিশুটি
চণ্ডের কাছে রহে সদা ছায়া হেন।
রাজ-কাজ যত চণ্ড দেখেন সব—
মুকুলের রাজ রামরাজ হ'ল যেন ;
রাজপুত্রদের কঠোর শিক্ষা যত—
শিকার, সাঁতার, অস্ত্র চালনা শত
ধূলি মাটি পরে শয়ন ভোজনগুলি
শেখান মুকুলে আয়েষ আরাম ভুলি।

... ... মুকুল-জননী চান যে মুকুলে
আদরে পালিতে রাজার ছেলের মত;
চণ্ডের সাথে বিরোধ বাধাতে যত
থাকেন সদাই—ছিদ্র খুঁজিতে রত।
সুযোগ বুঝিয়া স্বার্থপরের দল
রাণীরে বোঝায় ভরিয়া চাতুরী ছল,—
মুকুলে লইয়া চণ্ড সে যাদু ক'রে
হয় ত এভাবে রাজ তার লবে হ'রে!

... ... চণ্ড আসেন শিকার হইতে
মুকুলেরে লয়ে রুধিরে ভরিয়া দেহ;
বুনোবরাহের পশ্চাতে যেতে যেতে
পথ হারাইয়া সঙ্গে ছিলনা কেহ
ভাইটিরে পিঠে বাঁধি ল'য়ে গাছে চড়ে
চণ্ড সহসা তার সাথে ভূমে পড়ে।
মহারাণী দেখি জ্বলিয়া আগুন হ'ন,
চণ্ডের সাথে কথা আর নাহি ক'ন।

... ... চণ্ড দেবের মুকুল-জননী
চাননা তাঁহারে,—বুঝা এল তাঁর জানি।
মায়াবিনী চায় চিতোরে বসাতে তার
আপনার জন মাড়োয়ার হ'তে আনি।
কহেন মাতারে—"মুকুলেরে লয়ে থাক,
শিশোদীয় কুলে দীপ তার জ্বালি রাখ।
কাজের গোড়ায় পরিণাম বুঝি চলি
করে যেই কাজ, সুধীর তাহারে বলি।"

... ... বিদায় লইয়া মাতার নিকটে
দেশ ছাড়ি যেতে করেন তখন পণ।
প্রজা, সর্দ্দার বাধা দিল কত মতে,
"মুকুল তো শিশু, তুমি যে আপন জন!
মানুষ সে যদি হয় তবে যেয়ো তুমি
রক্ষা পাইবে কেমনে জন্ম ভূমি?"
না শুনিয়া কথা অশ্রু ভরিয়া আঁখি
বিদায় নিলেন, মাথা তাঁর হেঁট রাখি।

... ... চণ্ড অভয় দিয়া বলি যান
মাতারে তখন—"অনুতাপ পাবে যবে—
কার্য্যে, তখুনি' আমারে স্মরণ কোরো
মুকুলের তরে বিপদ কভু না রবে।"
বন্ধু মাণ্ডু রাজা, তাঁর কাছে গিয়া
রহিলেন বীর সেথা আশ্রয় নিয়া।
উদার গভীর আচারে বিচারে ভুলি
মাণ্ডু দিলেন হৃদয় দুয়ার খুলি।

... ... এদিকে মিবারে মাড়োয়াড় হ'তে
পিতা রণমল, ভ্রাতা ও মাতুলে আনি
শিশু মুকুলের ভার দিয়া সব তার
গৌরবে মাতি থাকেন সুখেতে রাণী।
রাজকাজ দেখে মুকুলেরে কোলে রাখি
রণমল খুশি; প্রজা ভাবে নাহি বাকী,
শিশোদীয়রাজ মাড়োয়াড়-পতি লয়
ধন মান যশ লুণ্ঠন সবি হয়।

··· ··· ··· মুকুল কখনো রাজকাজ কালে
খেলায় মাতিয়া রণমল কোল হ'তে
নামিয়া যেতেন দূরেতে চলিয়া যবে
পাতার ভেলায় ভাসাতে নদীর স্রোতে ;
রণমল শিরে রাজছত্রটি শোভে
মাড়োয়ার পতি হৃদয় ভরিত লোভে
শিশুরে হঠায়ে চিরদিন মন চায়
মিবারের রাজছত্র সে যেন পায়।

··· ··· ··· সুদিন রহেনা চিরদিন তরে
গ্রীষ্মে একদা উঠিল ভীষণ আঁধি
গগন ব্যাপিয়া ধূসর ধূলিতে ভরি
কালো পৃথিবীর বাসাটির মত বাঁধি।
ধাত্রি লুকায়ে শোনে রণমল কথা
দেখে মুকুলেরে ল'য়ে যায় যথা তথা ;
কুমারের তরে বিপদের ফাঁদ পাতি
রহে সদা নিজে হাসি তামাসায় মাতি !

... ... ধাত্রী হেরিল কুমারে লইয়া
বাঁধানো বাপীর জলে ছায়া মুখপট
দেখায় তাহার, মনে ভাবে রণমগ
উল্টায়ে তাবে দেবে ফেলি যেন ঘট ;—
মিটিবে তাহার মিবার পাবার ক্ষুধা
লভিবে ভোগের অবিরত রস সুধা।
ধাত্রী তাহারে পদে পদে বাধা দেয়
জোর ক'রে শিশু কোল হ'তে কাড়ি নেয়।

... ... ধাত্রী বুঝায়, মুকুল জননী—
বুঝিতে নারেন পিতা রহে বাম অতি
কন্যার পরে মায়া তার কোথা হায় !—
মুকুলের চায় করিবারে দুর্গতি।
একদিন রাণী ধাত্রীর কাছে শুনি
লুকায়ে দেখেন সত্যই জাল বুনি
রেখেছেন তাঁর পিতা মহাশয় কবে
ভাবেন শিশুর প্রাণ বাঁচাইতে হবে।

দাদুর কোলে মুকুল

পৃঃ ২২৮

... ... ভাবিলেন রাণী উপায় কি করি !
চণ্ডের ভাই রঘুনাথ এক ছিল
কৈশোরে থাকি ধর্ম্মে কর্ম্মে রত,
তাঁহারে নিকটে রাখিবারে মন দিল।
দূত আসি কহে খবর করমে মাতি
রঘুনাথ র'ন পূজা পাঠে দিবারাতি
অনাথ পালন, দান খয়রাৎ করি
রেখেছেন নিজ মনের রাজ্য গড়ি।

... ... রণমল্ল শোনে রঘুনাথ আসে
মেবের নিকটে, চণ্ডের মেজ ভাই ;
মুকুলের তরে কাঁদ যা পেতেছে নিজে
জানে তাহা আগে পূর্ণতা' করা চাই।
সম্মান দান রঘুরে অশেষ করি
বীষ মাখা ছুরি গাঁথি লয়ে তাতে ভরি
শল্মা চুমকি জিরা জহরতে ঢাকি
পাঠালেন সাজ, গজমুক্তি মাখি।

... ... রঘুনাথ ভাবি হল কি আজিকে ?
রাজসম্মান মুকুলের মাত্রামহ—
দেন এত কেন ?—ভাবি ঠেকে লাজ তবু
আনন্দ ভ'রে পরিলেন দুর্ব্বহ।
নিমেষে লুটায়ে পড়িলেন ধরাতলে,
—রাণমল সুখী, প্রজা সজ্জন জলে।
কৈশোরে তাঁরে পূজে ভক্তেরা সবে
মূর্ত্তি গড়িয়া, শুনিল মৃত্যু যবে।

... ... বিপদের পর বিপদ ঘনায়
মুকুল জননী নিরুপায় হ'য়ে ভাবে
প্রশান্ত হৃদি পুত্রের হিতকারী—
চণ্ড সুধীরে কেমনে ফিরায়ে পাবে ?
মনে আসে যত বিদায় কালের কথা
অশ্রুতে ভরা চাহনি বেদন-ব্যথা !
মাতু রাজেরে পাঠালেন দূত তাঁর
পত্র লিখিয়া সাথে অভিজ্ঞান হার।

... ... চণ্ড আছেন মাণ্ডুতে ত্যাগী
মুকুল ভায়েরে ছাড়ি দিয়া রাজগদি
নির্ব্বাসনেতে ; চিতোর পক্ষের তরে
প্রাণ তাঁর কাঁদে, ভাবিছেন নিরবধি।
চিতোর হইতে দুইশত ভীল বীর
তাঁরি সাথে ছিল, মনে করেছেন স্থির
সুদিনে আবার তাদেরে লইয়া দলে
মাড়োয়ার রাজে হটাবেন বাহু বলে।

... ... হেনকালে সেথা মহারাণী দূত
মিবার হইতে পৌঁছিল তাঁর কাছে।
খুশি হ'য়ে কন—"যাও কথা মোর নিয়া
গোপনে যা কহি পালন করিতে আছে।
ফল হাতে হাতে মুকুল জননী পাবে ;
মুকুলেরে লয়ে গ্রামে গ্রামে সদা যাবে
ভ্রমণে রবে, দেবীর আদেশ লভি
দান দিতে হবে, না উঠিতে ভোর রবি।

... ... এই ভাবে প্রতি প্রাণ হ'তে প্রাণে
দূর হ'তে দূরে গো-সুন্দ নগর তীরে
নিয়ে যাবে বাতি প্রভাত হবার আগে
সাতকোশ পথ পান্থী রবেনা ফিরে।
এই কথা মোর রাখিবে স্মরণ করি
সাতদিন তরে সকলে ধৈর্য্য ধরি,
সফল হইবে উবর দেবীর বরে
যাও ফিরে এই সংবাদ লয়ে ঘরে।”

... ... দেয়ালির সাঁঝে প্রদীপের আলো
উজলি রয়েছে মেলা উৎসব বনে
অর্বকুরের ধূলায় রঙিন রহি!
গো-সুন্দ হ'তে মুকুল হতাশ মনে
ভোরের বেলায় দান খয়রাৎ শেষে
চণ্ডের তরে গোপনে সেথায় এসে
পান নাই দেখা, চলেন চিতোরে ফিরি
বাহিরে দীপালি—মনেতে আঁধার ঘিরি!

... ... বেরিয়েছেন পথে বেপারীর বেশে
ভেড়ে, খরে চলে খোরাসান, পরে ঘুড়ি
রঙিন পাগড়ী, ওড়না, ঘাগরী আদি
সন্ধ্যা গোধূলি লগনে গোড়ায় চড়ি।
চিতোর গড়ের কাছে আসি পিছু হ'তে
অশ্বে আরোহি তুফানের বেগ স্রোতে
দেখেন সিপাই একদল আসি পড়ে
বুঝেন মুকুল,—চণ্ড ইসারা করে।

... ... মুকুলের সাথে চণ্ড সদলে
পৌঁছেন আসি চিতোর দুর্গ দ্বারে;
সুধায় তাদের দ্বারী-ছিল যত সেপা
মুকুলের সাথে কেমনে আসিতে পারে?
তারা কয়—“মোরা চিতোর অধীনে থাকি
গ্রাম সর্দার রাণারে হেথায় রাখি
ফিরিব আবার গো-কুল নগরে এবে
কহে—“এর বেশী পরিচয় কিবা দেবে?

……… বিলম্ব আর না করিয়া তায়
চণ্ড অসির আঘাত দ্বারীরে হানে
অসুরের বলে; ছিল যত সাথী তাঁর
আসিয়া তাহারা পরাস্ত করে বাণে।
যোগ দিল আসি রাজপুত ছিল যত
মাড়োয়ার রাজে শিক্ষা দিবারে রত
একত্রে চলিল রণমল যেথা রয়
মারিতে তাঁহারে— মুখে বলি "রাণা জয়।"

……… রণমল রহে অন্দরে হ'য়ে
প্রেয়সী কোমল-কণ্ঠ-লগন-হার;
খবর না পায় চিতোর তাহার যায়
কপালে আগুন-লেগেছে তখন তার।
অহিফেন আর সুরার নেশায় ভরি
প্রদীপ জ্বালায়ে দুয়ার বন্ধ করি
ঘুমেছে মগন, সুখের স্বপনে ঘরে
তাঁর বুকে, তাঁর সেথায় আসিয়া পড়ে।

* * * *

… … … চিতোর গড়েতে শত্রু শূন্য
কামজ শেষ; বিতাড়িত যোধরাও,
মুকুলের মামা, গলায় নিজের দেশে
গেল মুন্দরে, রাখিতে পারে না তাও।
চণ্ড তাঁহার কণ্ঠ, মুক্ত ছুটি
ছেলেরে দিলেন মাড়োয়ার দেশ লুটি।
গ্রামে গ্রামে ফিরি যোধরাও মামা পড়ে
অরণ্য ভূমি এসে বন প্রান্তর।

… … … বহু দূর হ'তে ঝিকিমিকি দীপ
আঁধার রজনী পর্ণকুটিরে আলো
জলে দেখে দূরে,—নিবিড় বনের ছায়া
তারার কিরণে দেখা নাহি যায় ভালো।
হরশঙ্কর সাধু এক সেথা ছিল
ডাকিয়া সাদরে কুটিরে সবারে নিল
অনুচর ল'য়ে রজনী যাপন তরে,
যোধরাও সেথা রহিলেন তার ঘরে।

… … … হরশঙ্কর অতিথিরে দেখি
শ্রান্ত ক্লান্ত বিমলিন ক্ষুধা ভ'রে
ঘরে নাই কিছু,—গভীর রজনী ঘোর
ভোজন যোগ্য অতিথি সেবার তরে ;
শেষে মুঁজবাস গোধুমের সাথে পিষি
রাঁধি খাওয়ালেন, চিনি তাতে দিয়া মিশি।
প্রভাতে জাগিয়া দেখি ভাবে প্রতিজনে
শ্মশ্রু তাদের লাল হ'ল কি কারণে ?

… … … হরশঙ্কর কহেন সবারে,
"প্রভাতের নব কিরণের অনুরাগে
রঞ্জিত হ'ল নবীন প্রতিভা আজি
তারি কথা এই বর্ণের মাঝে জাগে।
জয় গৌরবে মুন্দরে যাবে ফিরি
যশলক্ষ্মীর বাহন রহিবে থিরি।"
হরশঙ্কর যোদ্ধাও লয়ে সাথে—
বাহির হলেন "মিবো" প্রদেশেতে প্রাতে।

... ... সিরোহীরাজ শুভ্র হর্ষভরে
দেখিয়া দিলেন সবারে সেথায় ঠাঁই।
অশ্বশালায় সাজা বাছা ঘোড়া শত
যোধরাওএ দিয়া পাঠালেন "শুকতাই।"
সর্দার সেথা পবন-বেগবী তাঁর
"আতার-কুম"—বেগগামী বাঁকা ঘাড়
কালো ঘোড়া এক দিল তাঁরে উপহার
সমরে চতুর সৈনিক শত আর।

... ... সহসা বাজিল রণ-ভেরী বেগে
ভোরের সানাই ছাপিয়া অন্তঃপুরে
কণ্ঠ, মুক্ত, সুন্দর মাড়োয়ারে
শত্রু সৈন্য হেরিল আসিছে দূরে।
শিশোদীয় বীর সাজিল সবাই রণে
বাধিল যুদ্ধ মাড়োয়াড়দের সনে।
গতিরোধ তার পারেনা করিতে তারা
কুম্ভ যুদ্ধে হইল প্রাণ হারা।

… … … কণ্ঠের তরে মুণ্ড ফিরিয়া গিয়া
দাঁড়াইতে যান, শত্রুর অসি আসি
পড়িল অগ্রে তাহার মাথার পরে
যোধরাও দল জয় করে সব নাশি।
রণমল্ল দেখিল ভাবিয়া শেষে
পুত্র ছুটিয়ে চণ্ড হারায়ে এসে
পড়িলে রুষিয়া প্রতিশোধ নিতে তার
তখন তাহারা পাইবেনা কভু পার।

… … … যোধরাও তবে রণমল্লরে
বিনয় .বচনে পাঠালেন দূত করি
চণ্ডের সাথে সন্ধি করিতে হ'বে
পুরাতন কথা স্মরিয়া দুঃখে ভরি।
চণ্ড তখন মুকুলের তরে যবে
মাড়োয়াড়ে রাখি গেলেন ছাড়িয়া সবে
যোধরাও মামা, ভাগিনা মুকুল লয়ে
মিবারে ছিলেন, মনে পড়ে র'য়ে র'য়ে।

... ... উদার চণ্ড যোধরাওএ দেন
সন্ধি পত্রে চুক্তি এমন করি
মুণ্ড, কণ্ঠ দুটি তাই যেথা পড়ে
রাজ্যের সীমা তাহারে লইয়া ধরি।
ভাগ্যদেবীর চঞ্চল মতি তাই—
আজ রাজভোগ কাল রাজগদি নাই।
মুন্দর রাজ যোধরাও ফিরে পায়
তার কথা যত রাজপুত ভাট গায়।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

মুকুল

... ... মুকুল রাণার ছিল দুটি কাকা
ছুতোরের মেয়ে তাদের ছিলেন মাতা
রাজভোগে বাড়ে ;—তাদের লইয়া থাকা
রাণার তো কাজ হইয়া অন্ন দাতা ?
রাজার আদরে 'চাচা' ও 'মৈর' সেথা
রংতামাসায় আফিং সেবনে রত ;
দুষ্ট বুদ্ধি সংস্কারহীন যারা
তারাও জুটিল তাদের নিকটে যত।

ইচ্ছা চাচার, মুকুলে হঠায়ে হবে
রাজগদী তাঁর, হিংসায় জরি রয় :
মুকুল জানিয়া তাদের চক্র সবি
উপায় ভাবেন দূরে করিবারে ভয়।

... ... পাহাড়ি তাঁদেরা রাণার সহিত
মাঝে মাঝে লড়ে—উৎপাৎ নানা আনে
মুকুল ভাবেন চাচা ও মৈরে ল'য়ে
লাগাতে পারেন ভাল কোন কাজ পানে
দুই চিন্তা দূর হবে তাহাদের
শান্তি আরাম পাইবে কাজেতে থাকি।
তাই ভাবি শেষে সাতশ' সৈন্য দিয়া
পাঠান করেন সর্দার করি রাখি।

তাতেও তাদের অভিমান নাহি যায়
চায় হইবারে মুকুলের মত রাণা।
বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবে বলি
মুকুলে মারিতে ছল খোঁজে যত নানা।

… … … সন্ধ্যা রবির রক্ত রঙিন
আকাশের আলো মেঘের শোভার কোলে
মসী ঢালি তরু পল্লব পরে আরো
বন-সীমান্ত আঁধার ভরিয়া তোলে।
মাদেরিয়া গ্রাম শেষ প্রান্তর ছাড়ি
নিভৃত কুঞ্জে সৈন্যের দল লয়ে
শিবিরে মুকুল, চাচা ও মৈর সাথে;
ফুলের গন্ধ সুবাস আসিল ব'য়ে।

রাণা ক'ন—"বল, কোন্ গাছ হ'তে
আসিল এমন সুরভি সন্ধ্যা বায়ে?
পারিষদ কয়—"চাচা ও মৈর জানে,"
কথাটা তাদের বাজিল তীব্র গায়ে।

… … … ভাবিল দাসীর পুত্র সে বলি
বিক্রমে তারে ভুলায় পাছের নাম।
মনে মনে ভাবে মুকুলে তাহারা তবে
প্রতিশোধ নিয়া করিবে কি পরিণাম!
সুযোগ খুঁজিয়া পায়না কভুও তারা
বনে বনে ভীল ভ্রমন করিয়া ফিরি,
দেখে মুকুলের পারিষদ ছিল যত
রক্ষার তরে রয়েছে তাহারে ঘিরি।

সেদিন সন্ধ্যা আহ্নিক তরে রাণা
নিরালায় বসি শিবির হইতে দূরে
পাহাড়ি নদীর করুণা উপলে ভরা
শেষ রবি রাঙি জাগাল পূরবী সুরে!

… … … চুপি চুপি সেথা দুষ্ট বুদ্ধি
কাপুরুষ চাচা মৈরে লইয়া সাথে
বনজঙ্গল দিয়া ঘুরি ফিরি চলে গিয়া
রাণা যেথা গেছে ল'য়ে বল্লম হাতে।
দেখিল পড়েছে মুকুলের মুখ-ছবি
ঝরণার জলে, রবির রঙেতে রাঙা!
ভয়ে বিস্ময়ে কাঁপে বুক দুজনার
ছুঁড়িতে অস্ত্র, মনে হয় হাত ভাঙা!—

নারিল নাড়িতে বল্লম উঁচা করি।
পিঠে বাঁধা ছিল মদের পাত্র তার
চাচা করি পান বল্লম রাখি ভুঁয়ে
পিছু হ'তে মারে ধরি লয়ে তলোয়ার।
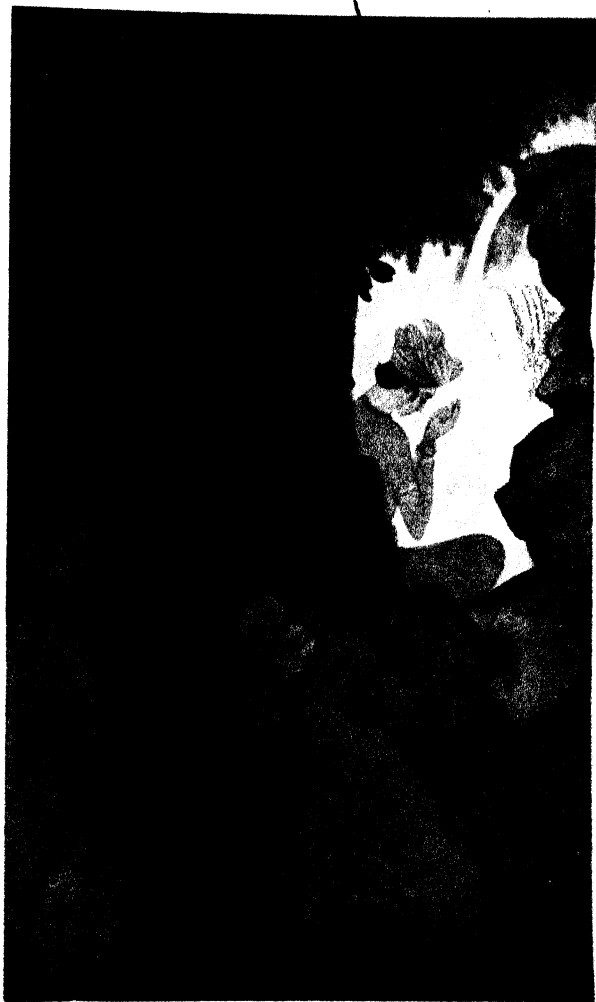
… … … হেনকালে তবে খুঁজিতে আসিয়া
পারিষদ এক রাজপুতবীর মাঝে
দূর হ'তে হেরি কাণ্ড তাদের সব
জানাল' শিবিরে ;—রাজপুত জ্বলে রাজে !
চাচা মৈরের রাণা-হত্যার কথা
চিতোরে জানায় দ্রুতগতি তারা গিয়া।
বালক কুম্ভ রণসাজে সাজি রহে
চিতোরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া।

অবশেষে তবে, চাচা ও মৈর ফিরি
মাদেরিয়া ভীল সাথে দুর্গেতে সেথা,—
রহিল লুকায়ে ;—কুম্ভে ঠেকাতে নারে !
—ভীল সর্দার সবার হইল নেতা।

... ... প্রাণ ভয়ে তারা মাঁদেরিয়া ছাড়ি
রাজকোটগিরি শৈলের সানুদেশে
মজবুত করি দুর্গ গড়িয়া তাতে
দলবল ল'য়ে রহিল সেথায় এসে।
অবিবেকী জন অসৎ কাজের লাগি
জাগ্রত সদা, বিপদ ডাকিয়া আনে,
নিজের কাজের ফল পায় হাতে হাতে
জেনেও তাহারা পরিণাম নাহি জানে।

চৌহান কুলে 'সুজা' নামে একজন
জীবন কাটান মহাজনী কাজ করি
শকটে চড়িয়া দিবা দিগন্তরে যান
ধূসর-তপ্ত বালু আছে পথ ভরি।
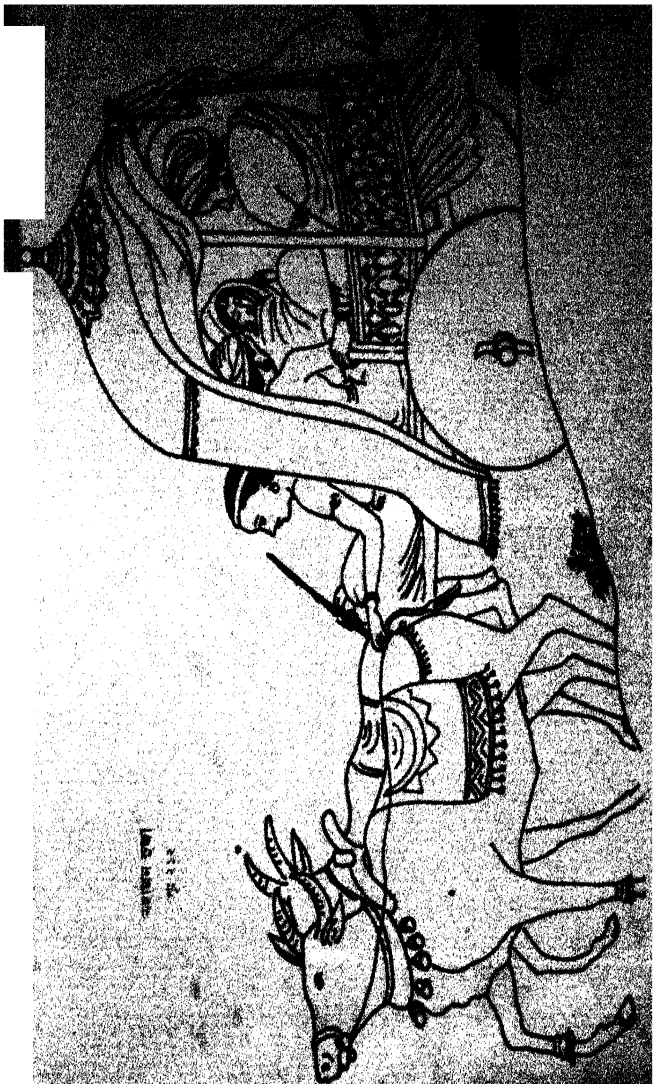
... ... মহাজন মুজা ছেলে মেয়ে ল'য়ে
জিনিষ পত্র হাটে বেচা কেনা সারি
ফিরিছেন তিনি মাদেরিয়া গ্রামে এসে
বহু মাঠ ঘাট দিতে হ'বে তাঁর পাড়ি।
সহসা সেথায় লোকজন সাথে ল'য়ে
অশ্বে আরোহি চাচা ও সৈন্য আসে
ডাকাতি করিয়া মেয়ে একটিরে হরে
গৌরব ভরে বেগে মহা উল্লাসে!

মুজা, বাঁকামুখ ক্রম, খগনাসা দেখি
কোঠরে বসানো চাচার দৃষ্টি খানি
চাতুরীতে ভরা, প্রমাদ গণিয়া শেষে
প্রতিশোধ নিতে পরিচয় নিল জানি।

… … … রাতকোট গিরি দুর্গ যাহারা
গড়েছিল সেই কর্ম্মকারের দলে
হাটের দিনেতে সহসা দেখিয়া সুজা,
সুধান সকল তাদের কথার ছলে।
বলিল তাহারা সুজারে সঠিক করি
পথ ঘাট তার চাচা মৈরের যত—
রাতকোটে ছিল লুকানো অলি ও গলি,
গুপ্ত খবর আরো ছিল যাহা যত।

সুজা শুনি যান চিতোর গড়ের পথে
রাণা কুম্ভেরে জানাইতে সব কথা ;
পথের মাঝারে চিতোর, রাঠোর-রাজে
পাইয়া, জানাতে না করেন অন্যথা।

… … … চিতোরের রাণা, রাঠোরের রাজা
চাচা মৈরেরে দমন করিতে চলে।
সুজা খান আগে পথ দেখাইয়া সবে
ভাট, মৃদঙ্গ নিয়ে চলে দলবলে।
সৈন্যেরা উঠি রাজকোট গিরিপথে
পৌঁছিল গিয়া সেথায় সবার সাথে
তারার আলোয় কোনো মতে পথ বাহি
দুর্গ সমীপে গভীর আঁধার রাতে।

মাথার উপরে গগন ছুঁইয়া আছে
রাজকোট গিরি পথ সে জটিল বড়
রাণা পৌঁছান রাঠোরের দল ল'য়ে
চুপি চুপি চলি সবারে করিয়া জড়।

… … … চিন্তিত রাণা, আঁকা বাঁকা পথ,
পাহাড়ের গায়ে সুজা যায় আগে আগে,
ভাবেন তখন নীরবে উঠিয়া চলি
সারিবেন কাজ, চাচারা যেন না জাগে।
ভাট যায় লয়ে মৃদঙ্গ পিঠে বাঁধি
দুর্গম পথে আঁধারে গিরির গায়ে
সহসা পাথর খসিয়া সরবে ভাট
মৃদঙ্গ লয়ে প'ড়ে নীচে ছিট্‌কায়ে।

শব্দ শুনিয়া সুজার মেয়েটি জাগে
সভয়ে সুধায়—"যুদ্ধের রব একি?"
চাচা কহে—"নহে, বর্ষা-বাদল রাতি
মেঘ ডাকে শুধু,—ঘুমাও, কি হবে দেখি?"

... ... ধীরে ধীরে পার হইয়া আঁধার
কান্তি বিহীন শশিকলা আসি মেঘে
দেখা দেয় কভু, কভু বা লুকায়ে হাসে
লুকাচুরি খেলা গগনে রয়েছে লেগে!
উচ্চ দুর্গে উপজিল সবে আসি
রাণা, রাঠোরের যোদ্ধার দল যবে
দ্বারপালদের সুপ্ত পাইয়া তারা
খড়্গ আঘাতে আহত করিল সবে।

চাচা ছিল মেঘডাকার শব্দ শুনে
শয়নঘরেতে আরামে নিদ্রা দিয়া
ক্রুদ্ধ সেনারা উপনীত হ'ল সেথা
তীক্ষ্ণ সায়ক বুকে পৌঁছিল গিয়া।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

কুম্ভ

... ... মাড়োয়াড় রাজ সখ্য লভিয়া
কুম্ভ করেন সকল শত্রু জয় ;—
'মাচিন' 'পানোর' দুর্গ অনেক গড়ি
ঘোচান দেশের ভীল, মৈরীর ভয়।
মালব তখন খিলিজি বংশ বীর
মহম্মদশার করতলগত রহি
শান্তি ঘোচাল' মিবার পতির তরে
যুদ্ধ বিবাদ দুর্ভোগ আনি বহি।

কিছুতেই কভু মানেনা সন্ধি করা
লুণ্ঠন করি যায় সব সেথা নাশি,
কুম্ভ তখন বিপুল বাহিনী নিয়া
পড়িলেন গিয়া মালব দেশেতে আসি।

… … … প্রান্তর তলে বাহুর বলেতে
কুম্ভ বিজয়-পতাকা উড়ায়ে ল'য়ে
বন্দী করিয়া মহম্মদশারে আনি
ধন-দৌলৎ তাহার সহিত ব'য়ে
রতন, মাণিক, কিরীট, মুকুট যত
ছয় মাস কাল কারাগারে ফেলি রাখে।
অবশেষে তিনি করুণায় ভরি মন
ভেট দিয়া নানা মুক্তি দিলেন তাঁকে।

মহম্মদশার রোজনামচায় আজো
লেখা আছে রাণা কুম্ভের গুণপনা।
মালবেশ্বর বাঁচিলেন যতদিন
কুম্ভের সাথে যুদ্ধ সে করিল না।

... ... মালব বিজয় করিয়া কুম্ভ
বিরাট উচ্চ একটি "কুম্ভ-শ্যাম"
কীর্ত্তিস্তম্ভ পাথরের গড়ি লিখি
রাখিলেন তাতে মালব-বিজয়ী নাম।
মানুষের যত মানসিক আছে ভাব
ভালয় মন্দে দেখা দেয় পাশাপাশি,
কুম্ভের মনে এ'ল শেষে হেন ভ্রম
দ্বন্দ্ব-বিবাদে শান্তিরে দিল নাশি।

ঝালোয়ার মেয়ে রাঠোরের রাণা সাথে
বিবাহ হইবে, শুনিয়া কুম্ভ লোভে
আনিলেন হরি, লুকায়ে শঠতা করি,
—উপায় বিহীন রাঠোর মরেন ক্ষোভে!

··· ··· ··· কুম্ভমেরুর দুর্গের বাতি
জলে প্রতিদিন রাঠোরের রাণা ভাবে
বন্দী হইয়া জানায় তাঁহারে প্রিয়া
সঙ্কেত দিয়া ;—কেমনে নিকটে যাবে ?
দুর্গ প্রান্তে নিবিড় বনেতে পশি
রজনীর যোগে যান দেখিবারে তাঁরে।
গগন ভেদিয়া উঠেছে প্রাচীর তার
প্রদীপ সেথায় জলে জানালার ধারে।

মরণ বাঁচন ভয় সব ছাড়ি দিয়া
দেখিলেন গিয়া শূন্য খাঁচাটি পড়ি
রাণা কোথা গেছে পাখিরে তাঁহার নিয়া
সকল শান্তি লইয়া তখন করি। •

*　　*　　*　　*

… … … রাঠোরে এদিকে ছিলেন রাজন
রতন সিংহ,—তাঁহার ঘরেতে বাড়ে
তিলে তিলে মীরা, কুমারী রতন-মণি
কৃষ্ণের নাম শোনাইলে বারে বারে
নিদ্রা সে যায়; পুতুল খেলায় তার
কৃষ্ণ রাধার বিয়া দিয়া গাহে গান!
বাঁশরীর মত মধুর কণ্ঠে ভরি
জুড়ায় শ্যামের নামেতে সবার প্রাণ!

প্রতি বসন্তে কচি কিশলয়গুলি
নিভৃতে যেমন পূর্ণ বিকাশে ভ'রে
মীরাও তেমনি রূপ যৌবনে সাজি
গোলাপী হইতে রক্তিম রাগ ধরে।

কৃষ্ণ] রাণী চন্দ [পৃঃ ২২৫

… … … বিবাহের কথা উঠলেই সদা
মাতারে শোনায় বিনয় বচন ক'রে
রাখিবে জীবন সকল-পবিত্র-পতি
প্রভু যে শরীর দিয়াছে, তাঁহারি তরে!
বিবাহ করিতে চিতোর গড়ের রাণা
পাঠালেন দূত,—রাঠোর দিলেন বিয়া,
মীরা চলিলেন পতির আলয়ে তবে
সাধের ঠাকুর রণ্‌-ছোড়ে বুকে নিয়া।

মন্দির গড়ি চাঁপা বকুলের মূলে
তুলসী গাছের ঝোপ-ঝাড় দিয়া রাখে,
ভজন পূজনে সহচরী ল'য়ে সেথা
ধূলায় বসিয়া চন্দন টিকা মাখে!

… … … দেখিয়া কুম্ভ ক্রোধে জ্বলি ওঠে
রাণীর যোগ্য করেনাক' কাজ যত।
মীরা বুঝাইয়া কহেন রাণারে তবে
কাজ যাহা আছে ঠাকুরের তরে শত
পণ সে করেছে জীবন কাটাবে তাতে।
মন্দিরে বসি ভজন-গানেরে বাঁধি
শুনায় সবারে, কাতারে কাতারে লোক
মুগ্ধ হৃদয়ে ফিরে যায় কাঁদি কাঁদি!

গন্ধ সুবাস ছড়ায় পূজার ধূপে
সদাই লোকের মুখেতে মীরার নাম
দেশে দেশে রটে, নগরে নগরে যবে
হল না কিন্তু ভাল তার পরিণাম!

…… …… …… মোগল-বাদশা তানসেনে ডাকি
যুক্তি করেন দেখিতে চিতোর-রাণী,
মন্দিরে তাঁর যেতে অধিকার নাহি
তবু মনে সাধ সকল কথাই জানি।
তানসেন তাঁরে লইয়া সঙ্গে করি
সাধুর বেশেতে গেলেন চিতোর গড়ে
মীরার ভজন বাদশা শুনিয়া কাঁদি
ভাবেতে অধীর চরণে তাঁহার পড়ে!

ভিক্ষা-ঝুলির মাঝ হ'তে যেন তাঁকে
বাহির করিয়া মাণিকের মালা খানি,
অবিচল মীরা লইয়া পরান সেটি
ঠাকুরের গলে, দেবতা কৃপার দানি।

… … … শুনিয়া সকল রাণা রোষানল
বাড়িতে লাগিল, মীরার নামেতে জ্বলি
পাঠালেন লিখি পেটিকা ক্ষুদ্র এক
"পর গলে হার,—উপহার" এই বলি।
খুলিতেই সাপ দংশিল যেই তাঁরে
কণ্ঠে মীরার কালকূট বিষ ভ'রে
"নীলকণ্ঠ যে, তোমারি ইচ্ছা তাই
নিলাম গলায়" বলিয়া লইয়া পরে—

ফুলের মালায় পরিণত হ'ল সেটি
প্রাণ-সংশয় হ'লনা সাপের বিষে;
ভাবিলেন রাণা শুনিয়া সকল তিনি
মীরার পরাণ বধিবেন তবে কিসে?

… … … সোনার পেয়ালা ভরিয়া পাঠান
বিষ দিয়া পুন, অমৃত বলিয়া পান
করিলেন মীরা; গেলেন বাঁচিয়া বরে
আরো তাতে রাণা দেখিয়া রাগিয়া যান।
ডাকিয়া মীরারে কহেন—"তোমার বাধা
রাণীর কার্য্য, করিছনা কভু তুমি
এখনি চলিয়া যাও হেথা হ'তে মীরা
রাঠোরে যেথায় তোমার জন্ম-ভূমি!"

"তাই হোক!"—বলি মন্দির হ'তে ল'য়ে
দেবতারে তাঁর মাথার উপরে ধরি
যমুনায় যান জুড়াইতে চান প্রাণ
বক্ষে তাহার শান্তি পাইয়া মরি!

··· ··· ··· যমুনার বাঁশী, শুনিলেন বাণী
"মরিবার তরে প্রাণ তব নহে জেনো,
গানেতে তোমার জীব পাবে প্রাণ সবে
ভ্রান্তি ঘুচিবে, এই কথা মোর মেনো।"
দেশে দেশে গাহি রচি গীতিগান মীরা
দ্বারকায় এক মন্দিরে বসি পূজে;
রাণা কুম্ভের চর পিছু পিছু আসি
তলোয়ার দিয়া মারিল সুযোগ বুঝে।

সহসা দেখিল আগুনেতে ভরি উঠি
উজলি মীরা ঠাকুরের বসি কোলে
হাসিছে শান্ত; দেখিয়া ভয়েতে তারা
প্রণাম করিয়া পলাইয়া গেল চোলে।

…… …… বৃন্দাবনেতে মীরা থাকে যেতে

হরির চরণে প্রীতি-কুসুমের-মালা

পরায় সেথায়, হাসি মুখে সদা গায়

ভক্তিতে রচি সুরের অতি আলা।

রাণা কুম্ভের গোচর হইল যবে

ছদ্ম বেশেতে যান তিনি মীরা কাছে ;

মীরার নিকটে ভিক্ষা চাহেন আসি

মীরা কহে—"প্রভু, আমার কি দিতে আছে ?

কুম্ভ ছদ্ম বেশ ফেলি দিয়া দূরে

কহেন,—"চাহি যে ক্ষমা আজি মীরা তরে।"

মীরা কহে তাঁরে,—"দেবতার সাথে সদা

মোর কাছে পতি তুমিও দেবতা রবে !"

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

… … …কুম্ভ মেরুর দুর্গের দীপ
জ্বলে অতি ক্ষীণ, রাণী-মীরা গাহে গান
কুম্ভ-পীড়িত বসিয়া নিকটে তাঁর ;
না-জানি কখন হইবে বাহির প্রাণ !
গণক গণনা করি গেছে গ্রহ দশা
ভাল নয় বলি'—চারণ রটায়ে ফেরে।
মীরার সেবায় রণছোড়-দেব কৃপা
করিলেন তাঁয়ে,—উঠিলেন রাণা সেরে !

রায়মল আর উদা দুই ছেলে তাঁর
মনে মনে ভাবে বুড়া রাণা যাবে কবে
লইবে তাহারা চিতোরের সব ভার
যেমন ইচ্ছা মনের সুখেতে রবে।

... ... কুল-কুল শক্তি পরাজিত হ'লে
কুম্ভরাণার খেয়াল কি এক হয়
উপবেশনের আগে রাজাসনে থেকে
তিনবার অসি দিয়ে ঘোরাইয়া লয়।
রায়মল, উদা দুইটি ছেলের মাঝে
বড়টি শান্ত, ছোটটি দুষ্ট মতি,
অসহ্য হ'য়ে উদারে পাঠান দূরে
পিতার নিকটে পে'ল এই দুর্মতি।

অসি ঘোরাইতে দেখি রায়মল যবে
পিতারে শুধায়,—"অর্থ তাহার কিবা?"
"ঈডর রাজ্যে, প্রবাসেতে"—কহে রাণা
"যাও দেখা হ'তে, শেষ না হইতে দিবা।"

· · · · · · · · একদা শীতের প্রচণ্ড কোপ
কুম্ভরাণার প্রাচীন শরীরে জরা
শুইয়া আছেন ; নিস্তেজ বীর-দেহ,
মুখে লাবণ্য গত-গৌরবে ভরা ;
রামায়ণ পাঠ করিছে চারণ বসি
চিকের আড়ালে, পাথরের জালি কাটা,
রাণার মুখেতে মলিন আভায় ভাসে
জরীর তৈরী মাথায় শিরোপা আঁটা।

পাষণ্ড উদা উদয় হইল সেথা
সহসা মারিল ছুরির আঘাত বুকে,
জীবন রাণার শেষ হ'ল তার হাতে
মরিতে দিল না সহজে এমনি সুখে।

… … … দাদা রায়মল নাই দেখা তাই
উদা পারিলেন সহজে জিনিয়া নিতে
চিতোর রাজা,—লক্ষ্মী ছুটিয়া গেল
আজমীর-রাজ গেলেন ভুলিয়া দিতে
প্রবল প্রতাপ যোধপুর রাণা করে।
দিল্লীশ্বরে আপন করিতে চান
যান তাঁর কাছে—দিবেন মেয়ের বিয়া
ফিরিবার পথে হাতে হাতে ফল পান!

শ্রাবণের ধারা দুর্য্যোগ দুর্দ্দিনে
অশনি আঘাতে পড়িলে অশ্ব হ'তে,—
ইন্দ্র দেবতা নিলেন তাহারে তুলি!
—“নরঘাতী” মরে আপন পাপের স্রোতে!

……… সুলতান শেষে উদার পুত্র
শেষমল আর সুরযমলের সাথে
বিবাহ করিতে চিতোরেতে যান তবে
সৈন্য লইয়া, একদিন শুভ প্রাতে।
চিতোরে এদিকে উদা ফিরিলেন দেখি
সর্দার যত ইদর রাজ্য থেকে
রায়মলে আনি বসাল' চিতোরে তারা ;
শুনিলেন রাণা, বাদশারে নেছে ডেকে।

'নরঘাতী' ভাই মেয়ের বিবাহ দিতে
ডেকেছে বলিয়া নাথ-দ্বারে সুলতান
আসিয়া গিয়াছে গোতা যাত্রায় সাজি ;—
ভাবিলেন নেব' শিবিরে তাঁহার প্রাণ !

... ... চিতোর হইতে শত বীর লয়ে
রায়মল যান শাসন করিতে তাঁরে।
সর্দার হ'তে সামন্ত-সেনা যত—
যোগ দেয় আসি,—তাঁর সাথে কেবা পারে?
সুলতান, সাজি বিবাহ বাসরে নানা
জরিজড়োয়ায়, আমোদে সুখের মাঝে,
যুদ্ধে হারিয়া হতাশ হইয়া শেষে
ফিরে যান পুন—মাথা করি হেঁট লাজে!

সোমমল আর সুরয দুইটি ভাই
ক্ষমা চাহি লয়ে রহিল রাণার পাশে!
রায়মল-সুত অজ, পৃথ্বী, জয়,
সঙ্গে তাদের কাটায় পাশা ও তাসে। *

... . শেষমল আর সুরয মলেরা
মালব-বাদশা গিয়াসুদ্দিন সাথে
লড়িয়া দেখাল বীর্য্য তাদের কত ;
রায়মল রাণা খুশি হইলেন তাতে।
মালব হটিল, দিল্লীবাদশা হীন
শক্তি হারায়ে ক্ষান্ত দিলেন রণে।
লোদীরাজ কভু যুদ্ধ-বহ্নি জ্বালে
বিপদ তাহাতে চিতোর কভু না গণে।

এই ভাবে কাল সুখেতে রাণার কাটে
পূজা পার্ব্বণ, হোলি, উৎসব, মেলা
গানে গানে সবে আনন্দে মাতি রহি
রাজপুত্র করে শিকার লইয়া খেলা।

*　　*　　*　　*

… … … ভাগ্যদেবীর পরিহাস লভি
রাজ্য-লোভের কলুষ মাখিয়া যবে
ভাই ভায়ে মারে, জানেনা যে চিরতরে
সূর্য্যবংশ অন্তে ডুবিয়া রবে!
সঙ্গ, পৃথ্বী, জয়মল সহোদর
একদা বসিয়া সুরজমলের সাথে
"রাণা কে হইবে?"—এই কথা তারা কয়
খেলার-ছলেতে চাঁদিনীর রাতে রাতে।

বড় ভাই বলে—"নাহরেক বনতলে
চারিণীদেবীর যোগিনীরে পুছি গিয়া
রাণা কে হইবে—কহিবেন পূজারিণী
প্রণমি সকলে চরণের ধূলি নিয়া।

… … … ব্যাস মেরুতল—"নাহারা-মুগারা।"
চারিণী দেবীর মন্দির 'পরে বাজে—
সন্ধ্যা আরতি—পূজারিণী পূজে বসি,
রাণার ছেলেরা এসেছে জানিল না যে।
'পৃথ্বী ও জয় 'খাটিয়া' লইয়া টানি
বসিল ঘরেতে ; সঙ্গ, সুরয আসি
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাতা ছিল সেই খানে
লইল আসন আনন্দ পরকাশি।

যোগিনী আসিলে প্রণাম করিয়া বলে
"চিতোরেশ্বরী রাণা করিবেন কারে ?"
সঙ্গেরে তিনি সঙ্কেত করি তবে
কহেন,—"সুরয ভাগ কিছু পেতে পারে।"

... ... রুক্ষ মেজাজ পৃথ্বীরাজের
অস্রবারি দিয়া বড় ভাইটিরে মারে—
সুরয বাঁচায় জীবন তাহার সেথা
মন্দিরে ভরি বহাল' রুধির ধারে।
সঙ্গ তাদের সঙ্গ ছাড়িয়া দূরে
চতুর্ভুজার মন্দির পথে গিয়া
শিবাণী দেশ অন্তে গেলেন চলি
কোনোমতে ক্ষত শরীরটি বহি নিয়া!

ধনী রাজপুত 'বীদা'-সর্দার দ্বারে
আছে দাঁড়াইয়া প্রয়াসে যাবার তরে
সঙ্গ সেথায় দ্রুতগতি যেতে যেতে
নিকটে তাহার নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে!•

... ... বাঁদা দেখে তারি পিছু পিছু আসে
ক্রোধেতে জলিয়া জয়মল অসি লয়ে।
রাজপুতবীর আততায়ীদের সদা
রক্ষা করেন সকল দুঃখ স'য়ে।
তখনি তীব্র তরবারি ল'য়ে যুঝি
বাঁদা দিল প্রাণ, সঙ্গ পলায়ে বাঁচে।
জীবন দিয়া সে জীবন রক্ষা করি
মুক্তি এমনি মুক্ত হইয়া যাচে!

আজমীর হ'তে কিছু দূরে কোনো গ্রামে
"প্রমার" বংশে করিমচাঁদের কাছে
সঙ্গ পলায়ে শিখিল ডাকাতি করা;
তাহার সহিত কোনো মতে টিকে আছে!

… … … রাজার ছেলে সে, ডাকাতি করিতে
ভাল ত লাগে না ! জয়সিং, জয়চুর
বুড়া পুরানো সখা সাথে সাথে ফেরে।
তপ্ত মরুর প্রান্তর পারে দূর
বট-বীথিকার স্নিগ্ধ-গভীর ছায়ে
দুপুর বেলায় প্রখর গ্রীষ্ম দিনে
বিশ্রাম তরে সবে শুইয়া রহে ;—
বুড়া খাদ্য আনিতে গিয়াছে কিনে।

রাখাল বালক ধেনু ল'য়ে সেথা আসি
মেখে রবি কর, অতি, গণ্ডা তুলি শির
রেখেছে রুধিয়া, মুখেতে পড়িয়া তার
তাপ দেয় পাছে পাতার ফাঁকেতে রবি।

… … … মুখে মুখে যেই রটিল খবর
শুনে নিল তাহা করিম ডাকাত যবে
ভাবিল মনেতে "সজ সে নয় ছোট
বুঝিবা সে কোনো রাজপুত্রই হবে।"
ধুম-ধাম করি আনিল সেথায় ধরি
দুহিতার সাথে সজের বিয়া দিয়া
রাখিল নিকটে 'পরম যতনে ভরি
সর্দ্দার তারে আপন করিয়া নিয়া।

পৃথ্বী এদিকে লড়ি সুরযের সাথে
ক্ষত বিক্ষত শরীরে শয্যা নিল
প্রতিশোধ নিতে ছদ্মবেশেতে রহি
দূরে দূরে দূত খুঁজিবারে পাঠাইল।

... ... পৃথ্বীরাজের রোষানলে পড়ি
সঙ্গ পালায় প্রাণ ল'য়ে বহু দূরে
জয়মল ভাই পিতার কোপেতে রহি
ইদরে সময় কাটায় শিকারে ঘুরে।
সঙ্গ সে নাই, জানি পৃথ্বীর প্রতি
জয়মল রাণা প্রবীণ বয়সে রুষি—
বিদায় দিলেন—চিতোর হইতে ল'য়ে
পাঁচজন সেনা, বিশেষ ভাবেতে তুষি।

পৃথ্বী পিতার রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া
ভাবিলেন গিয়া 'গদবর' দেশে যত
বুনো ভীলদের বশে আনিবেন গিয়া
রয়েছে তাহারা শত অনিষ্টে রত।

… … … গোধূলি লগন সেনা পাঁচজন
ল'য়ে চলেছেন পৃথ্বী মলিন বাসে ;
শুধায় অধীর, রাখেলেরা সেইক্ষণে
নদালয় গ্রামে ধেনু লয়ে ফিরে আসে।
দেখিতে দেখিতে গ্রামেতে আসিয়া তারা
আশ্রয় তরে সুধায় সবারে ফিরি।
পায়নাক ঠাঁই—বেলা বেড়ে যায় ক্রমে
নির্দ্দয় সেথা আঁধার, আসিল ঘিরি !

ছিল তাঁর কাছে অঙ্গুরী এক শুধু
ভাবিলেন বেচি লবেন খাদ্য কিছু
'ওঝা' বণিকের ঘরে যান খুঁজি খুঁজি
অবশেষে রাণা মাথাটি করিয়া নিচু।

… … … দেখিয়া চিনিল গুকা, যে গড়েছে
চিতোর রাণার তরে সে অঙ্গুরীয়।
প্রণমি কহিল—"খাড়া যা' ঘরে আছে
অন্নদাতার, রাণা তুমি তারে নিও।"
দেখি, গুকা যবে চিনিয়া লইল তাঁরে
দুঃখের কথা বিধাতা ললাটে লেখে
বিনয়ের ভাবে বলেন গদ্গদ-স্বরে।

সহায় হইবে কাহা সিদ্ধি তরে,
সাদরে বসায়ে কহিল শপথ করি,—
জীবন যেতেছে যতদিন আছে তার,
লইল ঘরেতে গুকা তাঁরে করে ধরি।"

... ... শবর মীনের রাজ্য যেখানে
ছিল তার সেই নলালয়ে রাজধানী ;
ওঝা, পৃথ্বীরে লইয়া সঙ্গে করি
গেল তার কাছে—নিল সে তাহারে মানি !
শবর মীনের প্রতাপে অধীর হয়ে
রাজপুত বীর সর্দ্দার ছিল যারা,
ঘুচাইতে চায় দাসত্ব তার কাছে
রয়েছে তাহারা আবদ্ধ যেন কারা !

শবর-মীনের রাজ্যে প্রবেশি ধীরে
স্ববশে আনিলু পৃথ্বী সবারে তাতে ;
ভাগ্যলক্ষী অলক্ষ্যে রাজটিকা
পৃথ্বীর ভালে পরালেন নিজ হাতে ।

……………শবর মীনের উৎসব ছিল
সে দিন সেখানে শরৎ জোছনা রাতে
মীন রাজভের গান যত ঘরে ঘরে
ছাড়া পেয়ে সবে যোগ দিয়েছিল সাথে।
অনুজীবী হ'য়ে সব সুযোগ বুঝি
নাচ গানে মাতি সুরাপানে বিহ্বল
মীনরাজে ঘেরি, বঙ্কিয়া তোরণ দ্বারে
সিংহের মত—বিক্রমে ল'য়ে দল—

পড়িলেন রাণা—পুরাবারে মনোরথ!
সাথী রাজপুত সবাই জুটিল তাঁর,—
মীনরাজে মারে পৃথ্বী, সবাই তারা
মীনেদের মারি ক'রে দিল ছারখার!

… … … 'মন্দগড়' হ'তে আসিল সনদ
"সর্দার' নাম সোনাছি রাজপুত
শবর মীনের প্রতাপ চূর্ণ দেখি
পৃথ্বীর কাছে পাঠাল' আপন দূত।
পৃথ্বী —রাহুৎ মীনের ধার্য্য কর
চিরতরে দেন রোধ করি, তার তরে—
সুখে আনন্দে কাটান সেথায় তিনি
নবালয়ে প্রজা প্রীতির অর্ঘ্য ত'রে!

মনে তাঁর পড়ে চিতোর গড়ের রাণা
পিতা যে আছেন, মানা সেথা তাঁর যাওয়া
ভরসায় র'ন কোনদিন যদি তাঁর
হয় শুভ দিন ফিরিয়া রাজ্য পাওয়া!

তারাবাঈ

৬

... ... সুরতান রায় তক্ষশিলায়
প্রমাদ গণেন পাঠান অত্যাচারে!
যুদ্ধে হারিয়া দেশ ছাড়ি চ'লি যান
বার বার লড়ি কিছুতেই নাহি পারে।
ঘোষণা করেন দেশ দেশান্তে সবে
সাহায্যে কারো রাজ্য তাঁর ফিরে পেলে
বিদুষী কন্যা সহিত বিবাহ দিয়া
ধনদৌলৎ বহুৎ দেবেন ঢেলে।

জয়মল শুনি মুগ্ধ, ইদর হ'তে
চায় পেতে সেই সুন্দরী তারাবাই;
পাঠানে হঠাতে গিয়া না পারিয়া শেষে
গোপনে হরিতে গেল সে রমণী তাই।

... ... বিধির বিধান দুষ্টের হ'ল,
ধরা পড়ি গেল, প্রাণ নিল সুরতান।
সেই সব কথা পিতা রায়মল শুনি
খুশি হ'য়ে দেন সুরতানে ভূমি দান।
এদিকে রাণার ভ্রাতা সে সূরয ছিল
উদা ভাইটির মত হিংসায় ভরা
দুষ্টলোকের সহায় লইয়া ফেরে
তাশ-পাশা নিয়ে কাজ ছিল খেলা করা।

দিবস-স্বপনে কাটায়, উপায় ভাবে
চারিণী-দেবীর যোগিনীর কাছে শুনি
মনে হ'তে তারি, ঘোচেনা আশার বাণী—
রাণা হবে তারে ব'লে দিয়েছিল গুণি।

… … … রাণা রায়মল সূরয তাঁহার
মনোভাব বুঝে যান গতিবিধি দেখে
সঙ্গ সে নাই, জয়মল গেছে মারা,
পৃথ্বীরে ত্বরা আনালেন সেথা ডেকে।
হিংসার বিষ-দাবানল জ্বালি বুকে
চির-শত্রু যে চিতোরের ছিল যারা
সূরয সেথায় গেল সারঙ্গ কাছে
মিত্র পাইয়া পে'ল যেন দিনে তারা !

মালবের পতি মোজাফের দ্বারে গিয়া
সখ্য করিয়া পরাণ'-সূরয মালা।
উদ্যোগ তার চিতোর করিতে ভোগ
কাজ হ'ল শুধু যুদ্ধ-আগুন জ্বালা !

... ... দক্ষিণ সীমা মিবারের কাছে
মালব সেনারে লইয়া সুরয় ধরে
সাত্রি, বাটেরা, নায়ী, নিমচের মাঝে
বিরাট ভূমিটি সমেৎ আপন করে।
বিজয়ের মদে মত্ত অধীর হ'য়ে
চিতোর গড়ের উপরে সে গিয়া পড়ে;
রাণা রায়মল অল্প সিপাই লয়ে
বীর দর্পেতে সুরযের সাথে লড়ে!

প্রবীণ বয়সে যুদ্ধে অবশ রাণা
পৃথ্বী হাজার যোদ্ধা লইয়া আসি
তুমুল যুদ্ধ সুরযে দিলেন তবে
চিতোর গড়ের সকল বিপদ নাশি।

... ... পৃথ্বীর কাছে হারিয়া পালায়
সুরয লইয়া সারঙ্গ সখাটিরে!
পৃথ্বী নাছাড়ি পিছু পিছু চলি তার
শোধ নিতে চান, না গিয়া চিতোরে ফিরে।
এমন সময় যুদ্ধ-অন্তে শেষে
সুরয ছিলেন শিবিরে পড়িয়া ক্ষত
পৃথ্বী কাকারে দেখিতে নিকটে যান
কুশল লইতে মাথা করি অবনত।

সুরয দেখিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রে দেখা
ক্ষতদেহ ল'য়ে উঠিয়া দাঁড়ান ত্বরা,
পৃথ্বী হেরিল দাঁড়াইতে গিয়া তাঁর
দেহখানি হ'ল দ্বিগুণ রক্তে ভরা।

… …" … জিজ্ঞাসে,—"কাকা, ব্যথা উপশম
হইল কি তব ?—আছেন কেমন তবে ?"
সুরয কহিল—"তোমারে নেহারি ব্যথা
ঘুচে গেছে সব, ব্যাধি কি এখন রবে ?"
পৃথ্বী কহেন—"পিতার নিকটে যেতে—
পারি নাই ফিরে,—কাকাজী, সেথায় এবে
যাইব ভেবেছি তোমার কুশল লয়ে ;
ক্ষুধা লাগিয়াছে, বল. কি খাইতে দেবে ?"

দাসী আনি দিল স্বর্ণপাত্রে ভরা
জোয়ারের রুটি, ডাল, ক্ষীর দধি নানা
সুরযের সাথে খাইলেন এক সাথে
পৃথ্বী সেথায় পেলেন না বাধা, মানা।

… … … যুদ্ধ গভীর জমাইল পুন
সারঙ্গ অত্ত বিকল্প হ'য়ে কেরে ;
বীরত্ব দেখি মুগ্ধ সকলে হয়,—
যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত দেহ রহে ঘেরে।
সূরয লুকায় বাতেরোর বন মাঝে
পৃথ্বী ছাড়িয়া তবুও চান না যেতে।
দেখেন সেথায় শীতের রাতের দিনে
আগুণ জ্বালায়ে সারঙ্গ সুরযেতে

অগ্নিসন্ধিতে বসিয়া, তখন যবে,—
পড়িলেন গিয়া ব্যাঘ্রের মত বেগে
অসি হাতে বীর পৃথ্বী সূরয 'পরে
আগুণের মত উঠেন জ্বলিয়া বেগে।

… … … সারঙ্গদেব সূরযমলেরে
পৃথ্বীর হাতে বাঁচালেন ত্বরা করি
লাফ দিয়া পাড়ি সম্মুখে আসি তাঁর
দুজনারে দুই হাতে বেগে রুখি ধরি।
সূরয কহেন—"চিতোরের রাজছাতা
ধরিবে যে শিরে, তার শির নিতে নাই।"
কোষে রাখি অসি বলেন তখন ধীরে
"মিবারের সাথে বিবাদ মিটাতে চাই।"

"কেমনে হে ভাতঃ, চিন্তা বিহীন রহি"
পৃথ্বী সুধায়,—"শিয়রে বৈরী জানি
রাত্রে এমন আগুণ জ্বালায়ে বসি
গায়ে মাখিয়া মরণ লইলে মানি!"

… … … সূরয হাসিয়া কহেন "বৎস !
নিরুপায় অতি, সবি তো লইলে কাড়ি ;
দিনপাত করি কাটাইতে চাই শুধু
তোমার তরেতে সকলি দিয়াছি ছাড়ি।"
কথায় কথায় রাত বেড়ে যায় তবে
পৃথ্বী চাহেন কালিকাদেবীর কাছে
যুদ্ধে জেতার মানৎ রয়েছে বলি
যাইতে সেথায়, 'বলি' তাঁর দিতে আছে।

সূরয যুদ্ধে ক্ষত দেহ ল'য়ে আর
পারে না যাইতে, সারঙ্গে দিল সাথে।
পৃথ্বী পূজিয়া ছাগ বলি দান শেষে
সারঙ্গে মারি নরবলি দেন রাতে।

… … … পৃথ্বীর মহাপ্রতাপেতে হটি
অসহায় তার বীর্য্য বিহীন হ'য়ে
সূরয পালায়, দান করি সব কিছু
কনখল দেশে গঙ্গা যথায় ব'য়ে!
সুগভীর বন পর্ব্বতে দেখে এক
ছাগ-শাবকেরে আগুলিয়া আছে ছাগী,
বাঘ তার কাছে আসিতে পারে না, বসি
ক্ষণতরে রহি, গেল, সে কোথায় ভাগি।

শুভ-লক্ষণ মানিয়া সূরয চলে
চারিণী যোগিনী বাণী মনে আসে তার
বেৎগড় গড়ে পরাজিত করি তাঁদে
দুর্গ গড়িয়া লইল শাসন ভার।

* * *

… … … পৃথ্বী যুদ্ধ শেষ করি ফিরি
পাইলেন পথে গোপন পত্র খানি ;—
ভগ্নী শিরোহী-মহিষী জানান তাঁরে
কষ্টে কাটিছে, আপন মরণ মানি—
শেষ দেখা তাই চান, বার বার করি
লেখেন আসিতে, বারেক ভায়েরে আজি।
অশ্ব ফিরায়ে চিতোরে না গিয়া যান
পৃথ্বী ভগিনী-আলয়ে দ্রুত সাজি।

পৃথ্বী বধিতে শিরোহী-প্রাসাদ মাঝে
রোষে প্রবেশিয়া সহসা দেখিতে পান
নিজের চক্ষে, নিষ্ঠুর লীলা যত ;—
ভগ্নীপতিরে তখনি বধিতে চান।

... ... পৃথ্বীর মহাপ্রতাপেতে রতি
জন্মায় তার বীর্য বিহীন হ'য়ে
পুরব পালায়, দান করি সব কিছু
কনখল যেথে গঙ্গা বহিছে ধ'রে।
সুগভীর বন পর্বতে যেথে এক
ছাগ-শাবকেরে আগুলিয়া আছে ছাগী,
বাঘ তার কাছে আসিতে পারে না, বসি
ক্ষণতরে রহি, গেল সে কোথায় ভাগি।

শুভ-লক্ষণ মানিয়া পুরব চলে
চারিণী যোগিনী বাণী মনে আসে তার
মেখলাড় গড়ে পরাজিত করি তাঁদে
দুর্গ গড়িয়া লইল শাসন ভার।

……… পৃথ্বী যুদ্ধ শেষ করি ফিরি
পাইলেন পথে গোপন পত্র খানি ;—
ভগ্নী শিরোহী-মহিষী জানান তাঁরে
কষ্টে কাটিছে, আপন মরণ মানি—
শেষ দেখা তাই চান, বার বার করি
লেখেন আসিতে, বারেক ভায়েরে আজি।
অশ্ব ফিরায়ে চিতোরে না গিয়া যান
পৃথ্বী ভগিনী-আলয়ে যুঝে সাজি।

পৃথ্বী পশিতে শিরোহী-প্রাসাদ মাঝে
রোষে প্রবেশিয়া সহসা দেখিতে পান
নিজের চক্ষে, নিষ্ঠুর লীলা যত ;—
ভগ্নীপতিরে তখনি বধিতে চান।

… … … পত্তির পরাণ রক্ষা না পায়
ভয়ে কম্পিত ধরিয়া ভায়ের পায়ে
ক্ষমা চাহি লন, পরাণ তাহার রাণী,
পৃথ্বীর অসি পড়িল না আর গায়ে ;
পাত্তুরায়ে কন আপন পত্নী জুতা
মাথায় ধরিতে,—ক্ষমা যদি চাহে তবে।
মাথায় উঠায় পত্নী পাদুকা দুটি
পাত্তু বলে, তাঁর গোলাম হইয়া রবে।

কয়দিন ধ'রি থাকিয়া দেখেন রাণা
পাত্তু মদ খাওয়া এখন ছাড়িয়া দিয়া
গৃহদেবতার মন্দিরে বসি রোজ
পত্নীরে লয়ে পূজা পাঠ করে গিয়া।

…… …… …… আরো পাঁচ দিন রহি সিরোহীতে
যাত্রা করেন পৃথ্বী আপন ঘরে
জলের পাত্র 'বদকৃতি' ল'য়ে তাঁর
পাতু সুমধুর মোদক দিলেন তাঁরে।
অশ্বে আরোহি বিদায় লইয়া চলে
ভগ্নীর কাছে, উন্নত শিরে রাণা,
কমলমীর মহা-অরণ্য পথে সাঁঝে
দেখিলেন জল ক্ষণিক তাঁর আনা।

তৃষ্ণায় শেষে 'নদক' মুখেতে তুলি
পান করি বীর পৃথ্বী পড়িল ঝুঁয়ে
সান্ধ্য-সূর্য্য ডুব দিল তারি সাথে
প্রান্তর দেশে দিগন্ত-ভূমি ছুঁয়ে!

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

সমাপ্ত